পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1672, Saturday, March 14, 2026 FREE www.parichoy.com

বিশ্বাস করেন সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খালি তদবির বললেন মির্জা ফখরুল

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ■ মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মেরিন সেনা, স্থল অভিযানের ইঙ্গিত পেন্টাগনের - ৫ম পাতায়
- ■ মোজতবা খামেনি আহত, তবে সুস্থ, জানালো ইরান - ৫ম পাতায়
- ■ ইরান যুদ্ধে চীনের লাভ কোথায়, এশিয়ার কৌশলগত সমীকরণ বদলাতে পারে যে কারণে - ৫ম পাতায়
- ■ ইরানে সরকার পতনের শঙ্কা নেই - ৫ম পাতায়
- ■ ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ■ পুতিন ইরানকে 'কিছুটা' সহায়তা করছেন-মনে করেন ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ■ ট্রাম্পকে নিজের প্রতি খেয়াল রাখতে বলল ইরান- ৭ পাতায়
- ■ সরকারের ভেতরে থেকেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ঠেকাতে পারিনি বললেন ফরিদা আখতার -৮ম পাতায়
- ■ জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি - প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান- ৯ম পাতায়

ইরানে কঠোর আঘাতের ফের হুঁশিয়ারি

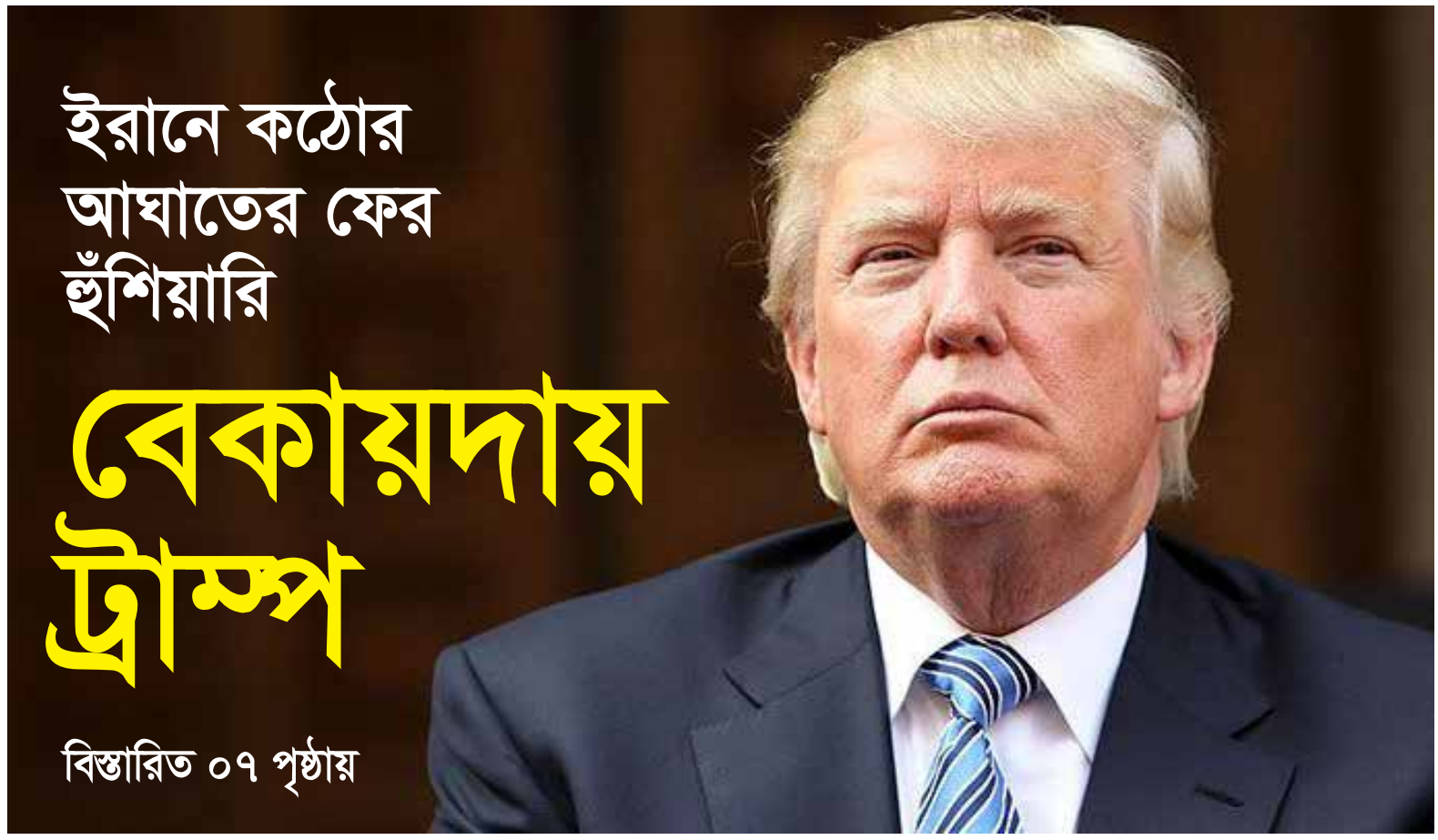

বেকায়দায় ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য অশনিসংকেত বিশ্ব অর্থনীতিতে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● মিত্ররা হরমুজ প্রণালী খুলতে সহায়তা না করলে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ 'খুবই খারাপ' - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলা দিয়ে শুরু হওয়া মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সঙ্গে ন্যাটোর 'কোনো সম্পর্ক নেই' এবং এটি 'ন্যাটোর যুদ্ধ নয়' বলে জানিয়েছেন ফ্রিডরিশ মের্ৎসের মুখপাত্র স্টেফান কর্নেলিয়ুস।

● কিয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরান যুদ্ধ শেষ হতে পারে - যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট

● ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটেছে। -বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ত্রয়োদশ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

● নির্বাচনের আগে জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি, জনগণের রায়ে বিএনপির সরকার গঠনের পর আমরা সেগুলো একের পর এক বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● ও বিশ্বাস করেন সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খালি তদবির। সেই তদবিরগুলো হচ্ছে পোস্টিং-টোস্টিং এই সমস্ত।...তদবির নয়, সরকার সব ক্ষেত্রে মেধার গুরুত্ব দেবে বলে জানিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

● বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করব না, আবার না বুঝে কোনো সহযোগিতাও করব না- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য, অশনিসংকেত বিশ্ব অর্থনীতিতে

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগুন ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে। সেই লেলিহান শিখা আজ কেবল একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই। তা বিশ্ব অর্থনীতির ফুসফুস বলে পরিচিত জ্বালানি ও সুপেয় পানির অবকাঠামোয় সরাসরি আঘাত হেনেছে। এর প্রেক্ষিতে যুদ্ধের দশম দিনে তেলের বাজার আরও তেতে উঠেছে।

২০২২ সালের পর প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১২০ মার্কিন ডলারের মনস্তাত্ত্বিক সীমার ঠিক নিচে গিয়ে ঠেকেছে। সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড এবং যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত উচ্চমানের অপরিশোধিত তেল ডব্লিউটিআই উভয়ের দামই একলাফে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে বিশ্বজুড়ে চরম অস্থিরতা তৈরি করেছে। এটি কেবল একটি গাণিতিক বা সংখ্যার পরিবর্তন নয়, বরং আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা ও গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের জন্য এক চূড়ান্ত অশনিসংকেত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সোমবারের বাজার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জ্বালানি তেলের *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মেরিন সেনা, স্থল অভিযানের ইঙ্গিত পেন্টাগনের

পরিচয় ডেস্ক: ইরান ও মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধের উত্তেজনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে প্রথমবারের মতো রণক্ষেত্রে বড় আকারের স্থল সেনা মোতায়েন শুরু করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের ওকিনাওয়া থেকে '৩১তম মেরিন এক্সপেডিশনারি ইউনিট'-এর প্রায় ২ হাজার ৫০০ মেরিন সেনা এখন মধ্যপ্রাচ্যের পথে। বিশালাকার উভচর যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস ত্রিপোলি'তে করে এই সেনাদলকে পাঠানো হচ্ছে। এই পদক্ষেপকে সরাসরি স্থলযুদ্ধের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন সামরিক বিশ্লেষকেরা। এই যুদ্ধের শুরু থেকে আকাশ ও নৌপথে হামলা চালানো হলেও এটিই প্রথ *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ইরানে সরকার পতনের শঙ্কা নেই

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাম্প্রতিক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলা চললেও ইরানের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা আপাতত ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে নেই। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিনটি সূত্রের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

সূত্রগুলোর মতে, বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ইরানের ক্ষমতার কাঠামো এখনও মোটামুটি অটুট এবং দেশটির নেতৃত্ব জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম। সাম্প্রতিক মূল্যায়নেও একই ধরনের পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার পতনের আশঙ্কাও নেই।

একটি সূত্র জানায়, কয়েকদিনের মধ্যেই সর্বশেষ গোয়েন্দা বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ২০০৩ সালের পর সবচেয়ে বড় মার্কিন সামরিক অভিযানের সমাপ্তি শিগগির ঘোষণা করা হতে পারে

তবে বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের কঠোরপন্থী নেতৃত্ব যদি দৃঢ় অবস্থানে থাকে, তাহলে ওই সংঘাতের গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে।

২৮ ফেব্রুয়ারি হামলার প্রথমদিনই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি নিহত হন বলে জানা গেলেও দেশটির ধর্মীয় নেতৃত্ব এখনও সুসংগঠিত বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

রয়টার্সকে এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ আলোচনাতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, চলমান যুদ্ধের ফলে ইরানের ধর্মীয় সরকার ভেঙে পড়বে– এমন নিশ্চয়তা নেই।

তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। ইরানের অভ্যন্তরীণ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মোজতবা খামেনি আহত, তবে সুস্থ, জানালো ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি আহত হয়েছেন, তবে তিনি সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ইতালির দৈনিক 'করিয়ের ডেলা সেরা'কে বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই এ কথা জানান। খবর আনাদলুর

তিনি চলমান আঞ্চলিক উত্তেজনা নিয়ে কথা বলেন এবং ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানান। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি ইরানের কোনও শত্রুতা নেই। তবে অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি 'অবিশ্বাসের পরিবেশ' তৈরি করছে বলে দাবি করেন তিনি।

বাকাই জানান, তেহরান প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছে। পাশাপাশি তেলের দাম বৃদ্ধিকে ঘিরে ইউরোপের উদ্বেগের বিষয়েও তিনি কথা বলেন। ইরানি এই *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধে চীনের লাভ কোথায়, এশিয়ার কৌশলগত সমীকরণ বদলাতে পারে যে কারণে

পরিচয় ডেস্ক:মার্কিন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব দুর্বল করবে, আমেরিকার শক্তি হ্রাস নিয়ে চীনের যুক্তিকে শক্তিশালী করবে এবং মাঝারি শক্তির দেশগুলোর মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে ত্বরান্বিত করবে।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মার্কিন সামরিক কমান্ডাররা দক্ষিণ চীন সাগর থেকে একটি ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ সরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠান। এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর বা পেন্টাগন এশিয়া থেকে উন্নতমানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও মধ্যপ্রাচ্যে সরিয়ে এনে ইরানের ড্রোন ও রকেট হামলার বিরুদ্ধে সুরক্ষা জোরদার করছে। সরিয়ে নেওয়া অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্প-কিম বৈঠকের গুঞ্জনের মধ্যেই ‘রহস্যময়’ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার শান্তি প্রস্তাবকে ‘প্রতারণামূলক প্রহসন’ বলে প্রত্যাখ্যান করার কয়েক সপ্তাহের মাথায় আবারও পূর্ব দিকে রহস্যময় ‘অজ্ঞাত ক্ষেপণাস্ত্র’ উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া। ১৪ মার্চ শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। পিয়ংইয়ংয়ের এই পদক্ষেপ কোরীয় উপদ্বীপে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

সিউলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া অন্তত একটি অজ্ঞাত বস্তু পূর্ব দিকে নিক্ষেপ করেছে। তবে এই ক্ষেপণাস্ত্রের ধরন বা এটি কতদূর গিয়ে পড়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ কোরিয়া ও ওয়াশিংটনের নিরাপত্তা মিত্রদের মধ্যে যখন কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চলছে, ঠিক তখনই এই ঘটনা ঘটল। এর আগে পিয়ংইয়ং সিউলের শান্তি প্রচেষ্টাকে ‘কদর্য ও প্রতারণামূলক প্রহসন’ বলে অভিহিত করে আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিল। উত্তর কোরিয়ার এই সামরিক উসকানির কয়েক ঘণ্টা আগেই দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম মিন-সক এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি জানান, ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক করাকে ‘ইতিবাচক’ বলে মনে করছেন। ট্রাম্পের আসন্ন এপ্রিল মাসের বেইজিং সফরের সময় এই ঐতিহাসিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিম মিন-সকের মতে, ট্রাম্প তাঁকে বলেছেনড়কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করাটা ভালো হবে। আমরা যখন চীন সফরে যাব তখন এটি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।’

দশকের পর দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার চেষ্টা করলেও শীর্ষ সম্মেলন, নিষেধাজ্ঞা কিংবা কূটনৈতিক চাপ খুব একটা কার্যকর হয়নি। গত অক্টোবর মাসে এশিয়া সফরের সময় ট্রাম্প কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে ‘১০০ শতাংশ’ উন্মুক্ত থাকার কথা বললেও পিয়ংইয়ং তখন কোনো সাড়া দেয়নি। তবে সম্প্রতি কিম জং উন জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন যদি উত্তর কোরিয়ার ‘পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের’ মর্যাদাকে মেনে নেয়, তবেই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক সম্ভব।

উত্তর কোরিয়ার এই সর্বশেষ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কি কেবল সামরিক শক্তি প্রদর্শন, নাকি ট্রাম্পের সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠকের আগে দর-কষাকষির একটি কৌশলড়তা নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ।

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: শনিবার ১৪ মার্চ ভোরের আগে ইরানের খারগ দ্বীপে মার্কিন বিমানবাহিনীর হামলা মধ্যপ্রাচ্যের রণকৌশলে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে একটি ‘সফল সামরিক পদক্ষেপ’ হিসেবে দাবি করলেও, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ এবং জ্বালানি বিশ্লেষকেরা এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ট্রাম্পের বিবৃতিতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

পুতিন ইরানকে ‘কিছুটা’ সহায়তা করছেন-মনে করেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইরানকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কিছুটা সহায়তা করতে পারেন বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৩ মার্চ শুক্রবার ফক্স নিউজ রেডিওতে সম্প্রচারিত ‘দ্য ব্রায়ান কিলমিড শো’-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।

ব্রায়ান কিলমিড ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় পুতিন তাদের সাহায্য করছেন?’ জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার মনে হয় তিনি হয়তো একটু সাহায্য করছেন।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘সম্ভবত পুতিন মনে করেন আমরা *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের ভেতরে জটিল টানাপোড়েনই ইরান যুদ্ধের গতিপথ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বদলে যাওয়া প্রকাশ্য বক্তব্যের পেছনে কাজ করছে। সংঘাত যখন মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন তাঁর উপদেষ্টারা বিতর্ক করছেন কখন এবং কীভাবে বিজয় ঘোষণা করা হবে। ট্রাম্পের এক উপদেষ্টা ও আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আরও কয়েকজনের বক্তব্য অনুসারে, কিছু কর্মকর্তা ও উপদেষ্টা সতর্ক করছেন, পেট্রলের দাম হঠাৎ বেড়ে গেলে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি হামলার রাজনৈতিক মূল্য দিতে হতে পারে। অন্যদিকে কেউ কেউ ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

এই পর্যবেক্ষণগুলো হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার আগে প্রকাশ না পাওয়া অবস্থাই তুলে ধরে। পর্দার আড়ালের এই তৎপরতা দেখায়, ট্রাম্পের সামনে ঝুঁকি কতটা বড়। তিনি গত বছর ক্ষমতায় ফিরে ‘বোকা’ সামরিক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি দেশকে এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছেনড়্যা বৈশ্বিক বাজার কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক তেল বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

ট্রাম্পের কানে জায়গা করে নেওয়ার এই প্রতিযোগিতা তাঁর প্রেসিডেন্সির পরিচিত বৈশিষ্ট্য, তবে এবার এর পরিণতি যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে নির্ধারক। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর সময় যে বিস্তৃত লক্ষ্য তিনি তুলে ধরেছিলেন, সেখান থেকে সরে এসে সাম্প্রতিক দিনে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন এটি একটি সীমিত অভিযান, যার সামরিক লক্ষ্যগুলোর বেশির ভাগই পূরণ হয়েছে।

তবে বার্তাটি অনেকের কাছেই অস্পষ্ট, জ্বালানি বাজারও তার মধ্যে রয়েছে। ট্রাম্পের বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধে ১ম ৬ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্রে ব্যয় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, প্রকৃত খরচ অনেক বেশি

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হু হু করে অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের। ঠিক কী পরিমাণে ব্যয় হচ্ছে, সেটিও হিসাব করে বের করতে পারছে না পেন্টাগন। তবে গত মঙ্গলবার এক গোপন ব্রিফিংয়ে শীর্ষ মার্কিন আইনপ্রণেতাদের পেন্টাগনের কর্মকর্তারা জানান, যুদ্ধে সমরাস্ত্রে ব্যয় ইতিমধ্যে ১১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। তবে সংঘাতের শুরুর দিনগুলোর প্রকৃত ব্যয় এই অঙ্কের চেয়ে আরও অনেক বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তির বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

ক্যাপিটল হিলে হওয়া ওই বৈঠকের বিষয়ে অবগত একজন জানিয়েছেন, পেন্টাগনের দেওয়া এই হিসাবটি মূলত অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারের ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোর পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে আসেনি। ওই অঞ্চলে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন, চিকিৎসা ব্যয় এবং যুদ্ধে হারানো সামরিক বিমান প্রতিস্থাপনের খরচ হিসাব করলে এই অঙ্ক আরও কয়েক গুণ বাড়বে।

গত সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছিল, যুদ্ধের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের গোলাবারুদ ব্যবহার করছিল। পরে তা কমে প্রতিদিন প্রায় এক বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। পরিস্থিতি আরও না বাড়লে যুদ্ধ চলতে থাকায় প্রতিদিনের ব্যয় আরও কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অভিযান-সংক্রান্ত তথ্য স্পর্শকাতর হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসব তথ্য দিয়েছেন। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানে কঠোর আঘাতের ফের হুঁশিয়ারি

বেকায়দায় ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: বিনা উস্কানিতে ইরানের ওপর ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার দুই সপ্তাহ হলেও লক্ষণ নেই যুদ্ধের তীব্রতা কমার। ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় একদিকে ইসরায়েল বিধ্বংসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের উল্লেখযোগ্য সামরিক-বেসামরিক স্থাপনার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরবমিত্রদের স্থাপনা লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে ইরান। প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দেওয়ার লক্ষণ নেই কোনো পক্ষের মধ্যেই। রণাঙ্গনের এই যখন অবস্থা, তখন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে হোয়াইট হাউসের ভেতরে চলছে দড়ি টানাটানি, যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে ট্রাম্পের বিপরীতমুখী মন্তব্যে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে যাওয়া এ যুদ্ধে কখন ও কীভাবে জয় ঘোষণা করা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে ট্রাম্পের সহযোগীদের মধ্যে। কিছু কর্মকর্তা ও উপদেষ্টা ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলছেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার ফলে জ্বালানির মূল্যে উল্লম্ফনের রাজনৈতিক মূল্য দিতে হতে পারে। অন্যদিকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে ট্রাম্পকে চাপ দিচ্ছে প্রশাসনের যুদ্ধংদেহী অংশটি। ট্রাম্পের একজন উপদেষ্টা ও এ-সংক্রান্ত আলোচনায় নিবিড়ভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছেন, অভ্যন্তরীণ দ্বিমুখী অবস্থানে তার প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে। 'আহাম্মকিপূর্ণ' সামরিক হস্তক্ষেপ পরিহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রাম্প গত বছর ক্ষমতায় বসেন। এরপরও তিনি এমন এক যুদ্ধে জড়িয়েছেন, যা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। এ যুদ্ধে কেঁপে উঠছে বৈশ্বিক অর্থবাজার; মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে আন্তর্জাতিক তেলবাণিজ্য।

ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে তার সহযোগীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা নতুন নয়, তবে এবার বিষয়টি ভিন্ন। ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ চক্রের সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে বিশ্বের অন্যতম অস্থির ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ ও শান্তির ওপর।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চান বলে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প, তবে সেখান থেকে সরে এসে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলছেন, তিনি বর্তমান সংঘাতকে সীমিত আকারের সামরিক অভিযান *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরানের শাসকদের হত্যা করা আমার জন্য 'বিরাট সম্মানের' বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের শাসকগোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা 'বিরাট সম্মানের' বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে শুক্রবার সকালে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন, "তারা গত ৪৭ বছর ধরে সারা বিশ্বে নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। আর এখন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি তাদের হত্যা করছি। এটি করতে পারা সত্যিই আমার জন্য বড় সম্মানের।"

তিনি লেখেন, "আমরা সামরিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সব দিক থেকে ইরানের সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিচ্ছি।"

ট্রাম্প লেখেন, "ইরানের নৌবাহিনী আর নেই, তাদের বিমানবাহিনীও কার্যত শেষ। ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোনসহ সবকিছুই ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের নেতাদেরও পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।"

তিনি আরও লেখেন, "আমাদের হাতে অতুলনীয় সামরিক শক্তি, সীমাহীন গোলাবারুদ এবং পর্যাপ্ত সময় রয়েছে, আজ এই উন্মাদ দুর্বৃত্তদের কী হয় তা দেখুন।"খবর বিবিসির

ইরানে কঠোর আঘাতের ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের আগামী সপ্তাহের মধ্যে কঠোর আঘাত হানা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ১৩ মার্চ শুক্রবার তিনি এ হুমকি দেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "হরমুজ প্রণালি পার হতে প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের জাহাজগুলোকে রক্ষা করবে। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ ভালোভাবে এগিয়ে যাবে।" ইরানের সামরিক ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে দুর্বল করার জন্য মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। তবে তিনি দ্রুত যুদ্ধ শেষ করতে পারছেন না বলে জানান ওই সাক্ষাৎকারে। এর আগে বুধবার কেন্টাকির হেবরনে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে নিজের প্রতি খেয়াল রাখতে বলল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকিকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, তেহরান এসব হুমকিকে ভয় পায় না।

এর আগে ট্রাম্প হুমকি দেন, ইরান যদি কৌশলগত জলপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে করে দেয় তাহলে কঠিন আঘাত করা হবে। এই হুমকির জবাবে গত মঙ্গলবার ১০ মার্চ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে লারিজানি লিখেছেন, 'ইরান আপনার ফাঁকা হুমকিকে ভয় পায় না। আপনার চেয়েও বড়রা ইরানকে নির্মূল করতে পারেনি। নিজের প্রতি খেয়াল রাখুন যেন নির্মূল হয়ে না যান!'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটার হেগসেথ বলেছেন, আজ 'আবারও সবচেয়ে তীব্র আঘাতের দিন' হবে। তিনি দাবি করেন, ইরান 'মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে যাচ্ছে'। ট্রাম্প ও পিট হেগসেথের এমন বক্তব্যকে উপেক্ষা করে উল্টো জবাবে ইরানের নিরাপত্তা প্রধান এক্সে পোস্ট করে ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি করেন।

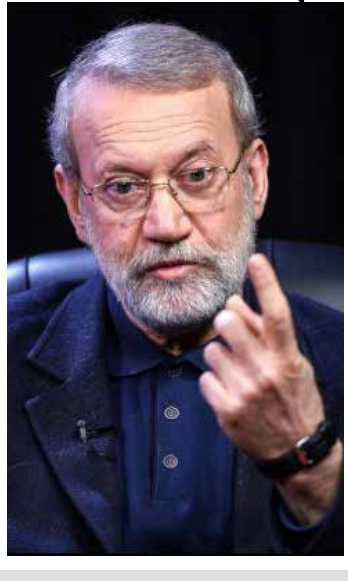

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের ভুল হিসাব

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার উপদেষ্টারা পরিস্থিতি সম্পর্কে যে হিসাব কষেছিলেন, বাস্তবতা তার সঙ্গে মিলছে না সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সেটিই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে সম্ভাব্য সামরিক হামলা নিয়ে আলোচনা চলার সময় যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যুদ্ধ হলেও মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন না। তার যুক্তি ছিল, এর আগে ইরানের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সরকারের ভেতরে থেকেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ঠেকাতে পারিনি বললেন ফরিদা আখতার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সস্তায় মাংস, পোলট্রি ও অন্যান্য প্রাণিজ পণ্য আমদানির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, শেষ দিন পর্যন্ত এই চুক্তির বিরুদ্ধে লড়েছি। সরকারের ভেতরে থেকেও আমরা চুক্তি ঠেকাতে পারিনি।

শনিবার (১৪ মার্চ) রাজধানীর পান্থপথে ঢাকা স্ট্রিম কার্যালয়ে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট : ক্যাবের ১৩ দফা ও জনপ্রত্যাশা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা বলেন তিনি। চুক্তির গোপনীয়তা নীতির সমালোচনা করে ফরিদা আখতার বলেন, নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে এই চুক্তি হয়নি। বরং প্রক্রিয়াটি আগে থেকেই চলছিল। একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের চুক্তি হচ্ছে, সেখানে আমরা গোপন রাখার কথা মেনে নিয়ে বসে আছি। এমনকি সরকারের ভেতরেও সবাই সবটুকু জানতে পারবে না।এটা তো হতে পারে না। দেশীয় খামারিদের সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে এই

উদ্যোগ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানান তিনি। ফরিদা আখতার বলেন, ২০২৫ সালের জুনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমাদের মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাংস, পোল্ট্রির বাচ্চা, ক্যাটফিশ ও নাড়িভুঁড়ি আমদানির বিষয়ে অনুমোদনে। কিন্তু এসব পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে দেশে জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্যের ঝুঁকি, বিশেষ করে জুনোটিক রোগের সম্ভাবনা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে আমরা আপত্তি জানাই।

ফরিদা আখতার বলেন, ওদের উচ্চমানের টেস্টিং ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের দেশে আসার আগে নিজস্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম চুক্তিতে সেই সুযোগ নেই। ওখানে যা আছে সেটাই মানতে হবে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত উৎপাদিত মাংস বাংলাদেশে ডাম্পিং হওয়ার আশঙ্কা আছে। যে মাংসগুলো আসবে, সেগুলো তো ওভার প্রোডাকশন এবং এগুলো বিষ খাওয়া। জেনেটিক্যালি মডিফাইড সয়াবিন কর্ন খাওয়ানো হয় এবং ওদের ওভার প্রোডাকশনকে ওরা সমুদ্রে ফেলতে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট গ্রহণের মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন

পরিচয় ডেস্ক: গত বছরের আগস্টে বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট গ্রহণের অভিযোগে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক। মামলায় খায়রুল হকসহ মোট আটজনকে আসামি করা হয়।

বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট গ্রহণের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর ফলে তার কারামুক্তিতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী।

বুধবার (১১ মার্চ) বিচারপতি শেখ মো. জাকির হোসেন ও বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে খায়রুল হকের পক্ষে শুনানি

করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন সাজু এবং ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান।

গত বছরের আগস্টে বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট গ্রহণের অভিযোগে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক। মামলায় খায়রুল হকসহ মোট আটজনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেনড়্রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নুরুল হুদা, সাবেক সদস্য (অর্থ) ও সদস্য (এস্টেট) আ ই ম গোলাম কিবরিয়া, সাবেক সদস্য (অর্থ) মো. আবু বক্কার সিকদার, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, সাবেক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বাস করেন সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খালি তদবির বললেন মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: তদবির নয়, সরকার সব ক্ষেত্রে মেধার গুরুত্ব দেবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন,ওবিশ্বাস করেন সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খালি তদবির। সেই তদবিরগুলো হচ্ছে পোস্টিং-টোস্টিং এই সমস্ত। যেসব বিষয় দরকার আছে, সেইসব করতে হবে। কিন্তু সেগুলোকেই যদি প্রধান গুরুত্ব দেই, তাহলে তো মুশকিল হবেএ

১৩ মার্চ: শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ঠাকুরগাঁও জেলা সমিতির এক ইফতার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল

জাপানের কাছে সংশোধিত প্রস্তাব চেয়েছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক:ঢাকা বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাপানি কনসোর্টিয়ামকে দ্রুত

সংশোধিত প্রস্তাব জমা দিতে বলেছে বাংলাদেশ। বিলম্বিত এই টার্মিনালটি দ্রুত চালু করার লক্ষ্যে দুই পক্ষ পুনরায় আলোচনা শুরু করার পর এই আহ্বান জানানো হলো। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সংসদের শোকপ্রস্তাবে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের নাম, রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্টজনদের তীব্র নিন্দা

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার (১৩ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই একাধিক নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, যা জাতির মুক্তিযুদ্ধ ও ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত শোকপ্রস্তাবে দণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর মোর্চা ওগণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা ওগণতান্ত্রিক ছাত্র জোট এবং দেশের বিশিষ্ট নাগরিক সমাজ। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তাঁরা এই ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রক্তের সাথে ওবিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে

উল্লেখ করে অবিলম্বে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে ওই নামগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

শুক্রবার (১৩ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বামপন্থি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

'২০৪২ সালেও তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকবেন' বক্তব্য, জয়নুল আবদিনকে সতর্ক করল বিএনপি

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুককে সতর্ক করেছে বিএনপি ৬২০৪২ সাল পর্যন্ত তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকবেন্ন-এমন বক্তব্য দেয়ার কারণে তাকে সর্কত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার (১১ মার্চ) দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

জানা যায়, গত সোমবার, ৯ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা জয়নুল *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি - প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক:আগামী ১৪ এপ্রিল তথা পহেলা বৈশাখ থেকে চালু হচ্ছে“ফার্মার্স কার্ড” বা“কৃষক কার্ড”। আগামী ১৬ মার্চ দিনাজপুর থেকে শুরু হচ্ছে ‘খাল খনন কর্মসূচি’।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, নির্বাচনের আগে জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি, জনগণের রায়ে বিএনপির সরকার গঠনের পর আমরা সেগুলো একের পর এক বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি।

১৪ মার্চ শনিবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, পুরোহিত, সেবায়েত, বিহার, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের সম্মানী দেওয়ার কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তারেক রহমান বলেন,“সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন, তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক বৈষম্য দূর করে আমরা সবাই মিলে ভালো থাকবো, জাতীয় নির্বাচনের আগে আমরা জনগণের কাছে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন সেগুলো বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি”

প্রধানমন্ত্রী বলেন,“অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই“ফ্যামিলি কার্ড” চালু করেছি। পর্যায়ক্রমে এই কার্ড সারা দেশে সবাই পাবেন।

আগামী ১৪ এপ্রিল তথা পহেলা বৈশাখ থেকে চালু হচ্ছে “ফার্মার্স কার্ড” বা“কৃষক কার্ড”। আগামী ১৬ মার্চ দিনাজপুর থেকে শুরু হচ্ছে“খাল খনন কর্মসূচি”।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,“আজ থেকে চালু হলো খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং অন্য ধর্মের ধর্মীয় গুরুদের জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি। যাদের প্রয়োজন বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

সংসদে হট্টগোলের মধ্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণ

বিরোধী দলের প্রতিবাদ ও ওয়াকআউট

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন,“গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদি সরকারের পতন ঘটেছে” তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও জুলাই শহীদদের স্মরণে নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরেন। এছাড়া, কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপে নেবে বলে আশা করেন রাষ্ট্রপতি। বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

গণ-অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটেছে

ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি

পরিচয় ডেস্ক: এর আগে, স্পিকার হাফিজ উদ্দিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিরোধী দল জামায়াতসহ অন্যান্য দলের সংসদ সদস্যরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতির প্রতিবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

বক্তব্য প্রদানকালে রাষ্ট্রপতি সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। একইসঙ্গে তিনি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করেন।

সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সরকারের কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে বলেন,“বর্তমান সরকার করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ নীতি নিয়ে কাজ করছে”

তিনি জানান, দুর্নীতি দমন এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

আজ থেকে কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলো

সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: ফ্যাসিবাদের নির্মমতার শিকার অসংখ্য মানুষের কান্না আর হাজারো প্রাণের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশে আবারো কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন,“দীর্ঘ বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করব না, আবার না বুঝে কোনো সহযোগিতাও করব না

জানালেন শফিকুর রহমান

জাতীয় সংসদকে দেশ ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর ও অর্থবহ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। তিনি ঘোষণা করেছেন, বিরোধী দল হিসেবে তারা কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বুধবার (১১ মার্চ) সকালে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় সভাকক্ষে ১১ দলের সংসদীয় দলের বৈঠক শেষে সংসদ ভবনের এলডি হলে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন। আগামীকাল ১২ মার্চ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনকে সামনে রেখে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, “আমরা সকল বিষয়ে বিরোধিতা করব না, আবার না বুঝে কোনো সহযোগিতাও করব না। দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকার যে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেবে, সে সব ক্ষেত্রে আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা থাকবে। তবে দেশ ও জাতির ক্ষতি হয়ড়এমন কোনো সিদ্ধান্তে আমরা আমাদের দায়িত্ব অনুযায়ী ভূমিকা পালন করব।চ সংসদে তাদের প্রতিবাদের ধরণ সম্পর্কে বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

একটা কার্যকর সংসদ দেখতে চাই, আশা করছি রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হবে - নাহিদ ইসলাম

সংসদকে কার্যকর দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন,“আমরা একটা কার্যকর সংসদ দেখতে চাই। আমরা আশা করছি, বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে। সব কমিটমেন্ট রক্ষা করা হবে”

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আশা করছি সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হবে। বুধবার (১১ মার্চ) রংপুরের শহিদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামে এনসিপির বিভাগীয় ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, আগামীকাল নতুন বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের প্রভাবে শক্তিশালী হচ্ছে মার্কিন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের প্রভাবে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের মান আরো শক্তিশালী হয়েছে।

গত ১১ মার্চ ডলারের দর এ বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতার কাছাকাছি অবস্থান করেছে। অপরিশোধিত তেলের চড়া দামের কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো কঠোর নীতি গ্রহণ করতে পারে, এমন আশঙ্কায় ডলারের এ উত্থান। পরপর তিনদিন ধরে ইউরো, ইয়েন, স্টার্লিং ও কিউই মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, আমদানীকৃত জ্বালানির ওপর কোন দেশ কতটা নির্ভরশীল, তার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান মুদ্রাবাজার ওঠানামা করছে। ইউরোপ জ্বালানি সংকটে পড়ার ঝুঁকিতে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে স্বনির্ভর, যা ডলারকে সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছে। খবর রয়টার্স

রপ্তানি হ্রাস ও আমদানি বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ১৩.৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত ব্যালান্স অভ পেমেন্ট-এর (বিওপি) সর্বশেষ তথ্যমতে, চলতি অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে আমদানি বেড়ে যাওয়া ও রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি আরও বেড়েছে।

গত ১১ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৩.৮০ বিলিয়ন ডলারে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১.৭৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

তবে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সংঘাতের প্রভাব এই তথ্যে এখনও প্রতিফলিত হয়নি।

র্থবছরের প্রথম সাত মাসে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি কমেছে। গত অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ২৬.৩৭ বিলিয়ন ডলার, যা চলতি অর্থবছরের একই সময়ে কমে দাঁড়িয়েছে ২৬.০৯ বিলিয়ন ডলার।

একই সময়ে আমদানি ব্যয় ৩৮.১১ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৩৯.৮৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন টিবিএসকে বলেন, বাণিজ্য প্রবাহের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে জানালো নিক্কেই এশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্য বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিতে পারে। গত চার মাস ধরে ক্রমাগত বেড়ে মূল্যস্ফীতি এখন ১০ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটি নতুন সরকারের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গভর্নরের সুদের হার কমানোর পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলছে।

আমদানি করা তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারিতে ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.১৩ শতাংশ। এর মূল চালিকাশক্তি ছিল খাদ্যপণ্যের দাম, তবে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের খরচও বেড়েছে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনো অস্থিরতা, বিশেষ করে হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের বিঘ্ন বিশ্ববাজারে তেল ও এলএনজির দাম দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি আবারও ৯ শতাংশের ঘর ছাড়িয়েছে। ইরানের সংকট এই চাপকে আরও তীব্র করবে।'

বর্তমানে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল প্রতি ব্যারেল প্রায় ১০০ ডলারে লেনদেন হচ্ছে। জ্বালানি খরচ বাড়লে তার প্রভাব পরিবহন, বিদ্যুৎ ও উৎপাদন খরচের ওপর পড়ে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভোক্তাদেরই বইতে হয়। অধ্যাপক রায়হান আরও বলেন, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং খাদ্যবাজারে অস্থিরতার কারণে এই মূল্যস্ফীতি এখন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধের ধাক্কা বাংলাদেশের সরবরাহ চেইনে: সমুদ্র থেকে সড়কপথে পণ্য পরিবহনের খরচ বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ধাক্কা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের সরবরাহ ব্যবস্থায়। আন্তর্জাতিক শিপিং থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ট্রাক চলাচল পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই পণ্য পরিবহনের ব্যয় (ফ্রেইট খরচ) বেড়ে গেছে। রপ্তানি চাহিদা হ্রাসের মধ্যে এই পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের ওপর নিত্যপণ্যের বাড়তি দামের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে।

শিপিং কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামলাতে বড় অঙ্কের বাঙ্কার *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ডিজেল সরবরাহে বাংলাদেশের অনুরোধ পর্যালোচনা করছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ডিজেল সরবরাহের যে অনুরোধ করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। আজ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক মিডিয়া *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ইরান যুদ্ধ হতে পারে বিশ্বব্যাপী তীব্র খাদ্য সংকটের কারণ

পরিচয় ডেস্ক: এ যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)-র ট্যাঙ্কার কিভাবে চলাচল করবে সেই চিন্তায় সারা বিশ্বই এখন নিমজ্জিত। এমন দুশ্চিন্তা খুবই স্বাভাবিক, কারণ, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজির মোট রপ্তানির প্রায় এক পঞ্চমাংশ ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ এ জলপথের ওপর নির্ভরশীল।

তবে যে পণ্য পরিবহণ আরো শঙ্কার মুখে, তা হলো সার। প্রায় সারা বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন এবং সৌদি আরবের মতো আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর খাদ্য আমদানিও এর ওপর নির্ভরশীল।

সিগনাল গ্রুপের তথ্য অনুযায়ী, অ্যামোনিয়া, ফসফেট এবং সালফারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সারের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের ২০%

উপসাগরীয় দেশগুলোর নির্ভরশীল।

ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক ইউরিয়া যায় উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে, যার মধ্যে এক-দশমাংশ যায় কাতার থেকে।

গত সপ্তাহে ইরানের হামলার পর বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি এবং সারের কেন্দ্রস্থল রাস লাফান- এ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে কাতারএনার্জি। এর ফলে লক্ষ লক্ষ টন সারের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

করোনা মহামারি এবং রাশিয়া ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত কৃষিজমি এবং বন্দর দখল করার পর গত ছয় বছরের মধ্যে ইরানের কারণে যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা তৃতীয় বড় ঝুঁকির হুমকি। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সারের দাম ১০ থেকে ৩০% বেড়েছে। তবে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক ইউক্রেনে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মুসলিমবিদ্বেষ শনাক্তে যুক্তরাজ্যের নতুন পদক্ষেপ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের ওপর রেকর্ড পরিমাণ নির্যাতন ও বিদ্বেষ বেড়ে যাওয়ায় সরকার 'মুসলিমবিদ্বেষ' নিয়ে একটি নতুন সরকারি ও পরামর্শমূলক সংজ্ঞা ঘোষণা করেছে। এটি একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পদক্ষেপ যার কারণে কর্তৃপক্ষকে মুসলিমদের লক্ষ্য করে হওয়া অপরাধগুলো শনাক্ত ও মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। আল অ্যারাবিয়ার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সবার মনোযোগ তেলে, মধ্যপ্রাচ্যের আসল ঝুঁকি পানি

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল সংঘর্ষ ১৪তম দিনে প্রবেশ করেছে, আর পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। যুদ্ধ এতটাই এলোমেলো এবং বিস্তৃত যে পুরো পরিস্থিতি যেন একটি গোলকধাঁধার মধ্যে পরিণত হয়েছে। দুই পক্ষই সমাধানের পথে এগোচ্ছে না, বরং একে অপরের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ছে, ফলে ভবিষ্যৎ এখনো অজানা।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

ইরানে তেহরানসহ কাশান, ইসফাহান, কোম এবং আরাক শহরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইরানে এখন পর্যন্ত এক হাজার ৪০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং বহু আবাসিক এলাকা হামলার শিকার হয়েছে। তেহরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার শব্দ এবং ড্রোনের গর্জন শহরকে কাঁপিয়ে তুলছে।

পানিপথেও হামলা থেমে নেই।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার সংখ্যা বাড়ছে। সর্বশেষ তিনটিসহ মোট ১৬টি কার্গো জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

তেলের চেয়ে বড় বিপদ পানি

হরমুজ প্রণালি বন্ধ *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

প্রতিবেশী দেশগুলোকে 'টার্গেট' না করতে ইরানের প্রতি হামাসের আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানকে প্রতিবেশী দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে হামাস। শনিবার হামাস এই আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেহরানের আত্মরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে। হামাস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইরানের আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম অনুযায়ী এই আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার অধিকার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধবাজ নেতাদের পাপ স্বীকারের আহ্বান পোপ লিওর, ইরান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধ শুরু করার জন্য দায়বদ্ধ খ্রিষ্টান রাজনৈতিক নেতাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও পাপ স্বীকারের (কনফেশন) আহ্বান জানিয়েছেন পোপ লিও চতুর্দশ। ভ্যাটিকানে এক অনুষ্ঠানে সমবেত যাজক ও পুরোহিতদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, যারা সশস্ত্র সংঘাতের মতো গুরুতর বিষয়ের জন্য দায়ী, তাদের কি নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর মতো সাহস ও বিনয় আছে?

পোপ সরাসরি কোনো দেশ বা নেতার নাম উল্লেখ না করলেও তার এই বক্তব্যকে ইরানের চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে পোপ লিও বারবার মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে 'গভীরভাবে উদ্বেগজনক' বলে অভিহিত করেছেন। তার এই আহ্বানের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় কারণ বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নীতিনির্ধারক ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী।

এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক প্রবীণ কার্ডিনাল ও ক্যাথলিক নেতা ট্রাম্প প্রশাসনের এই যুদ্ধের প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন। ওয়াশিংটনের কার্ডিনাল রবার্ট ম্যাকএলরয় সাফ জানিয়েছেন, এই হামলা ক্যাথলিক শিক্ষার 'জাস্ট ওয়ার' বা *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ইরান যুদ্ধ: বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বিন্যাসে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা যত বাড়ছে, ততই একটি পুরোনো প্রশ্ন সামনে আসছেড়পশ্চিমা বিশ্ব কি সত্যিই একসঙ্গে চলছে? ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের সময় ইউরোপের কয়েকটি বড় দেশ দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এবার দৃশ্যপট ভিন্ন। ইউরোপীয় দেশগুলো সরাসরি সামরিক অভিযানে অংশ নেয়নি। বিশ্লেষকেরা যদিও মনে করেন, পর্দার আড়ালে সীমিত সহায়তা, যেমন ঘাঁটি ব্যবহার, আকাশপথ বা গোয়েন্দা সমন্বয়ড়এগুলো হয়তো চলছে। তবে তারা মোটাদাগে যুদ্ধের দায় নিজেদের কাঁধে নিতে চাইছে না।

এ অবস্থান কেবল কৌশলগত সতর্কতা নয়; এটি পশ্চিমা বিশ্বের ভেতরে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ২ মার্চ প্রকাশিত দ্য ওয়াশিংটন পোস্টএর প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইউরোপীয় নেতারা সরাসরি সামরিক পদক্ষেপের পক্ষে কথা বলেননি; বরং 'দূরত্ব বজায় রাখা ভাষা' ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ন্যাটোর ভেতরে থেকেও এখন সরাসরি সমর্থনের বদলে শর্তসাপেক্ষ সহযোগিতার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

কেন এই সতর্কতা

প্রথমত, অতীত অভিজ্ঞতা। গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার যে অভিযোগে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেই অভিযোগ পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাই এখন ইউরোপীয় দেশগুলো যেকোনো সামরিক পদক্ষেপের আগে আইনি ভিত্তি, স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং বেরিয়ে আসার পথ জানতে চায়। ২ মার্চ রয়টার্সের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইরান প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যাটোর অবস্থান পরিষ্কার না হলে ইউরোপীয় নেতারা প্রকাশ্যে এগোতে চান না; অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়াতেই এ অবস্থান।

দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা নিয়ে অগ্রাধিকার। ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর ইউরোপের কৌশল বদলে গেছে; রাশিয়াকে তারা তাৎক্ষণিক হুমকি মনে করে। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে বড় সংঘাতে জড়ালে ইউক্রেন ইস্যুতে মনোযোগ ও সহায়তা সরে যেতে পারে। তাই তারা একসঙ্গে দুই সংকটে ঢুকতে চায় না। ৩ মার্চ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে (এপি) লর্ন কুক লিখেছেন, ইউরোপ সামরিক ঘাঁটি সুরক্ষা ও নাগরিক সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিতে সক্রিয় থাকলেও সংঘাত বাড়ানোর পথে হাঁটছে না।

তৃতীয়ত, আস্থার টানাপোড়েন। ট্রাম্প আমলের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি, শুল্কবিরোধ, প্রতিরক্ষা ব্যয় ও ইউক্রেন প্রশ্নে মতভেদড়সব মিলিয়ে সম্পর্কের ভেতরে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ফলে 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' এখন জোরালো দাবি। ২ মার্চ দ্য ওয়াশিংটন পোস্টএ এলেন ফ্রান্সিস জানান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ফ্রান্স পারমাণবিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং ইউরোপীয় অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করছে। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর ভাষায়, শক্তিশালী হতে হবে, এ বার্তাই ইউরোপের মানসিক পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে।

এ বিতর্ক রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনীতি ও কৌশলগত সম্পর্কেও বিস্তৃত। ফরেন অ্যাফেয়ার্সে (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) প্রকাশিত 'হাউ ইউরোপ লস্ট: ক্যান দ্য কন্টিনেন্ট এসকেপ ইটস ট্রাম্প ট্র্যাপ?' প্রবন্ধে ম্যাথিয়াস ম্যাথাইস ও নাথালি তোচ্চি দেখিয়েছেন, শুল্কচাপ ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন ইউরোপকে এমন এক কাঠামোগত নির্ভরতার মধ্যে ফেলেছে, যা তাকে নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য করছে।

একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (আইআইএসএস) 'দ্য লুমিং ট্রান্সআটলান্টিক ট্রেড ওয়ার' (মে ২০২৫) সম্ভাব্য শুল্কসংঘাতের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। অর্থাৎ একদিকে বাণিজ্যিক চাপ, অন্যদিকে নিরাপত্তা-সমর্থনের প্রত্যাশাড়এই অসম সম্পর্ক ইউরোপকে ন্যাটোর ভেতর থেকেও আরও শর্তসাপেক্ষ ও হিসেবি অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করছে।

সব মিলিয়ে ইউরোপের এ অবস্থানকে শুধু সতর্কতা বলা যথেষ্ট নয়; বরং এটি 'ঝুঁকি বণ্টনের রাজনীতি'। আধুনিক সংঘাতে লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু ক্ষতির ঢেউ, যেমন জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, শরণার্থীর প্রবাহ, বাজার অস্থিরতাড় প্রায়ই ইউরোপকেই সামলাতে হয়। ৩ মার্চ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে লর্ন কুকের প্রতিবেদন 'ইউরোপ ডিফেন্ডস মিলিটারি বেজেস, স্ট্রাগলস টু ইভাকুয়েট সিটিজেনস অ্যাজ ইট ইজ ড্রন ইনটু দ্য *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের জ্বালানি ধাক্কা শেষ পর্যন্ত কত দূর যাবে

জিম ও'নিল

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর থেকে আমি নিজের দীর্ঘ অর্থনৈতিক পেশাজীবনের অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকাচ্ছি। এই সংকট শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়াবে, সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া যেতে পারে। কারণ হলো, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয় তেলসংকট (১৯৭৯-১৯৮২) শেষ হওয়ার ঠিক পরই আমি পিএইচডি সম্পন্ন করি। অর্গানাইজেশন অব দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ (ওপেক), সংস্থাটির বিপুল আর্থিক উদ্বৃত্ত এবং সেই অর্থ তারা কীভাবে পুনর্বিনিয়োগ করতে পারেড়এসব বিষয়ই ছিল আমার গবেষণার মূল বিষয়। সে সময় আমার অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন ইরানি গবেষক। তিনি ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

আমার পিএইচডি গবেষণায় আমাকে তুলনামূলকভাবে উন্নত (সেই সময়ের বিচারে) একটি সম্পদ-বণ্টন মডেল ব্যবহার করতে হয়েছিল। এই মডেল অনুযায়ী তথাকথিত 'লো অ্যাবজর্বার' দেশগুলোর (গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা জিসিসিভুক্ত দেশগুলো) সামনে তিনটি বিকল্প থাকে: মাটির নিচে থাকা তেলের ভবিষ্যৎ মূল্য সর্বাধিক করা, বর্তমান বাজারমূল্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অথবা বিদেশি সম্পদসহ তাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে সর্বোত্তম করা।

এই দেশগুলোকে লো অ্যাবজর্বার বলা হতো; কারণ, তাদের বর্তমান তেল আয়ের সবটাই অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। বিপরীতে নাইজেরিয়ার মতো দেশকে হাই অ্যাবজর্বার বলা হয়। এর কারণ হলো তাদের পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ কম; ফলে তেল আয়ের বড় অংশই তাদের তাৎক্ষণিকভাবে ব্যয় করতে হয়। সেই সময়টাই ছিল মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তহবিল বা সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের একেবারে প্রাথমিক যুগ। বহু উপসাগরীয় তেল উৎপাদক তখন প্রথমবারের মতো বিশ্ববাজারে বড় আকারে বিনিয়োগ শুরু করেছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছেড় বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের বিশাল উপস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আরেকটি বিষয় শিখেছি। কোনো বড় ধাক্কার এক মাস পর তেলের দাম সাধারণত প্রথম প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মিল রেখে চলে না। অতীতে আমি নিয়মিতভাবে গবেষণাপত্র ও সংবাদপত্রের কাটিং সংগ্রহ করতাম, যেখানে বিশেষজ্ঞরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতেনড়অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের ওপরে উঠবে এবং সেখানেই স্থায়ী হবে। বাস্তবে দেখা গেছে, অল্প সময়ের মধ্যেই দাম আবার নেমে আসে এবং পরবর্তী প্রায় ২০ বছর ধরে ধীরে ধীরে নিম্নমুখী থাকে।

এ কারণেই জ্বালানির দামের পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেউ যদি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করে, তাহলে তার ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হওয়াই ভালো। পরে ফিরে তাকালে দেখা যায়, দামের পরিবর্তনের মুখে জ্বালানি সরবরাহের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা অনেকের ধারণার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ দাম বাড়লে সরবরাহ ও চাহিদাড়দুই দিক থেকেই প্রত্যাশার চেয়ে বড় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। যে দেশগুলো ইতিমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা বিকল্প শক্তির পথে হাঁটা শুরু করেছে, তারা তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে থাকবে। আর যারা এখনো সেই পথে এগোয়নি, তারা হয়তো এখন সে উদ্যোগ নেবে। ফলে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদকদের এই ধারণা করা ঠিক হবে না যে দাম অনির্দিষ্টকাল ধরে উচ্চ অবস্থায় থাকবে।

এ অবস্থায় তিনটি রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক শিক্ষা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমার আগের গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়ড়ইরানে শিগগিরই শান্তিপূর্ণ কোনো অভ্যন্তরীণ বিপ্লব হবে, এমনটা ভাবার কারণ খুব কম। তবে যদি দেশটিতে আরও সহনশীল ও উদার একটি সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাহলে তা ইরানের প্রায় ৯ কোটি মানুষের জন্য যেমন ভালো হবে, তেমনি পুরো *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

40TH FOBANA CONVENTION 2026

ORLANDO, FLORIDA, USA

September 4th-5th-6th

KICKOFF METTING

Hosted by:
40th FOBANA Convention Host Team
Florida

Date : Friday, April 3rd, Time : 07:00pm

HOLIDAY INN RESORT

Kissimmee by the Parks (IHG)
3011 Maingate Ln, Kissimmee, FL 34747

ZAHID HOSSAIN
Chairman
Executive Committee Fobana
Ph: (213) 804-0523

NIEHAL RAHIM
Executive Secretary
Executive Committee Fobana
Ph: 917-533-2958

MOHAMMED SHAMIM
President
40TH FOBANA CONVENTION 2026
Ph: +1 (813) 842-0011

ANWAR HOSSAIN SENTU
Convenor
40TH FOBANA CONVENTION 2026
Ph: (321) 946-1638

MOHAMMED RUSSELL MIAH
Member Secretary
40TH FOBANA CONVENTION 2026
Ph: +1 (407) 666-7851

MOHAMMED NAZIM ULLAH (LITON)
Chif Cordinator
40TH FOBANA CONVENTION 2026
Ph: +1 (321) 295-3803

Coordination Organizations:

Bangladesh Society of Central Florida
Association of World Fair and Fest USA Inc
Central Florida Sports Club Inc

মার্চের অগ্নিঝরা ইতিহাস কীভাবে মূল্যায়িত হবে

সৌমিত জয়দ্বীপ

ইংরেজি ভাষার কিংবদন্তি কবি টি এস ইলিয়ট তাঁর জগদ্বিখ্যাত দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড কাব্যগ্রন্থের একদম প্রথম চরণেই লিখেছিলেন 'এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ'। আমাদের ইতিহাসে এমন 'নিষ্ঠুরতম মাস' কম আসেনি, কিন্তু সব ছাপিয়ে মহিরুহ হয়ে আছে মার্চ। আমাদের রোমহর্ষ রাজনৈতিক ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী এই মার্চ মাস। ভালোবেসে আমরা তার নাম দিয়েছি 'অগ্নিঝরা মার্চ'!

মার্চ মানেই উত্তাল জনসমুদ্র, স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম পতাকা উত্তোলন আর স্বাধীনতার ইশতেহার। মার্চ মানেই অনলবর্ষী কণ্ঠ আর তেজস্বী তর্জনী উঁচিয়ে উচ্চারিত 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। মার্চ মানেই 'অপারেশন সার্চলাইট'। মার্চ মানেই পঁচিশের রাতে নৃশংস গণহত্যায় ভারাক্রান্ত জনপদ আর ছাব্বিশের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার আস্বাদ। মার্চ মানেই সাতাশের স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে একজন বিদ্রোহী মেজরের কণ্ঠে উচ্চারিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। মার্চ মানেই 'উই রিভোল্ট'।

আমাদের মার্চ, সেই অগ্নিঝরা মার্চের ৫৫ বছর হলো। আমাদের ৯ মাসের অসামান্য প্রতিরোধ প্রত্যয়ী মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুরু এই মাস থেকে। মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা, সে আমারড়স্বজন, হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন'। বেদনার বিষয় হলো, আমরা আমাদের সেই স্বজনের 'জনুইতিহাস' ভুলে গেছি, কিংবা তৈরিই করতে চাইনি কখনো।

যে রাজনৈতিক সংগ্রাম আমাদের এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই রাজনীতিরই বলি হতে হয়েছে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে মহিমান্বিত সময়কে; অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে। রাজনৈতিক বাইনারির পাশাখেলায় মত্ত আমরা অনুধাবন করিনি যে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে ইতিহাসের সত্য বিচার করা জরুরি। যখনই এ দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে, তখনই ইতিহাস পুনর্নির্মিত হয়েছে ক্ষমতাবানের ইচ্ছায়। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ' এ দেশে দাঁড়ায়নি। দাঁড়ায়নি বলেই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মুক্তিযুদ্ধের 'সঠিক ইতিহাস'কে নিজের বাটখারায় মাপার সুযোগ নিয়েছে হরহামেশা।

সত্য যে মহাকালের ইতিহাসে ৫৫ বছর অত্যন্ত কম সময়। কিন্তু ঘটনাকালে অনুপস্থিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সময়ের পার্থক্যটা অনেক বড়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাই রাষ্ট্রের দায় আছে। দায় আছে রাষ্ট্রের ক্রিটিক্যাল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জনইতিহাস লিপিবদ্ধ করার। নিতান্তই সামান্য এক আকাঙ্ক্ষা। আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা কি কখনোই পূরণ হওয়ার নয়?

নতুন রাজনীতির খোঁজে

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত 'তারেক রহমানের সামনে "স্টেটসম্যান" হওয়ার সুযোগ এসেছে' শিরোনামের নিবন্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ফল প্রসঙ্গে লিখেছিলাম, 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের পক্ষে এটা বিএনপিকে জনগণের উপহার!...বিএনপি যতটা জিতেছে, তার চেয়ে বেশি প্রগতিপন্থী জনগণ তাকে জিতিয়েছে।' সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করেছিলাম, 'আদর্শিক, গাঠনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সর্বোপরি রাজনৈতিকড়কোনো দিক দিয়েই তো বাংলাদেশ ঠিক অবস্থায় নেই; না দেশে, না বিদেশে। নির্বাচনের আগে অনেক কথাই তো বলা যায়, কিন্তু সামনে যে বাধার বিন্ধ্যাচল, তা পাড়ি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ তো কম নয়। কীভাবে জনগণের মেজরিটি পার্টির নেতা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেন?'

এই লেখা তাই তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক সরকারের উদ্দেশে, ডানপন্থার অভূতপূর্ব উত্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের মহানুভবতা ও আদর্শ সমুন্নত রাখা ছিল যাদের প্রধানতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। অতীতে যাই ঘটুক, এবার জনগণের বেশির ভাগ অংশ বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বস্তুত, চব্বিশের ৫ আগস্টের পর মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে বিএনপির ভূমিকা এতটাই ঐতিহাসিক ছিল যে দলটি মেরুদণ্ড সোজা করে সম্মুখে না দাঁড়ালে বাংলাদেশ বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কায় থাকত।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সমরনায়ক, সেক্টর কমান্ডার এবং জেড ফোর্সের ব্রিগেড কমান্ডার জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে লিবারেল ডেমোক্রেটিক বা উদার গণতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

আতঙ্ক, বিতর্ক ও মীমাংসা

মাহবুব আজীজ

আতঙ্ক যেন এ দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে নিয়তির মতো জড়িয়ে। জনবিস্ফোরণে স্বৈরাচারী সরকারের বিদায় হলে দীর্ঘ দেড় দশকের আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ভেবেছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সব শঙ্কার অবসান হতে যাচ্ছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসে উল্টোটাই বেশি ঘটেছে। মব সন্ত্রাস মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে; আইনের শাসন প্রায় কল্পকথায় পরিণত হয়। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন শেষে নির্বাচিত সরকারের আমলে আতঙ্ক ও গুজব থেকে রক্ষা পাবে এ প্রত্যাশা দেশের মানুষের। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ শুরুতে সে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ সরাসরি বলেছেন, মব সন্ত্রাসের দিন শেষ। কিন্তু আতঙ্ক ও গুজব ছড়িয়ে মুফতে ফায়দা লোটার দিন কি আসলেই শেষ হয়েছে?

বাংলাদেশে নতুন সরকারের এক মাস না যেতেই ইরানে শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা। যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির অস্থিরতা বাংলাদেশকেও স্পর্শ করছে। তবে যতটা গুজব ছড়িয়েছে, বাস্তবে ততটা সংকট এখনও নেই। সংকট মোকাবিলায় সরকার রেশনিং চালু করলেও আরও স্পষ্ট ঘোষণা জরুরি ছিল। এদিকে শনিবার রাতে ঝিনাইদহে ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতণ্ডায় স্টেশনের কর্মীদের মারধরে এক তরুণ নিহত হন। এ ছাড়াও রাজধানীর নানা স্থানে তেলগ্রহীতা ও বিতরণকারীদের মধ্যে বচসা; মোহাম্মদপুরে পিস্তল দেখিয়ে আরও তেল দেবার হুমকি! 'চায়ের কাপে ঝড়' বুঝি একেই বলে! তেলের মজুত রয়েছে, আরও তেল আসছে; তারপরও খুনোখুনি থেকে পিস্তলবাজি হচ্ছে তেল সংগ্রহে!

ইরান যুদ্ধের প্রভাব দেশের কোনো ক্ষেত্রে এখনও পড়েনি। তারপরও জ্বালানি তেলে হাহাকার তো বটেই, সয়াবিন তেলেরও দাম বেড়ে গেছে। রোববার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলেছে, ইরান যুদ্ধের প্রভাব পড়তে শুরু করার আগেই দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে এ হার দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশে। গত ১০ মাসের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলছে। এ কারণে স্বাধীনতা দিবসে দেশের কোথাও আলোকসজ্জা হবে না বলে জানিয়েছে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঈদের ছুটি বাড়িয়ে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ ঈদ উপলক্ষে দেশজুড়ে বিপণিবিতান ঝলমলে আলোকসজ্জায় শোভিত; সরকারের কারও নজর সেদিকে পড়ছে না!

২.

ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ বাজানো নিয়ে হাঙ্গামা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী শাহবাগ থানার সামনে ভাষণ বাজানোর কর্মসূচি পালন করেন। কর্মসূচির প্রতিবাদে সেখানে পাল্টা অবস্থান নেন ডাকসু ও জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারাও। এতে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। অন্যদিকে এদিন ফুল নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে যাওয়ার পথে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'এ দেশে ৭ মার্চের নামে, মুক্তিযুদ্ধের নামে বা শেখ মুজিবের নামে যদি ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন করা হয়, তাহলে এনসিপি তথা ১১ দল কোনোভাবেই মেনে নেবে না।' তিনি আরও বলেন, 'এ দেশে ফ্যাসিস্টদের কোনো ক্ষমা নেই; ফ্যাসিবাদের বিচার, ফ্যাসিস্টদের দোসরদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবেই হবে' (সমকাল, ৮ মার্চ ২০২৬)।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম সোপান এই ভুবনজয়ী ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। এই ভাষণকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করা অবশ্যই অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত ছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপিসহ এ দেশের সব দলের সরকারই ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারে কখনোই বাধা প্রদান দূরে থাক, এর মহিমা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ছিল। এটিই ইতিহাসসম্মত ও যৌক্তিক আচরণ। কাজেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের নামে, মুক্তিযুদ্ধের নামে বা শেখ মুজিবের নামে ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসনের প্রয়াস এক কাতারে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক চেষ্টা।

ইতিহাসের পুনর্লিখন বলে কিছু নেই। এ ধরনের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇋ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

কখন প্রোটিন খাওয়া ভালো

পরিচয় ডেস্ক: প্রোটিন শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। এটি পেশির গঠন, টিস্যু মেরামত, হরমোন ও এনজাইম তৈরি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে শুধু প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া যথেষ্ট নয়। কোন সময়ে খাবেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকের ধারণা, ব্যায়াম করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রোটিন খা ওয়া দরকার। তা না হলে পেশি ঠিক ভাবে তৈরি হয়। আবার কারও কারও ধারণা, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রোটিন খাওয়া সবচেয়ে ভালো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই সময় নির্ধারণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি সারাদিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন খাওয়া হয়, তা হলে পেশি গঠন ও শরীরের স্বাভাবিক কাজের জন্য সেটাই যথেষ্ট। তবে যারা নিয়মিত ভারী ব্যায়াম করেন বা অ্যাথলিট, তাদের ক্ষেত্রে প্রোটিন খাওয়ার সময় কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ব্যায়ামের পরে প্রোটিন খেলে পেশির ক্ষতিগ্রস্ত কোষ দ্রুত মেরামত হতে পারে। সেই সঙ্গে পেশি শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আগে মনে করা হত ব্যায়ামের পর মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রোটিন খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে, এই সময়সীমা আসলে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, দিনে একবারে অনেক প্রোটিন খাওয়ার চেয়ে বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে খাওয়া ভালো।

ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল দেখছেন? যেসব সমস্যা হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই রাতে মোবাইল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। আবার সকালবেলা উঠেই হাতে মোবাইল নেন। ঘুম ভাঙা চোখে সামাজিক মাধ্যম স্ক্রল করেন। নিয়মিত এ ধরনের অভ্যাস শরীর ও মনের উপর ব্যাপক চাপ তৈরি করে।

যেমন-

মস্তিষ্কের উপর চাপ সৃষ্টি

ঘুমোনোর সময়ে মস্তিষ্কও বিশ্রাম নেয়। তখন ডেল্টা মোডে থাকে। ঘুম ভাঙার সময়ে থিটা মোডে পৌঁছে যায়। এর পরে যখন আলফা মোড আসে, তখন ঘুম ভেঙে যায় এবং মস্তিষ্কও সক্রিয় হয় না। মস্তিষ্ক যে স্তরে সক্রিয় হয়, তাকে বিটা মোড বলে। কিন্তু কেউ যদি চোখ খোলা মাত্রই মোবাইল ঘাঁটে, একের পর এক তথ্য দেখতে থাকে, তখনই মস্তিষ্ককে হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ডেল্টা মোড থেকে সরাসরি বিটা মোডে পৌঁছে যায়। এটা মস্তিষ্কের উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপ বাড়ে

ঘুম থেকে ওঠার সময়ে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে। সেই সময় আবার যদি ফোন দেখেন তাহলে মস্তিষ্কের উপর আরও চাপ বাড়ে। মোবাইলের পর্দায় উঠে আসা বিভিন্ন কনটেন্ট, মেসেজ মানসিক চাপ বাড়ায়। এর ফলে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা যেমন বাড়ে,তেমনি মানসিক ক্লান্তিও বাড়ে। তৈরি হয় অ্যাংজাইটি। ঘুম উঠে মোবাইল ঘাটাঘাটি এই অভ্যাস মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলে ।

চোখের ক্ষতি হয়

ঘুম ঘুম চোখে মোবাইল দেখলে চোখেরও ক্ষতি

পানি পানের যত নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পানি পানের বিকল্প নেই। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, শরীর থেকে সমস্ত টক্সিন দূর করতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি পানের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। শরীরে পানির ঘাটতি হলে ডিহাইড্রেশসহ নানা ধরনের জটিল রোগ বাসা বাঁধতে পারে।

প্রত্যেকের শরীরে পানির চাহিদা এক রকম নয়। তবে সাধারণত দিনে ৩-৪ লিটার পানি পান করা উচিত। তবে শুধু কতটা পানি খাচ্ছেন তা নয়, কীভাবে খাচ্ছেন সেটাও গুরুতুপূর্ণ। ভুল পদ্ধতিতে পানি খেলে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ কারণে পানি পানের ক্ষত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। যেমন:

১. বরফ ঠান্ডা পানি পান এড়িয়ে চলুন। খুব ঠান্ডা বা বরফ মেশানো পানি খেলে শরীর হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে যায়। এতে গলা ব্যথা, সর্দি-কাশি, এমনকী হজমের সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে খাওয়ার পর বরফ পানি খেলে অনেকের পেটে অস্বস্তি হয়। তাই ফ্রিজের পানি না খেয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রার বা হালকা গরম পানি খাওয়াই ভাল।

২. দাঁড়িয়ে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে পানি খাওয়া ঠিক নয়। এতে খুব দ্রুত পেটে পানি চলে যায়। আর শরীর ঠিকমতো তা গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা পেটের সমস্যা হতে পারে। তাই বসে শান্তভাবে পানি পান করুন।

৩. একসঙ্গে অনেকটা পানি খাওয়া ঠিক নয়। অনেকেই তৃষ্ণা পেলে একবারে অনেকটা পানি খেয়ে ফেলেন। এতে কিডনির উপর চাপ পড়ে। শরীরের ভারসাম্যও বিঘ্নিত হতে পারে। তাই একসঙ্গে বেশি না খেয়ে অল্প অল্প করে বারবার পানি খান।

৪. পানি পানি করুন ধীরে ধীরে। ছোট ছোট চুমুকে পানি খেলে শরীর সহজে তা শোষণ করতে পারে। তাড়াহুড়ো করলে হজমের সমস্যা হতে পারে।

ভরা পেটে লেবু পানি পানের উপকার

পরিচয় ডেস্ক: লেবু ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর। নিয়মিত লেবু পানি পানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফ্রি র‍্যা ডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়তেও সাহায্য করে লেবু পানি। উপকারী এ পানীয় কখন খাওয়া ভালো? খালি পেটে না ভরা পেটে?

খালি পেটে লেবু পানি পানের উপকার তো আছেই। পুষ্টিবিদরা বলছেন ভরা পেটে লেবু পানি পান করলে আরও কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন

ভারী খাবার বা তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার পর লেবু পানি পান করলে হজম প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। পেট ফুলে যাওয়া বা অস্বস্তির ভাব কমে যায়। যাদের খালি পেটে লেবু পানিতে সমস্যা হয়, তাদের জন্য ভরা পেটে লেবু পানি পান করা নিরাপদ। এতে এসিডিটির সমস্যা কমে। বদহজম বা অম্বলের মতো সমস্যা দূর করতে পারে লেবু পানি।

লেবু পানি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন দূর করে লিভার পরিষ্কার রাখে। একইসঙ্গে বিপাক হার বাড়াতে সাহায্য করে।

লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড খাবার ভাঙতে সহায়ক। পুষ্টি উপাদান শোষণেও সহায়তা করে লেবু পানি। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও সহায়ক লেবু পানি। তবে জেনে রাখুন লেবু পানি পানের সঠিক কোনো নিয়ম নেই। যেকোনো সময় পান করতে পারেন। তবে একদম খালি পেটে লেবু পানি না খাওয়া ভালো। লেবুর অম্লতা ভালোর বদলে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত লেবু পানি সেবন দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই পানের পর কুলকুচি করে নেওয়া ভালো। এতে দাঁতের এনামেল সুরক্ষিত থাকবে।

নীরব ঘাতক কোলন ক্যান্সার লক্ষণ না থাকলেও কেন স্ক্রিনিং জরুরি

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: মার্চ মাস বিশ্বজুড়ে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয়। এই মাস আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়ড়কোলন ক্যান্সার অনেক সময় নীরবে বেড়ে ওঠে। রোগী বুঝতেই পারেন না যে তার শরীরে একটি গুরুতর রোগ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। অথচ সময়মতো পরীক্ষা করলে এই ক্যান্সার অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সম্প্রতি আমার চেম্বারে ৫১ বছর বয়সী এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি মোটামুটি সুস্থ মানুষ।

বড় কোনো অসুখের ইতিহাস নেই, পেটের ব্যথা নেই, মলত্যাগে কোনো পরিবর্তন নেই, ওজনও কমেনি। দৈনন্দিন জীবনে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন। কিন্তু একটি সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তার হালকা অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা রয়েছে। বিষয়টি তার চিকিৎসকের নজরে আসে এবং তিনি এর কারণ খুঁজতে মলের একটি পরীক্ষা করান। সেই পরীক্ষায় দেখা যায়, তার মলের মধ্যে অল্প পরিমাণে রক্ত রয়েছেড়্যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পরীক্ষায় ধরা পড়ে। যদিও রোগীর কোনো দৃশ্যমান উপসর্গ ছিল না, তবুও সতর্কতার অংশ হিসেবে তাকে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের কাছে পাঠানো হয়। তার বয়স, অ্যানিমিয়া এবং মলের মধ্যে রক্তড়এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে আমরা কোলোনোস্কপি করার সিদ্ধান্ত নিই।

দুঃখজনকভাবে পরীক্ষায় দেখা গেলড়তার বড় অন্ত্রে কোলন ক্যান্সার রয়েছে। এই গল্পটি খুব ব্যতিক্রম নয়। বাস্তবে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক রোগী যাদের কোনো স্পষ্ট উপসর্গ নেই, তাদের মধ্যেই কোলন ক্যান্সার বা ক্যান্সার হওয়ার আগের অবস্থা ধরা পড়ে।

মুলা খেলে যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক: সহজলভ্য সবজি মুলা। এর দামও কম। এ সবজিতে অধিক পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পরিচয় ডেস্ক: আছে। এ কারণে শীতে মুলা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। একইসঙ্গে শীতকালীন সর্দি-কাশি থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। আবার মুলায় থাকা উচ্চ মাত্রার ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। এছাড়াও মুলার রয়েছে আরও স্বাস্থ্য উপকারিতা, যা অনেকেই জানেন না।

মুলার অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা

মুলাতে পটাশিয়াম আছে। আর এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

অ্যান্থোসায়ানিনের একটি ভালো উৎস হলো মুলা, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মুলায় থাকা ভিটামিন সি ও ফসফরাসের মতো উপাদান ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। ব্রণ নিরাময়েও সহায়তা করে এ সবজি।

মুলায় ক্যালোরি খুব কম থাকে এবং ফাইবার বেশি থাকে। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। যারা প্রতিদিন সালাদ হিসেবে মুলা খান, তাদের দেহে কখনো ফাইবারের ঘাটতি থাকে না। ফাইবারের কারণে পাচনতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে।

লিভার ও পাকস্থলীর বর্জ্য দূর করতে সাহায্য করে মুলা। পাশাপাশি রক্ত পরিশোধন করতেও ভূমিকা রাখে।

মুলা খাবার হজমে সহায়তা করে। একই সঙ্গে এটি অ্যাসিডিটি, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এবং বমি বমি ভাবের মতো সমস্যা কমায়।

মুলা অনেক উপকারী হলেও, এটি বুঝে শুনে খাওয়া উচিত। যাদের হজমশক্তি দুর্বল, তাদের অতিরিক্ত মুলা খেলে গ্যাস বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা হতে পারে। আবার যারা থাইরয়েড সমস্যায় ভুগছেন তারা অতিরিক্ত মুলা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ এটি থাইরয়েড হরমোনের

বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: খাসি কিংবা গরুর মাংস দিয়ে তৈরি করতে পারেন চমৎকার স্বাদের বিরিয়ানি।

উপকরণ : পোলাও বা বাসমতি চাল আধা কেজি, দারুচিনি আস্ত ২ টি , এলাচ ৪ টি, তেজপাতা ২ টি, লবঙ্গ ৪ টি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুঁচি এক কাপের চতুর্থাংশ, ঘি বা তেল ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৬ থেকে ৭ টি, লবণ স্বাদমতো

মাংসের কোরমা তৈরিতে যা যা প্রয়োজন : খাসি বা গরুর মাংস ১ কেজি, ঘি বা তেল এক কাপের চতুর্থাংশ , পেঁয়াজ কাঁটা আধা কাপ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া আধা চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, টক দই আধা কাপ, জয়ফলের গুঁড়া আধা চামচ, জয়ত্রী আধা চামচ, দারুচিনির গুঁড়া আধা চামচ, দুধ এক কাপের চতুর্থাংশ, চিনি ১ চামচ, লবণ স্বাদ মতো

বিরিয়ানির উপকরণ : পেঁয়াজ ভাজা আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৪ থেকে ৫ টি, গোলাপ জল ১ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ , আলুবোখারা ৬ টি

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে মাংসগুলো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর মরিচের গুঁড়া এবং দই মাখিয়ে আধঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। একটা কড়াইয়ে তেল বা ঘি দিয়ে তাতে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে নিন। আলাদা একটি বাটিতে তুলে রাখুন। এখন কড়াইয়ে ম্যারিনেট করা মাংস,আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, জয়ফল-জয়ত্রীর গুঁড়া , দারুচিনি, এলাচ গুঁড়া, লবণ দিন।কিছুক্ষণ রান্না করে দুধ আর চিনি যোগ করুন। এখন এতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। মাংস ভাল ভাবে সিদ্ধ হওয়ার পর পানি শুকালে কড়াইসহ রান্না মাংসটা এক পাশে রেখে দিন।

এবার পোলাওয়ের চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটা সস প্যানে ঘি বা তেল দিয়ে তাতে কুচি করে কাঁটা পেঁয়াজগুলো ভাজুন। এতে আস্ত গরম মসলা ও তেজপাতা দিন। তেলের মধ্যে পোলাওয়ের চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন।

ফুলকপির কাটলেট

পরিচয় ডেস্ক: অনেক সবজির ভিড়ে এই সময় ফুলকপির কদরই আলাদা। ঝোল, তরকারি থেকে শুরু করে ফুলকপি দিয়ে তৈরি করা যায় নানা পদ।

এইরকমভাবে না খেয়ে শীতকালে ভাপিয়ে নেওয়া ফুলকপি দিয়ে বানাতে পারেন কাটলেট। গরম গরম চায়ের সঙ্গে এই কাটলেট দারুন লাগবে।

যেভাবে বানাবেন : মাঝারি আকারের একটি ফুলকপি ভালো করে ধুয়ে কেটে সেদ্ধ করুন। সঙ্গে সিদ্ধ আলু থাকলে কাটলেটের ভেতরটা নরম ও সুস্বাদু হয়। একটি পাত্রে সিদ্ধ ফুলকপি ও আলু ভালো করে মেখে নিন। এর সঙ্গে কুচি কুচি করা কাঁচা মরিচ, কাটা ধনে পাতা, আদা বাটা এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ নিন। সব উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর গোলমরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া ও চাট মসলা দিয়ে মিশ্রণটি আরও ভালো করে মাখান। মিশ্রণ তৈরি হলে ছোট ছোট লেচি কেটে হাতের তালুতে চেপে কাটলেটের আকার দিন। এবার কাটলেটগুলো প্রথমে ময়দায় গড়িয়ে নিন, তারপর পাউরুটির গুঁড়োয় ভালো করে মাখিয়ে নিন। এতে ভাজার সময় বাইরের অংশ হবে মচমচে আর ভেতরটা থাকবে নরম। কড়াইয়ে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে কাটলেটগুলি

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

দই ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: দই ইলিশ অনন্য স্বাদের এক খাবার যা বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে নতুন এক মাত্রা সংযুক্ত করে
উপকরণ: ইলিশ মাছ: একটি মাছ ৮ টুকরা, ফেটানো টকদইঃ দেড় কাপ, লবন স্বাদ মত ও চিনিঃ ১চা চামচ, হলুদ গুড়াঃ ১ চা চামচ, সরিষা(হলুদ বা লাল)বাটাঃ ২ চা চামচ(সরিষা ২পিস কাচামরিচ মিশিয়ে বেটে নিন নয়ত তেঁতো লাগবে, কাঁচা মরিচঃ ৪-৫ টা, সরিষার তেলঃ ১/৪কাপ, কালোজিরাঃ ১চা চামচ
প্রণালি: একটি বাটিতে দই, সরিষা বাটা ও ১/২ কাপ পানি মিশিয়ে ফেটে স্মুথ করে নিন।
প্যানে বা কড়াইতে তেল দিয়ে ইলিশের সাথে ১/২ চাচামচ হলুদের গুরো ও লবন মিশিয়ে হালকা ভেজে তুলুন।বেশি ভাজা যাবেনা,শুধু অল্প রং হবে।
মাছ প্যান থেকে তুলে একই প্যানে একই তেলে কালোজিরা ও কাচামরিচ ফালি দিন। ফুটতে শুরু করলে বাকি হলুদের গুঁড়ো দিন। একবার নেড়ে দইয়ের মিশ্রন দিয়ে দিন। মাঝারি আচে ৩-৪ মিনিট রান্না করুন। গ্রেভি একটি ঘন হলে ২ কাপ পানি দিন।
ঝোল ফুঁটতে শুরু করলে হালকা ভাজা মাছ দিয়ে মিশিয়ে ঢেকে অল্প আচে রান্না করুন। ১০ মিনিট পর মাছগুলো উল্টিয়ে দিন ।আর চিনি ছিটিয়ে দিন।আবার ঢেকে অল্প আচে ২০ মিনিটের মত রাখুন। ঝোল ঘন হলে চুলা বন্ধ করুন। গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন মজাদার দই ইলিশ।

লাউ ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ দিয়ে কতো স্বাদের পদই না রান্না করা যায় ! যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো লাউ ইলিশ
উপকরণ: ইলিশ মাছ-৫ টুকরা, লাউ-মাঝারি ১টা, আদা বাটা+রসুন বাটা-১চামচ, পিয়াজ কুচি-১/২ কাপ, হলুদ গুড়া-৩/৪ চা,চামচ, মরিচ গুড়া-১/২ চা চামচ, ধনিয়া গুড়া-১/২চা চামচ, পানি-পরিমান মত, লবন-স্বাদমত, তেল-৩টে,চামচ
প্রণালী: আমি প্রথমে মাছের পিসগুলিকে হাল্কা লবন মেখে রেখেছি,কারন আমার কাছে পরে মাছ টা তে লবন কম মনে হয়। লাউ কেটে আকার অনুযায়ি করে নিতে হবে।
একটি কড়াইতে তেল দিয়ে পিয়াজ,দিয়ে হাল্কা ভেজে নিয়ে একে একে সব মস্লা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।
এবার লাউ দিয়ে কষিয়ে ঢাক্না দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।এক্ষেত্রে লাউ থেকে পানি বের হবে।১০মি,পরে সামান্য পানি দিয়ে মাছ গুলি দিয়ে আবার ঢেকে দিতে হবে।
মৃদু আঁচে ঝোল ঘন হলে লবন চেখে নামিয়ে নিতে হবে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KT KHAN'S TUTORIAL
20 YEARS OF EXCELLENCE
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY
Northeastern University
Northwestern University
MIT
RIT
Penn
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

Eid Mubarak

FATEMA BROTHERS GROUP

FOR THE COMMUNITY FROM THE COMMUNITY • SERVING THE COMMUNITY SINCE 1990

SHAD
FATEMA BROTHERS INC
প্রবাসে দেশের স্বাদ

F
গ্রোসারী জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
FATEMA GROCERY
একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থলি সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

Al Hamra COLLECTION
For All Your Lifestyle Needs

Hillside Fabric Plus
Trusted Name For All Your Fabric Needs

STAR CARE PHARMACY
175-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
• Specialty Pharmacy
• Free Delivery • Open 7 Days

Air Ticket,
Hajj | Umrah Package &
Much More

May the spirit of Eid fill your home with warmth, your heart with love, and your life with laughter and joy.

ঈদের এই আনন্দক্ষণ দেখা দিক নতুন সম্ভাবনার প্রতিটি পদক্ষেপে।

সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা

Mohammed Islam Delwar
Community Organizer/Activist

Member
Community Board #8

Founder & President
Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc. New York

Vice-President
Jamaica Hill Community Association (JHCA)

Board of Trustee Member
Bangladesh Society Inc

Founding Directior
U.S. Bangladesh Chamber Of Commerce And Industry

President
American Bangladeshi Business Allince.

মার্চের অগ্নিঝরা ইতিহাস কীভাবে

১৬ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির কাঁধে সওয়ার হয়েছে তাই এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার জনপ্রত্যাশা। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বাদ দিলে, নতুন সরকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের কিছু 'গ্লিম্পস' ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে।

তবে আদর্শিক ও রাজনৈতিক সংকট বিষয়ে আগের লেখাটিতে যা উল্লেখ করেছিলাম, তার বড় অংশজুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক বাহাস। এই বাহাসের প্রারম্ভ বিন্দুই হলো একাত্তরের মার্চ মাসের ইতিহাস। চর্বিতচর্বণ রেটোরিক ও বাইনারির বাইরে গিয়ে এই ইতিহাসকে কি 'দলনিরপেক্ষ' রাখতে পারবে সরকারি দল, তথা তাদের নেতৃত্বাধীন সরকার? আসল চ্যালেঞ্জ এখানেই। নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে নতুন ধরনের রাজনীতির প্রয়োজন। বিএনপি কি পারবে এই নতুন রাজনীতির খোঁজ দিতে?

'দাবায়ে রাখতে পারবা না'

যুদ্ধ আমরা চাইনি, আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের (ইউনিভার্সেল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি) ভিত্তিতে মাত্র একটা জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানে। হ্যাঁ, মাত্র একটা নির্বাচন! এর চেয়ে বড় অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিদর্শন আর কী হতে পারে! সেই নির্বাচনেও জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। কারণ, দলটি ছিল পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ভ্রান্তি ও ভূত আরও আগেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। অন্তত ১৯৫৪ সালে মাত্র আড়াই মাসের মাথায় পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার পরপরই। কিন্তু মরল সত্তরের ডিসেম্বরের নির্বাচনে এসে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বিখ্যাত ভাষণে এই ২৩ বছরের এক জলজ্যান্ত ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ ২৩-২৪ বছরের রাজনৈতিক, তথা স্বাধীনতাসংগ্রামের পথ বেয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সব নির্যাস ওই ভাষণে উপস্থিত ছিল।

স্বাধীনতা না স্বাধিকারড়এ নিয়ে তখন তর্কও চলছিল। বিশেষত, তরুণদের মধ্যে। ২ মার্চ ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই ছাত্রলীগের সমাবেশে শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেছেন। সে ঘোষণায় 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সংগীত উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ দেশ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও ৭ মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না শেখ মুজিবুর রহমান।

এ প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর প্রতিনায়ক: সিরাজুল আলম খান গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১): 'আওয়ামী লীগের তরুণেরা, যেমন সিরাজুল আলম খান, যিনি কাপালিক নামে পরিচিত, এখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পুরোদস্তর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পক্ষে ছিলেন। ৭ মার্চের সভায় যাওয়ার আগে...কাপালিকের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে হতাশ মনে হলো। তিনি বললেন, স্বাধীনতার কোনো নাটকীয় ঘোষণা আসছে না।' মহিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ওই ভাষণে বলা কথার চেয়ে না বলা কথা কম ছিল না।'

স্বাধীনতার ঘোষণা না থাকলেও 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শুনে সমগ্র জাতি সেদিন মুক্তিযুদ্ধেরই প্রস্তুতি নিয়েছিল। 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না' কথাটির মধ্যে গণমানুষ পেয়েছিল তার প্রতিরোধের বাণী। ২০২৫ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (মুক্তিযুদ্ধ) পাওয়া লেখক মঈদুল হাসান তাঁর মূলধারা একাত্তর গ্রন্থে ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ৪), 'পাকিস্তানী আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ।' অন্যদিকে ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির জনসভায় সভাপতির ভাষণে স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেন মাওলানা ভাসানী। জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি গ্রন্থে মাওলানা ভাসানীর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে (পৃষ্ঠা ২৪), 'বর্তমান সরকার যদি ২৫ মার্চের মধ্যে আপসে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না দেয়, তাহলে '৫২ সালের মত মুজিবের সঙ্গে একযোগে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম শুরু করব।' অর্থাৎ শেখ মুজিবের দুই দিন আগের ভাষণ যে মোটেও কোনো প্রতীকী ব্যাপার ছিল না; বরং ভাষণে বলা অসহযোগ আন্দোলন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করারই নির্দেশনা ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের যেকোনো আলোচনা রেসকোর্সের এ ঐতিহাসিক ভাষণ ছাড়া যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের গল্পও থেকে যায় অসমাপ্ত। এটি আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতাসংগ্রামেরই এক প্রামাণ্য দলিল। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতটাই যে ২০১৭ সাল থেকে সেটি ইউনেসকোর বৈশ্বিক প্রামাণ্য ঐতিহ্যেরও অংশ। কিন্তু অতীতে আমরা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সব আওয়ামী লীগপন্থী বয়ান রাষ্ট্রের গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে শেখ মুজিবের ২৪ বছরের সংগ্রামকে হেয় করা হয়েছে। ৭ মার্চের ওপরও নেমে আসে খড়্গ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এতটা গুরুত্ববাহী হওয়ার পরও এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কি নির্বিকার থাকতে পারে?

বাস্তবতা হলো, আওয়ামী লীগের বয়ানকে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বয়ান হিসেবে নাকচ করার বিপরীতে আমাদের যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতিহাসের পাঠ নিতে হয়, তবু ৭ মার্চের ভাষণকে অবজ্ঞা করা চলে না। অথচ অতীতে এসব করা হয়েছে অত্যন্ত অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এভাবেই চলবে এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠ?

মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শনের সুরক্ষা জরুরি

সংবিধান পরিবর্তন করে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে চাওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের লাগাতার সমালোচনা জারি রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামী লীগের 'সোল এজেন্সি' থেকেও বের করে নিয়ে আসা জরুরি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একটি বিশেষ দোষে দুষ্ট বলে এই দলের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকাকে ক্রিটিক্যালি পাঠ করা যাবে না। উল্লেখযোগ্যই বটে, আওয়ামী লীগের গত তিন মেয়াদে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে খোদ আওয়ামী লীগও অপসারিত হয়েছিল। গণসংগ্রামের আলাপ তো ছিলই না, ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কুশীলব তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্য রাজনৈতিক নেতারাও। আওয়ামী লীগের প্রবল প্রতিপক্ষ যেহেতু বিএনপি, সেহেতু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকাও অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। প্রায় নির্দয়ভাবে 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব' শব্দবন্ধ হয়ে উঠেছিল সব ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে এই কেন্দ্রবিন্দুর কোনো দায়ই ছিল না। যে কারণে সরকারের সমালোচকমাত্রই বিবেচিত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হিসেবে। দেশের স্বার্থে একসঙ্গে লড়াই করার পরও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের স্বার্থে মতাদর্শিক পার্থক্য জরুরিড় রাজনীতির এই সাধারণ সূত্রটুকুও মান্য করা হয়নি।

আপনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের হয়ে লড়লেও ঘরোয়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি বা ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। না হলে ঘরোয়া প্রতিযোগিতা চলবে কী করে? এক দলের এক টুর্নামেন্ট আর প্রতিবার তাদেরই জয়জয়কার! মুক্তিযুদ্ধ ছিল সেই মহামঞ্চ, যেখানে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা বিভিন্নভাবে এক হয়েছি, লড়েছি এবং জিতেছি। তারপর আমরা যে যার পথে গেছি, এই স্বাভাবিকতা রাজনীতিরই অংশ। আমরা সেই রাজনীতিটাকে ভুল পথে পরিচালিত করলাম এ দেশে।

মনে রাখা দরকার, মুক্তিযুদ্ধ একটা রাজনৈতিক জনযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বই এর মূল কারিগর। মুক্তিযুদ্ধ যদি উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির পাটাতন হয়, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শন, তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে সব জবরদস্তিমূলক বয়ানের বিপরীতে রক্ষা করা আমাদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে প্রারম্ভেই অগ্নিঝরা মার্চের রাজনৈতিক ইতিহাসকে দলনিরপেক্ষ জায়গা থেকে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। যে রাজনীতি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র এনে দিয়েছে, সে রাজনীতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাজনীতিকদেরই। সব মতপথের ঊর্ধ্বে গিয়ে রাজনীতিকেরা যদি এই সত্য উপলব্ধি না করেন, তাহলে বাংলাদেশপন্থী রাজনীতি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ড. সৌমিত জয়দ্বীপ সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ইরান যুদ্ধের জ্বালানি ধাক্কা শেষ পর্যন্ত

১৪ পৃষ্ঠার পর

অঞ্চলের জন্যও উপকারী হবে। দ্বিতীয়ত, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করা যাবে না। ১৯৯৭-৯৮ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকটের সময় চীন বড় ভূমিকা রেখেছিল। তারা তখনকার মার্কিন অর্থমন্ত্রী রবার্ট রুবিনকে হস্তক্ষেপ করতে রাজি করায়, ফলে ডলারের অস্থির উত্থান থামে এবং পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হয়। এবারও তেমন কিছু ঘটতে পারে। বিশেষ করে যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিগগিরই চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা করছেন।

এ সংঘাত দ্রুত শেষ হওয়া চীনের নিজের স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত। কারণ, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে তেল কেনা বড় দেশগুলোর একটি হলো চীন। তাই তারা বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটিয়ে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারে। এ বিষয় তারা ব্রিকস+ জোটকে (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নতুন সদস্যদের মধ্যে ইরানসহ আরও কয়েকটি দেশ) কাজে লাগাতে পারে।

তৃতীয় ও শেষ শিক্ষা আসে নাইনইলেভেন হামলার পরের সময় থেকে। ওই সময়টাতেই আমি প্রথম 'ব্রিক' শব্দটি ব্যবহার করি। এখন বিশ্বের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেক বদলে গেছে। তাই অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যদি উপসাগরীয় জিসিসি দেশগুলো ধীরে ধীরে চীন, ভারত ও অন্য উদীয়মান শক্তির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর মানে হবে, তারা আস্তে আস্তে পশ্চিমা দেশগুলোর থেকে কিছুটা দূরত্ব রাখতে শুরু করবে।

এ যুদ্ধ যদি কোনো শিক্ষা দিয়ে থাকে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হলেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। বিপরীতে উদীয়মান এশিয়ার অর্থনৈতিক সুযোগ প্রতিদিনই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। জিম ও'নিল ব্রিটেনের সাবেক অর্থমন্ত্রী, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ইরান যুদ্ধ: বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বিন্যাসে

১৪ পৃষ্ঠার পর

ওয়ার অন ইরান'-এ দেখা যায়, হরমুজ প্রণালি ঘিরে উদ্বেগ, সামরিক ঘাঁটির সুরক্ষা এবং নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার চাপ ইউরোপের ওপরই বেশি পড়ছে। অর্থাৎ সংঘাতে সরাসরি জড়িত না হয়েও ইউরোপ সেটার প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

ইরান: রাষ্ট্র-সভ্যতার মনস্তত্ত্ব

পশ্চিমা দ্বিধা বোঝার পাশাপাশি ইরানের রাষ্ট্র-মনস্তত্ত্ব বোঝাও জরুরি। তেহরান নিজেকে প্রায়ই একটি 'রাষ্ট্র-সভ্যতা', অর্থাৎ হাজার বছরের পারস্য ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে তুলে ধরে। এই বয়ান কেবল আবেগ নয়, রাজনৈতিক কৌশলও। সংকটের সময় বাইরের হুমকিকে সামনে এনে জাতীয় ঐক্যকে শক্ত করাড়এটাই 'প্রতিরক্ষামূলক জাতীয়তাবাদ'-এর মূল চালিকা শক্তি।

জাতীয়তাবাদ নিয়ে আর্নেস্ট গেলনার তাঁর বই নেশনস অ্যান্ড ন্যাশনালিজম-এ বলেন, আধুনিক রাষ্ট্র নিজস্ব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো মিলিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ 'জাতি' নির্মাণ করে। অন্যদিকে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইমাজিনড কমিউনিটিজ-এ দেখান, 'জাতি' আসলে একটি কল্পিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়, যেখানে মানুষ একে অপরকে না চিনলেও নিজেদের একই ঐতিহ্যের অংশ মনে করে। ইরানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগুলো বাস্তব অর্থ পায়: বাইরের চাপ বাড়লে 'আমরা এক'ড়এ বোধকে রাষ্ট্র আরও জোরালো করে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধ ইরানের নিরাপত্তা মানসিকতা বদলে দেয়। আট বছরের সেই রক্তক্ষয়ী সংঘাত তাদের সামরিক সংগঠন, বিপ্লবী গার্ডের ভূমিকা এবং 'অবরুদ্ধ রাষ্ট্র' ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। যুদ্ধের পর ইরান সরাসরি বড় আকারের সংঘাতের বদলে আঞ্চলিক প্রভাব-কৌশল গড়ে তোলেড়ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেনে নেটওয়ার্ক তৈরি তারই অংশ।

বিশ্লেষকেরা এ রকম কৌশলকে কখনো কখনো 'অ্যান্টিসিপেটরি সিকিউরিটি ডকট্রিন', অর্থাৎ 'সম্ভাব্য সংঘাত ধরে নিয়ে আগাম প্রস্তুতি' হিসেবে দেখেন। ৩ অক্টোবর ২০২৫-এ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি স্টাডিজের ব্রিফ 'ইসরায়েল অ্যান্ড ইরান অন দ্য ব্রিংক: প্রিভেন্টিং দ্য নেক্সট ওয়ার'-এ সতর্ক করা হয়েছে যে ইসরায়েল-ইরান সম্পর্কের পুরোনো ট্যাবু ভেঙে গেছে এবং ভবিষ্যৎ সংঘাতের ঝুঁকি বাস্তব। আরও পেছনে গেলে, পারস্য অঞ্চল বহু শতাব্দী ধরে শক্তির সংঘর্ষক্ষেত্র। অটোমান-সাফাভি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে ছিল আনাতোলিয়া-ইরাক-পারস্য করিডর; ১৫১৪ সালের চালদিরান যুদ্ধড়অটোমান সুলতান সেলিম প্রথম বনাম সাফাভি ইরান-মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দেয়। তারও আগে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন। এই স্মৃতিগুলো আজও রাষ্ট্রীয় বয়ানে জায়গা পায়ড়'আমরা বারবার ঘেরাও হয়েছি', এমন ধারণা জাতীয় নিরাপত্তার চিন্তাকে প্রভাবিত করে।

ধর্মীয় স্মৃতিও এখানে ভূমিকা রাখে। ইসলামের প্রাথমিক রাজনৈতিক বিভাজন থেকে যে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, তা বহু শতাব্দী ধরে আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, অভ্যন্তরীণ মতভেদ থাকলেও বাইরের চাপ দেখা দিলে ইরানে প্রায়ই জাতীয় ঐক্য জোরদার হয়। ইতিহাস, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় তখন একত্রে কাজ করেড়এটিই 'কল্পিত সম্প্রদায়' তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ।

বাংলাদেশ: 'করিডর-সংলগ্ন' বাস্তবতা

ইরান যুদ্ধের প্রশ্নটি যদি আমরা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের একটি সংঘাত হিসেবে দেখি, তাহলে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আলাদা ও দূরের মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটি বৃহত্তর শক্তির পুনর্বিন্যাসের অংশ। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনা, ইউরোপের দ্বিধা এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতাড়সব মিলিয়ে একটি নতুন বৈশ্বিক শক্তির মানচিত্র তৈরি হচ্ছে, যেখানে দক্ষিণ এশিয়াও ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই বাংলাদেশকে বুঝতে হলে 'অর্থনৈতিক নিরাপত্তা' ও 'সীমান্ত ভূরাজনীতি'কে একই ফ্রেমে দেখতে হবে।

ইরান যুদ্ধ যদি মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য বদলে দেয়, তার প্রভাব শুধু সামরিক থাকবে না; জ্বালানিবাজার, সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ এবং বৃহৎ শক্তির কৌশলগত পুনর্বিন্যাসে তা প্রতিফলিত হবে। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর বৃহত্তর প্রতিযোগিতার অংশ হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশ এমন এক ভৌগোলিক অবস্থানে আছে, যেখানে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতা ও মিয়ানমারের অস্থিতিশীলতা একসঙ্গে প্রভাব ফেলছে। ফলে আমাদের নিরাপত্তা এখন বন্দর ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সরবরাহ, ট্রেড রুট, সীমান্ত স্থিতিশীলতা এবং রোহিঙ্গা সংকটড়সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রশ্ন।

এ প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সালের 'বার্মা অ্যাক্ট'-এ বাংলাদেশকে সরাসরি আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে, যা দেখায়, বিষয়টি শুধু মিয়ানমারকেন্দ্রিক নয়; বরং বৃহত্তর 'রিজিওনাল সিকিউরিটি আর্কিটেকচার'-এর অংশ। যদি ইরান যুদ্ধ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উপস্থিতি জোরদার করে, তাহলে এ ধরনের কাঠামো আরও সক্রিয় হতে পারে। এতে সীমান্তবর্তী দেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়বে এবং রোহিঙ্গা সংকটে ইতিমধ্যেই চাপে থাকা বাংলাদেশ তার বাইরে থাকবে না।

বাংলাদেশ হয়তো 'ক্রিটিক্যাল বটলফিল্ড' নয়, কিন্তু 'করিডর-আদ্যাসেন্ট' (করিডরসংলগ্ন) বাস্তবতায় আছে। বঙ্গোপসাগর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের অংশ; ভারতের উত্তর-পূর্বের সঙ্গে সংযোগ এবং মিয়ানমারের অস্থিতিশীলতা আমাদের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা নির্ধারণ করে। ফলে বড় শক্তির সংঘাত যদি এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, সমুদ্রপথ, জ্বালানি রুট ও অবকাঠামো বিনিয়োগড়এগুলো নতুন কৌশলগত ভারসাম্যের অংশ হয়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। কেনেথ ওয়াল্টজ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে 'অরাজক' বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে ছোট রাষ্ট্রগুলো বড় শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে টিকে থাকে। ব্যারি বুজানের 'সিকিউরিটি কমপ্লেক্স' ধারণা দেখায়, একটি অঞ্চলের নিরাপত্তা সংকট পারস্পরিকভাবে জড়িত। দক্ষিণ এশিয়া ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলকে এককভাবে দেখলে বোঝা যায়, বাংলাদেশ একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা জটিলতার অংশ। তাই আমাদের কৌশল হতে পারেড়কোনো এক শক্তির সঙ্গে প্রকাশ্য বৈরিতা না বাড়িয়ে বহুপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখা।

অভ্যন্তরীণ সংহতি ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল বাহ্যিক ভারসাম্য নীতি যথেষ্ট নয়, অভ্যন্তরীণ সংহতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয়-সামাজিক সংহতি যত শক্তিশালী থাকে, বহিরাগত প্রভাব তত কম কার্যকর হয়। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন এবং কার্যকর প্রশাসন রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করে। বিপরীতে দুর্বল প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক বিভাজন এবং সামাজিক অস্থিরতা বিদেশি প্রভাবকে সহজ করে তোলে। তাই জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় নয়; এটি কৌশলগত নিরাপত্তার প্রশ্ন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের শ্রমবাজারের প্রশ্নও একই নিরাপত্তাকাঠামোর অংশ। আধুনিক বিশ্বে নিরাপত্তা শুধু সামরিক শক্তির প্রশ্ন নয়; এটি সরবরাহশৃঙ্খল, খাদ্য, জ্বালানি ও শ্রমের প্রশ্ন। একে বলা যেতে পারে 'স্কিল-সিকিউরিটি', অর্থাৎ দক্ষতা নিজেই একটি নিরাপত্তাসম্পদ। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বাড়লে নির্মাণ খাতে শ্রমের চাহিদা কমতে পারে; আবার খাদ্যনিরাপত্তার চাপে কৃষি খাতে চাহিদা বাড়তে পারে। দক্ষতার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য না থাকলে, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সনির্ভর অর্থনীতি ঝুঁকিতে পড়বে। কোনো সংঘাত দূরবর্তী স্থানে শুরু হলেও তা শেষ হতে পারে নিকটবর্তী বাস্তবতায়। ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা দেখাচ্ছেড়বিশ্বরাজনীতিতে আবারও নতুন হিসাব-নিকাশ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমা ঐক্যের ভেতরের টানাপোড়েন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে জটিলতা প্রমাণ করছে, ছোট রাষ্ট্রগুলোর জন্য নিরপেক্ষ থাকাই যথেষ্ট নয়; একই সঙ্গে প্রস্তুত থাকাও জরুরি। বাংলাদেশ যুদ্ধের কেন্দ্র নয়, কিন্তু ঝুঁকির প্রান্তে আছে। তাই কৌশলগত সতর্কতা, নীতিগত স্পষ্টতা এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাই হতে পারে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের

৬ পৃষ্ঠার পর

একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টউতিনি এখনই ইরানের জ্বালানি পরিকাঠামো ধ্বংস করতে চান না। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো বৈশ্বিক তেলের বাজার। খারগ দ্বীপ থেকে ইরানের ৯০ শতাংশ তেল রপ্তানি হয়। এই দ্বীপের টার্মিনালগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ এক ধাক্কায় কমে যাবে, যার ফলে তেলের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। ট্রাম্প মূলত তেল স্থাপনাকে 'নিরাপদ' রেখে সামরিক স্থাপনায় আঘাত হানার মাধ্যমে তেহরানকে একটি কঠোর বার্তা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইরান কি এই চাপ নীরবে সহ্য করবে?

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট পেপ মনে করেন, এই হামলা মূলত আমেরিকার 'হতাশা' থেকে। ট্রাম্প প্রশাসন আশা করেছিল যে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের শাসনব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ইরানের নতুন নেতৃত্ব এবং আইআরজিসি আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। পেপের মতে, খারগ দ্বীপে হামলার ফলে আমেরিকা হয়তো সাময়িকভাবে কিছু সামরিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছে, কিন্তু কৌশলগতভাবে ইরানকে দমাতে পারেনি। উল্টো এই হামলা আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আরও ঐক্যবদ্ধ করেছে।

আঞ্চলিক প্রক্সি যুদ্ধের নতুন মোড়

খারগ দ্বীপে হামলার পরপরই বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে রকেট হামলা এবং মার্কিন কূটনীতিকদের ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা প্রমাণ করে, লড়াই এখন আর কেবল ইরানের ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই। ইরাক, ইয়েমেন এবং লেবাননে সক্রিয় ইরান-পন্থী গোষ্ঠীগুলো এখন মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো প্রান্তে মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানতে প্রস্তুত। হামাস ইতিমধ্যে ইরানকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলা না করার আহ্বান জানিয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো এই লড়াইকে একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ দিতে চায় না।

হরমুজ প্রণালি: ট্রাম্পের শেষ বাজি

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারিতে 'হরমুজ প্রণালি'র কথা বারবার উঠে আসছে। এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ যার মাধ্যমে বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়। ইরান যদি প্রতিশোধ হিসেবে এই প্রণালি বন্ধ করে দেয় বা কোনোভাবে বিঘ্ন ঘটায়, তবে তা কেবল আমেরিকা নয়, বরং চীন ও ভারতের মতো বড় আমদানিকারক দেশগুলোকেও সংকটে ফেলবে। এর ফলে ইরানকে একঘরে করার মার্কিন চেষ্টা বিশ্বব্যাপী তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে পারে।

খারগ দ্বীপের হামলা মধ্যপ্রাচ্যকে এক বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যদি তেহরান পাল্টা আঘাত হানে এবং ট্রাম্প তাঁর হুমকি অনুযায়ী তেল স্থাপনাগুলো ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা কেবল একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এক মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে। আপাতত বিশ্ববাসী তাকিয়ে আছে তেহরানের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেড়তারা কি আলোচনার টেবিলে ফিরবে, নাকি পারস্য উপসাগরের নীল জলরাশি রক্তের লাল রঙে রঞ্জিত হবে?

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের ভুল হিসাব

৭ পৃষ্ঠার পর

ওপর হামলার সময়ও তেলের বাজারে তেমন বড় অস্থিরতা দেখা যায়নি; দাম সামান্য বাড়লেও পরে দ্রুত কমে গিয়েছিল।

প্রশাসনের আরও কয়েকজন উপদেষ্টাও ব্যক্তিগত আলোচনায় একই ধরনের আশাবাদী অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের মতে, বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবাহিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়ে ইরান অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করতে পারে– এমন সতর্কতাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। ইরান এখন হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী তেলবাহী জাহাজে হামলার হুমকি দিচ্ছে। এতে পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বেড়ে গেছে। এর ফলে জ্বালানি খরচ নিয়ন্ত্রণে এখন নতুন উপায় খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিশ্লেষকদের মতে, তেহরান এই সংঘাতকে তাদের অস্তিত্বের লড়াই হিসেবে দেখছে– এই বিষয়টি ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি মার্কিন নীতিনির্ধারকরা। আগের সংঘাতের তুলনায় এবার ইরান অনেক বেশি আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে। তারা মার্কিন ঘাঁটি, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহর এবং ইসরায়েলের জনবহুল এলাকায় ধারাবাহিকভাবে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে দ্রুত নীতি পরিবর্তন করতে হচ্ছে। কোথাও দূতাবাস খালি করা হচ্ছে, আবার কোথাও তেলের দাম কমানোর জন্য নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস মার্ফি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন, হরমুজ প্রণালী সংকট মোকাবিলায় প্রশাসনের স্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই এবং কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ নিরাপদ করা হবে তাও অনিশ্চিত।

হোয়াইট হাউসের ভেতরেও অনিশ্চয়তা বাড়ছে বলে জানা গেছে। অনেক কর্মকর্তা মনে করছেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য পরিষ্কার কোনো কৌশল এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে প্রকাশ্যে কেউ এ নিয়ে সমালোচনা করছেন না, কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সামরিক অভিযানের সাফল্য নিয়েই জোর দিচ্ছেন।

অন্যদিকে প্রশাসনের কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা তুলনামূলক সীমিত লক্ষ্য নিয়ে কথা বলছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এমন কৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন, যা ভবিষ্যতে সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করতে পারে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট দাবি করেছেন, যুদ্ধ শুরুর আগে প্রশাসনের একটি শক্ত পরিকল্পনা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তেলের বাজারও স্থিতিশীল হবে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ইরানের কারণে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তা সাময়িক।

তবে পেন্টাগনের সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের প্রথম দুই দিনেই যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫.৬ বিলিয়ন ডলারের গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল অভিযান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অন্যদিকে ইরানের কর্মকর্তারা এখনও কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। দেশটির শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলি লারাজানি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, হরমুজ প্রণালী হয় সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ হবে, নয়তো এটি যুদ্ধবাজদের জন্য পরাজয় ও দুর্ভোগ বয়ে আনবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে তেলের বাজারে অস্থিরতা ও বিশ্ব অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও এই যুদ্ধের কৌশল ও সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে

৬ পৃষ্ঠার পর

বাজার দুই দিকেই দুলছে। বুধবার কেন্টাকিতে এক প্রচার সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা যুদ্ধ জিতেছি।' তারপর হঠাৎ সুর বদলে বলেন, 'আমরা কি আগেভাগে চলে যেতে চাই? আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।'

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ও ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলসহ অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা ট্রাম্পকে সতর্ক করেছেন, তেলের ধাক্কা ও পেট্রলের দাম বাড়লে যুদ্ধের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ইতিমধ্যেই দুর্বল সমর্থন দ্রুত ক্ষয়ে যেতে পারে। তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টারাও একই ধরনের যুক্তি দিচ্ছেন। চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস ও তাঁর ডেপুটি জেমস ব্লেয়ার উচ্চ জ্বালানি মূল্যের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ট্রাম্পকে বিজয়ের সংজ্ঞা সীমিত করতে এবং অভিযানের সমাপ্তি ঘনিয়ে এসেছে এমন সংকেত দিতে উৎসাহিত করছেন।

অন্যদিকে আরও কড়া অবস্থানের পক্ষে থাকা রিপাবলিকান নেতাদের মধ্যে রয়েছেন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম ও টম কটন এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মার্ক লেভিন। তাঁরা যুক্তি দিচ্ছেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে ঠেকাতে এবং মার্কিন সেনা ও জাহাজে হামলার জবাব দিতে শক্ত অবস্থান জরুরি।

তৃতীয় একটি শক্তি এসেছে ট্রাম্পের সমর্থক গোষ্ঠী থেকে। কৌশলবিদ স্টিভ ব্যানন এবং ডানপন্থী টিভি ব্যক্তিত্ব টাকার কার্লসন প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ট্রাম্পের এক উপদেষ্টা বলেন, 'তিনি বাজপাখিদের বিশ্বাস করতে দিচ্ছেন যে অভিযান চলছে, বাজারকে বিশ্বাস করাতে চাইছেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ হতে পারে, আর তাঁর সমর্থকদের বোঝাচ্ছেন যে উত্তেজনা সীমিত থাকবে।'

এ বিষয়ে মন্তব্য চাইলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, 'এই প্রতিবেদনটি এমন গোপন সূত্রের গুজব ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার কক্ষে উপস্থিতই থাকে না। প্রেসিডেন্ট ভালো শ্রোতা হিসেবে পরিচিত এবং নানা মতামত শোনেন, তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত তিনিই নেন এবং নিজের বার্তা তিনিই দেন।'

প্রতিবেদনে যাদের নাম এসেছে, তাদের অনেকেই রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেননি।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিলেও এ সপ্তাহে তিনি বারবার এটিকে 'স্বল্পমেয়াদি অভিযান' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি জানান, হোয়াইট হাউসের এক ব্রিফিংয়ে এই শব্দবন্ধটি উঠে আসে, যেখানে ট্রাম্প রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের মিয়ামির এক বৈঠকে প্রথম এটি ব্যবহার করেন।

সূত্রটি আরও বলেন, আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে ভাষণের আগে ট্রাম্পকে একটি বার্তা-সংক্রান্ত নথি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে যুদ্ধটি স্বল্পমেয়াদি হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত চায় না এমন সংকেত দেওয়ার কথা বলা হয়। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ট্রাম্প খুব কম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, আর প্রশাসনের ঘোষিত লক্ষ্যও সময়ের সঙ্গে বদলেছে। কখনো বলা হয়েছে আসন্ন ইরানি হামলা ঠেকানো, কখনো পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করা, আবার কখনো সরকার পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

জনপ্রিয়তা কম এমন সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে ট্রাম্প এখন পরস্পরবিরোধী বয়ান সামলাচ্ছেন, যা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে হরমুজ প্রণালি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দিকে ইরানের চলমান হামলার কারণে। যুদ্ধের আগে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ধাক্কার সতর্কবার্তা যাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টারাই এখন বাজারকে আশ্বস্ত করা এবং তেল-গ্যাসের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ট্রাম্পকে চাপ দিচ্ছেন।

কিছু হোয়াইট হাউস কর্মকর্তা এমন এক সমাপ্তি কৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন, যেখানে ট্রাম্প ঘোষণা দেবেন যে সামরিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, এরপর নিষেধাজ্ঞা, প্রতিরোধ ও আলোচনার পথে যাওয়া হবে। তবে সবাই এই পন্থার পক্ষে নন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ধারাবাহিক বিমান হামলায় প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে শীর্ষ ইরানি নেতারাও আছেন এবং কেউ কেউ লেবানন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন। ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার ধ্বংস হয়েছে, নৌবাহিনীর বড় অংশ ডুবে গেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে সশস্ত্র মিত্রদের সহায়তা করার ক্ষমতা কমে গেছে।

ট্রাম্প বলেছেন অভিযান কখন শেষ হবে তা তিনি নিজেই ঠিক করবেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা দাবি করছেন, শুরুতে ঘোষিত চার থেকে ছয় সপ্তাহের সময়সীমার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের শাসকরাও নিজেদের বিজয়ী দাবি করবেন, কারণ তারা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা টিকে গেছে এবং পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতা দেখিয়েছে।

যুদ্ধের চূড়ান্ত গতিপথ নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে হরমুজ প্রণালি। বিশ্বের মোট তেল পরিবহনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সাধারণত এই সরু জলপথ দিয়ে যায়, কিন্তু এখন তা প্রায় স্থবির। সাম্প্রতিক দিনে ইরান ইরাকের জলসীমায় ট্যাংকার এবং প্রণালির কাছাকাছি অন্যান্য জাহাজে হামলা করেছে। যদি এই নিয়ন্ত্রণের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রলের দাম খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে যুদ্ধ শেষ করার জন্য ট্রাম্পের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়তে পারে। নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসে অল্প ব্যবধানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার লড়াই করছে।

এখন পর্যন্ত তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' আন্দোলনের বেশির ভাগ সদস্য ইরান প্রশ্নে তাঁর পাশে রয়েছেন, যদিও সামরিক হস্তক্ষেপবিরোধী কিছু সমর্থক সমালোচনা করেছেন। ট্রাম্প সম্প্রতি তেহরানের সরকার উৎখাতই যুদ্ধের লক্ষ্য এই ধারণা থেকে সরে এসেছেন। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ইরানের নেতৃত্ব অচিরেই পতনের মুখে নয়।

যুদ্ধের গতিপথ নিয়ে বিভ্রান্তির একটি কারণ ভেনেজুয়েলায় দ্রুত মার্কিন সামরিক সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত এক সূত্র জানান, ৩ জানুয়ারির অভিযানের মতো ইরান অভিযানও একইভাবে এগোবে না তা ট্রাম্পকে বোঝাতে কিছু উপদেষ্টা হিমশিম খাচ্ছিলেন। ওই অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করা হয়। সেই অভিযান ট্রাম্পকে দীর্ঘমেয়াদি সামরিক উপস্থিতি ছাড়াই মাদুরোর অনুগতদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল সম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেয়।

কিন্তু ইরান অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুসজ্জিত প্রতিপক্ষ, যার ধর্মীয় ও নিরাপত্তা কাঠামো গভীরভাবে প্রোথিত। মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সঙ্গে পরিচিত এক সূত্র ট্রাম্পপন্থী দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে ইরান কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে যাচ্ছিল। ট্রাম্প গত জুনে বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি বোমা হামলা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' করে দিয়েছে।

ইরানের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বেশির ভাগ মজুত জুনের হামলায় মাটির নিচে চাপা পড়েছে বলে ধারণা করা হয়। ফলে তা উদ্ধার করে আবার পরিশোধন করলে অস্ত্রমানের উপাদান তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। ইরান বরাবরই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

'২০৪২ সালেও তারেক রহমান

৮ পৃষ্ঠার পর

আবদিন ফারুক। সেখানে তিনি বলেন,ও তারেক রহমান ২০২৬ থেকে ৩২ নয়; ৩২ থেকে ২০৩৭ পর্যন্তও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ সূর্য উঠলেই বুঝা যায় দিন কেমন যাবে। তারেক রহমানের শুরুতেই বুঝে ফেলেছি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ছয় বার সংসদে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তারেক রহমাকে দিয়েই হবে-এ মানুষটি দিয়েই হবে।

তিনি আরও বলেন,ও শুধু ২০৩১ নয়, ২০৩৭ ও ২০৪২ সালেও তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

জয়নুল আবদিন ফারুকের এমন বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় উঠে। এর মাঝেই আজ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে জয়নুল আবদিন ফারুক এমপিকে সতর্ক করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

একটা কার্যকর সংসদ দেখতে চাই,

৯ পৃষ্ঠার পর

সংসদ অধিবেশন শুরু হবে। সারাদেশের মানুষ তাকিয়ে আছে সংসদের দিকে। আমরা আশা করছি, সরকার দলীয় এমপিরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হবে। যদি না হয় আপনাদের সবাইকে যার যার জায়গা থেকে সোচ্চার হতে হবে। এগুলো আমাদের দলের দাবি না, নতুন বাংলাদেশের দাবি। এজন্য দল মত নির্বিশেষে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

সংসদকে কার্যকর দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন,ও আমরা একটা কার্যকর সংসদ দেখতে চাই। আমরা আশা করছি, বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে। সব কমিটমেন্ট রক্ষা করা হবে।

গোটা দেশে গণবিপ্লবের সূচনা করা শহিদ আবু সাঈদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে নাহিদ ইসলাম প্রতিশ্রুতি দেন যে, রংপুর বিভাগের সাথে আগামী দিনে আর কোনো বৈষম্য করা হবে না।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিক মুজাহিদ এবং জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক এডভোকেট তরিকুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ। ইফতার মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির রংপুর মহানগরীর সদস্য সচিব এডভোকেট মাহফুজ উন নবী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রংপুর মহানগরীর সেক্রেটারি জেনারেল কে এম আনোয়ারুল ইসলাম কাজলসহ এগারো দলীয় জোটের রংপুর বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ।

গণ-অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী সরকারের

৯ পৃষ্ঠার পর

এ সময় তিনি দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগের কথা সংসদকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে সামাজিক স্থিতি, প্রযুক্তির উৎকর্ষ, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের নেওয়া বহুমুখী পদক্ষেপের বিবরণ দেন। ভাষণ প্রদান শেষে তিনি সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

এর আগে, স্পিকার হাফিজ উদ্দিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিরোধী দল জামায়াতসহ অন্যান্য দলের সংসদ সদস্যরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতির প্রতিবাদ জানান।

তাদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। এসব প্ল্যাকার্ডে ও জুলাই নিয়ে গাদ্দারি চলবে না,ও জুলাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ কর,সহ বিভিন্ন প্রতিবাদী কথা লেখা ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্পিকার এ সময় সবাইকে শান্ত থাকার ও সংসদীয় নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানান।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

আতঙ্ক, বিতর্ক ও মীমাংসা

১৬ পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ হয়ে ওঠে ইতিহাসের উল্টোযাত্রা। অন্তর্বর্তী সরকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে খণ্ডিতকরণ বা ভূলুণ্ঠনের যে চেষ্টা করেছে, তারই অংশ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করে উপস্থাপনা। বঙ্গবন্ধু, ৭ মার্চের ভাষণ কিংবা মুক্তিযুদ্ধ কোনোটাই আওয়ামী লীগের দলীয় বা একক সম্পত্তি নয়। যে কারণে বুলডোজার দিয়ে ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক ভবন ভাঙার ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উগ্রবাদ; একইভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংস্রতা ছায়ানট ও উদীচীতে হামলা, গণমাধ্যমে আগুন দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ও মাজার ভাঙার লাগাতার ঘটনা।

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের অবমাননার বিরুদ্ধে আপন দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করে; ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সপক্ষে তাদের অবস্থান সুনিশ্চিত করে। জাতিও ভোটের দিন দুহাত ভরে তাদের সেই প্রত্যয়ী অবস্থানের প্রত্যুত্তর জানিয়ে বিপুলভাবে বিএনপিকে বিজয়ী করেছে। এখন সময় মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে সকল ঢাকঢাক গুড়গুড় পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদী প্রধান নেতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার মহান ঘোষক এই পরম্পরায় দাঁড়িয়ে জাতি যেন আর ইতিহাসের উল্টোস্রোতে ঘুরপাক না খায়, সেই সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হবে। ঐতিহাসিক দিবসে জাতির শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ অসম্মানিত হবেন, অপমানিত হবেন; সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বদল হলেও প্রক্রিয়া থাকবে অনুরূপ সেই অন্ধকার ধারা থেকে জাতিকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৩.

প্রতিহিংসার রাজনীতি দীর্ঘকাল এ দেশে বিভাজনের কেন্দ্র হয়ে আছে। অপরাধ ও অপরাধী নিশ্চয়ই আইনের আওতায় আসবে। কিন্তু এর সঙ্গে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতির পরম্পরাকে মিশিয়ে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ অন্বেষণ অনুচিত। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের অপরাধ বিচারাধীন। তা এগিয়ে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত বিচারকার্য সম্পন্ন করা অবশ্যই সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এর সঙ্গে আওয়ামী দোসর ট্যাগ লাগিয়ে যত্রতত্র মব সন্ত্রাসেরও অবসান জরুরি। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নির্বাহী আদেশে স্থগিত করে অন্তর্বর্তী সরকার। এরও আইনি বিহিত বর্তমান সরকার ও সংসদকেই করতে হবে।

আওয়ামী লীগ তার শেষ দেড় দশকের শাসনামলে অসহিষ্ণু কর্তৃত্ববাদী শাসন এ দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। সে কারণেই দেশের মানুষ তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে সেই স্বৈরশাসনকে বিদায় দিয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে সেই সরকারের বিরোধিতা করলে বিএনপি ও জামায়াত ট্যাগ দেওয়া হতো। বর্তমানে কোনো কোনো পক্ষ তাদের বিপরীতে কথা বললেই তাকে আওয়ামী দোসর ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে। সেই একই অসহিষ্ণু রাজনৈতিক আচরণের অনুবর্তন। নিশ্চয়ই মানুষের রক্তস্রোত ও প্রবল প্রতিরোধ এই অসহিষ্ণু সংস্কৃতির অবসান ঘটাবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনে আমরা সেই সুসংবাদের বার্তাধ্বনি পেতে চাই।

ছোট্ট পাললিক ব-দ্বীপ এই বাংলাদেশ। রাজনৈতিক হানাহানি সহিংসতায় এর যাবতীয় সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে বারংবার। এবার অভাবনীয় সুযোগ এসেছে; যাবতীয় বিভাজন, হিংসার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে যাত্রা করতে চাই আমরা। ধর্ম-লিঙ্গ-জাতি-মত নির্বিশেষে এ দেশের প্রত্যেক মানুষ আপন মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে রাষ্ট্রে মাথা উঁচু করে বাঁচুক। রাজনীতি মানুষের অকপট বেঁচে থাকার উপায় হোক; সমাজ বিভাজিত না হোক হিংসায় বা হিংস্রতায়। জাতীয় সংসদ হয়ে উঠুক যাবতীয় বিতর্ক ও অনিষ্পন্ন বিষয়াদি মীমাংসার যুক্তিপূর্ণ যথার্থ ঠিকানা।

মাহবুব আজীজ: উপসম্পাদক, সমকাল; সাহিত্যিক। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

যে রাজনীতি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র এনে দিয়েছে, সে রাজনীতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাজনীতিকদেরই। সব মতপথের উর্ধ্বে গিয়ে রাজনীতিকেরা যদি এই সত্য উপলব্ধি না করেন, তাহলে বাংলাদেশপন্থী রাজনীতি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ড. সৌমিত জয়দ্বীপ সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

যুদ্ধের ধাক্কা বাংলাদেশের সরবরাহ

১০ পৃষ্ঠার পর

সারচার্জ (জ্বালানি খরচ বাবদ বাড়তি ফি) আরোপ করেছে।

খাত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কনটেইনারপ্রতি বাঙ্কার সারচার্জ ছিল ৭০০ থেকে ৭৫০ ডলার। এখন তা বেড়ে ৩ হাজার ৫০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর বাইরে ওয়ার রিস্ক প্রিমিয়াম (যুদ্ধকালীন ঝুঁকি প্রিমিয়াম) আছে।

উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম থেকে ইউরোপে কনটেইনারপ্রতি মূল ভাড়া (বেজ ফ্রেট) বর্তমানে ১ হাজার ১ হাজার ২০০ ডলারের মতো। এর সাথে ৩ হাজার ৫০০ ডলারের বাঙ্কার সারচার্জ যুক্ত হওয়ায় এখন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের কনটেইনারপ্রতি মোট খরচ দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৫ হাজার ডলার।

চাপ কেবল আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। জ্বালানি সংকটের কারণে দেশের অভ্যন্তরেও পণ্য পরিবহনের খরচ বাড়ছে।

যেমন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরগামী একটি কাভার্ড ভ্যানের ভাড়া গত পরশু ১৫-১৬ হাজার টাকা থাকলেও গতকাল তা একলাফে ২৫ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। বহির্নোঙরে মাদার ভেসেল (বড় জাহাজ) থেকে আমদানিপণ্য খালাসকারী লাইটারেজ জাহাজগুলোও যাওয়া-আসার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছে।

ট্রাক মালিকরাও একই ধরনের জ্বালানি সংকটের কথা জানিয়েছেন। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নির্ধারিত দরের চেয়েও বেশি দামে ডিজেল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তারাভ্যার চূড়ান্ত প্রভাব গিয়ে পড়ছে সাধারণ ভোক্তার ওপর।

ভারী যানবাহনের জন্য এই সংকটের মূলে রয়েছে ফিলিং স্টেশনগুলোতে ডিজেলের তীব্র ঘাটতি।

বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতির সভাপতি মো. তোফাজ্জল হোসেন মজুমদার বলেন, দূরপাল্লার চালকদের জন্য পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

তোফাজ্জল টিবিএসকে বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে একবার যাওয়া-আসার জন্য একটি ট্রাকের ১৪০ থেকে ১৬০ লিটার ডিজেল প্রয়োজন। অথচ চালকরা পাম্প থেকে পাচ্ছেন মাত্র ২০ থেকে ৫০ লিটার তেল। সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে আমরা বাধ্য হয়েই ১২০ টাকা লিটার দরে কালোবাজার থেকে তেল কিনছি, যেখানে পাম্পে সরকারি দাম ১০০ টাকা।

এই কালোবাজারি রুখতে দ্রুত কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং পাম্পগুলোতে পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহের দাবি জানান তিনি।

পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিতে পণ্যের সরবরাহে ধাক্কা

ডিজেল সংকটের প্রভাব ইতিমধ্যে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে শুরু করেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে শিল্প থেকে শুরু করে নির্মাণসামগ্রীড় সবকিছুরই পরিবহন খরচ অনেকটা বেড়ে গেছে।

লালমনিরহাটের নির্মাণসামগ্রী ব্যবসায়ী হামিদুল রহমান তুষার জানান, রুটভেদে ট্রাক ভাড়া এ ধাক্কায় ৩ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

তুষার বলেন, আগে নারায়ণগঞ্জ বা ঢাকা থেকে ছোট ট্রাকের ভাড়া ছিল ১৩-১৪ হাজার টাকা। এখন তা ১৭-১৮ টাকায় ঠেকেছে। চট্টগ্রাম থেকে পণ্য আনতে আগে যেখানে ২৮ হাজার টাকা লাগত, এখন লাগছে প্রায় ৩২-৩৫ হাজার টাকা।

এই সংকটের সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে পচনশীল পণ্যের পরিবহনে। জ্বালানি সংকটের কারণে বিপুলসংখ্যক ট্রাক রাস্তা থেকে তুলে নেওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকা অভিমুখে শাকসবজি, মাছ ও পোল্ট্রিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

দেরি হওয়ার কারণে পণ্য পচে যাওয়ার ভয়ে ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি ভাড়ায় ট্রাক নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবহন ব্যয়ের এই আকস্মিক বৃদ্ধি রাজধানীর কাঁচাবাজারে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবে।

মহাসড়কে নিত্যপণ্যবাহী ট্রাকের চালকরা বলছেন, তারা প্রয়োজনীয় জ্বালানি সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

বগুড়া থেকে কক্সবাজারে চাল নিয়ে যাচ্ছিলেন ট্রাকচালক মো. সাগর। তিনি জানান, এই যাত্রায় তার অন্তত ২২০ লিটার ডিজেল প্রয়োজন। কিন্তু ৫ থেকে ৭টি ফিলিং স্টেশন ঘুরে তিনি মাত্র ৫০ লিটার তেল জোগাড় করতে পেরেছেন।

একইভাবে যশোর থেকে দিনাজপুরে ধান নিতে যাওয়া আশরাফুল ইসলাম জানান, অধিকাংশ পাম্প ৫০০ টাকার বেশি ডিজেল বিক্রি করতে রাজি হচ্ছে না, এমনকি বাড়তি দাম দিতে চাইলেও তারা তেল দিচ্ছে না।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.

Attorney At Law

Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করব না,

৯ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, "প্রথমে আমরা ভুল ধরিয়ে দেব এবং সংশোধনের পরামর্শ দেব। যদি দেখি পরামর্শে কাজ হচ্ছে না, তবেই আমরা প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদেও কাজ না হলে জনগণের অধিকারের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াব।চ তবে বিষয়টি সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই জাতির জন্য উত্তম হবে।

সাড়ে ১৫ বছরের নির্যাতন, গুম-খুন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, "উই ওয়ান্ট জাস্টিসড়জুলাই আন্দোলনের এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আমরা সকল ক্ষেত্রে সুবিচার এবং বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে চাই। ২০২৪-এর চেতনাকে অস্বীকার করলে ২০২৬-এর অস্তিত্বও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।চ তিনি উল্লেখ করেন, দেশের ৬৯ শতাংশ মানুষ বর্তমান প্রক্রিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন, যা অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই।

সংস্কার পরিষদ প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "এবারের নির্বাচন ছিল সংসদ ও সংস্কারড়উভয় প্রক্রিয়ার পরিপূরক। আমরা অর্ডিন্যান্সের প্রতি সম্মান রেখে সংস্কার পরিষদ ও সংসদ সদস্য হিসেবে দুইবার শপথ নিয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সরকারি দলের সদস্যরা এখনও প্রথম শপথটি (সংস্কার পরিষদ) গ্রহণ করেননি।চ তিনি সরকারি দলকে জুলাইয়ের আত্মত্যাগকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানান।

প্রবাসীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন, "প্রবাসীরা আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা। জুলাই আন্দোলনে তাদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ছিল অনন্য।চ প্রবাসীদের ভোটাধিকার এবং বিদেশে কোনো প্রবাসী মারা গেলে সরকারি ব্যয়ে লাশ দেশে আনার দাবি তারা আগেই তুলেছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে লাশ আনার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই।

বিরোধীদলীয় নেতা আশা প্রকাশ করেন যে, স্পিকার সংসদে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন এবং বিরোধী দলকে যথেষ্ট সুযোগ দেবেন। একইসাথে দুর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত মানবিক বাংলাদেশ গড়তে ১১ দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা যেন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে জন্য তিনি দেশবাসীর দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

আজ থেকে কাঙ্ক্ষিত সংসদীয়

৯ পৃষ্ঠার পর

দেড় দশকের শাসন-শোষণের পর আজ থেকে সত্যিকার অর্থে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হলো।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

বিগত সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ওসংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রহসনের রূপ দিয়ে জাতীয় সংসদকে হাস্যরসের খোরাকে পরিণত করা হয়েছিল। দেশে কায়েম করা হয়েছিল তাঁবেদারি শাসন ও শোষণ।

সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওতিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। জীবনে কখনোই স্বৈরাচার কিংবা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করেননি।

ভাষণের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি বলেন,ওবিগত সরকারের গুম, খুন, হত্যা, নির্যাতন ও আয়নাঘরেএর মতো জীবন্ত মানুষের কবরস্থানতুল্য বর্বর বন্দিশালা দিয়েও দেশের ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে রুখে দেওয়া যায়নি। তাদের সাহসী ভূমিকায় দেশে পুনরায় গণতন্ত্র ফিরে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন,ওজাতীয় সংসদে দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছি।

তিনি আরও বলেন, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংসদ হবে সব যুক্তি-তর্ক আর জাতীয় সমস্যা সমাধানের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

নতুন সংসদের যাত্রা শুরুর সময় সাধারণত সাবেক স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বিগত সরকারের জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট জনরোষের কারণে সাবেক স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার বর্তমানে নিখোঁজ, পলাতক বা কারাগারে রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন সংসদ নেতা তারেক রহমান।

এমন এক নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে প্রবীণ রাজনীতিক ও পাঁচবারের সংসদ সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য প্রস্তাব করেন তিনি।

বিরোধী দলের প্রতিবাদ ও

৯ পৃষ্ঠার পর

জাতীয় সংসদে হট্টগোল ও বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ভাষণ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এ সময় বিরোধী দলের সদস্যরা জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার ও বিভিন্ন দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন এবং পরে কক্ষ ত্যাগ [ওয়াকআউট] করেন।

১২ মার্চ সংসদ অধিবেশনে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন রাষ্ট্রপতিকে ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংসদীয় সূত্র জানায়, অধিবেশনের একপর্যায়ে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে ভাষণ দেওয়ার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানান। স্পিকারের এই আহ্বানের পরপরই জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। বিরোধী দলের সদস্যদের প্রদর্শিত প্ল্যাকার্ডগুলোতেওজুলাই নিয়ে গাদ্দারি চলবে নাওজুলাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতা বন্ধ কর্নসহ বিভিন্ন প্রতিবাদী লেখা তুলে ধরা হয়। সংসদ কক্ষের ভেতরে উচ্চস্বরে হইচই ও হট্টগোল শুরু হলে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন বারবার সবাইকে শান্ত থাকার ও ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সংসদ অধিবেশনে প্রবেশ করেন এবং স্পিকারের আসনের পাশে নির্ধারিত আসনে বসেন।

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, নতুন সংসদ গতানুগতিক কোনো সংসদ নয়; এটি জুলাইয়ের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি সংসদ। তাই এই সংসদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ন্যায়বিচার।

তিনি নবনির্বাচিত স্পিকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি তিনি দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করেছেনড়এটি ইতিবাচক। এতে করে সংসদে সরকারি ও বিরোধী দল সবার প্রতি সমান আচরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও দেশের সংসদীয় রাজনীতি খুব কম সময় কার্যকর ছিল। অনেক সময় সংসদ ফ্যাসিবাদের কবলে পড়ে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তবে নতুন স্পিকারের নেতৃত্বে একটি গতিশীল ও কার্যকর সংসদ গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা করেন।

তিনি বলেন, অতীতে সংসদে জনকল্যাণমূলক আলোচনা কম হয়ে অনেক সময় ব্যক্তির চরিত্র হননের জন্য সময় নষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন সংসদ কারও চরিত্র হননের কেন্দ্রে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে স্পিকারের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

জামায়াত আমির আরও বলেন,ওবর্তমান সংসদে অনেক তরুণ সদস্য রয়েছেন। অভিজ্ঞ সদস্যদের কাছ থেকে তারা শিখে একটি ইতিবাচক সংসদীয় পরিবেশ তৈরি করবেন বলে আশা করা যায়।

তিনি বলেন,ওস্পিকার যদি সংসদের ওপর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারেন, তাহলে তা দেশের ১৮ কোটি মানুষের ওপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করবে।

শফিকুর রহমান আরও বলেন, জুলাই আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল "উই ওয়ান্ট জাস্টিস।চ সেই প্রত্যাশা থেকেই সংসদের মাধ্যমে সমাজের সব ধরনের অন্যায়, অপরাধ ও দুর্বৃত্তপনার অবসান ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জাপানের কাছে সংশোধিত প্রস্তাব

৮ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কর্মকর্তারা এবং জাপানি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক শর্তে প্রায় এক বছর পর দুই পক্ষ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল চালু করার লক্ষ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা এই সভাকে ফলপ্রসূ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, উভয় পক্ষই দ্রুত নতুন টার্মিনাল চালুর লক্ষ্যে কাজ করছে।

সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন,ওআমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা যত দ্রুত সম্ভব থার্ড টার্মিনালটি সচল করার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি, জাপানের সঙ্গে একটি সম্মানজনক চুক্তির মাধ্যমে নতুন এ টার্মিনালটি চালু করতে পারব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগগুলো বিবেচনা করে দ্রুত সংশোধিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য জাপানি প্রতিনিধি দলকে অনুরোধ করেছেন।

সভায় টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত জাপানি পক্ষের দেওয়া একটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দুই পক্ষ। এ সময় এমবারকেশন ফি, রাজস্ব ভাগাভাগির পদ্ধতি ও অগ্রিম অর্থ প্রদানের কাঠামোর মতো বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী মিল্লাত জানান, টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত আগের চুক্তিতে কিছু চার্জ ও পরিচালনা-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছিল।

তিনি বলেন, বেসামরিক বিমান চলাচল চুক্তিতে সাধারণত তিন ধরনের চার্জ থাকে। এগুলোর কিছু বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন,ওউভয় পক্ষ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। বাংলাদেশ তার প্রস্তাব পেশ করেছে এবং জাপানি পক্ষও তাদের অবস্থান তুলে ধরেছে। জাপানি পক্ষ বাংলাদেশের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দ্রুত একটি সংশোধিত প্রস্তাব জমা দিতে সম্মত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

নবগঠিত বিএনপি সরকারের অধীনে এটিই ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। প্রায় সম্পন্ন হওয়া টার্মিনালটি যে চুক্তিভিত্তিক ও পরিচালনা-সংক্রান্ত অচলাবস্থার কারণে অলস পড়ে ছিল, তা নিরসনে সরকারের নতুন করে নেওয়া উদ্যোগের প্রতিফলন এই আলোচনা।

বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।

জাপানের প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তাকাহাশি নাওকি এবং জাপানের ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহকারী ভাইস মিনিস্টার রিকো নাকায়ামা-সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও প্রতিমন্ত্রী মিল্লাত আলোচনাকে ইতিবাচক বলে অভিহিত করেন। শিগগিরই উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তারা।

হুমায়ুন কবির বলেন, সরকার জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তিনি আরও বলেন,ওদুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে। আমরা আশা করছি শীঘ্রই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাবে।ও বেবিচক কর্মকর্তারা জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনগত নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারায় এ টার্মিনাল চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে। জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর এই সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলো।

এ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জাপানি কনসোর্টিয়ামের মধ্যে রয়েছে জাপান এয়ারপোর্ট টার্মিনাল কোম্পানি, সুমিতোমো কর্পোরেশন, সোজিৎজ কর্পোরেশন ও নারিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কর্পোরেশন। প্রকল্পটির অর্থায়নের সিংহভাগই দিয়েছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। ২০১৭ সালে অনুমোদিত এবং ২০১৯ সালে কাজ শুরু হওয়া থার্ড টার্মিনালের নির্মাণ ব্যয় প্রায় ২১ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা। প্রায় ৫ লাখ ৪২ হাজার বর্গমিটার জায়গাজুড়ে বিস্তৃত এই টার্মিনালটি বছরে অতিরিক্ত ১ কোটি ২০ লাখ থেকে ১ কোটি ৬০ লাখ যাত্রী এবং প্রায় ৯ লাখ টন কার্গো বা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা রাখে।

সংসদের শোকপ্রস্তাবে যুদ্ধাপরাধে

৮ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক দলগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই একাধিক নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, যা জাতির মুক্তিযুদ্ধ ও ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা। জোটের নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সংসদের শোকপ্রস্তাবে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যায় অংশগ্রহণকারী আলবদর-রাজাকার বাহিনীর দণ্ডিত সদস্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী এটিএম আজহারুল ইসলামকে সংসদের সভাপতিমণ্ডলীর প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সংসদের মর্যাদাহানি এবং শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রীয় অবমাননা। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিএনপি নির্বাচনের আগে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে জনগণের কাছে ভোট চাইলেও এখন যুদ্ধাপরাধীদের নাম প্রস্তাব করে তারা পুরনো চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জোটের কেন্দ্রীয় নেতা ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিকে ছয়টি বাম ছাত্রসংগঠনের মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট এক যৌথ বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, "যে শোকপ্রস্তাবে শহীদ আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, ফারহান ফাইয়াজদের মতো জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বীরদের স্মরণ করা হয়েছে, সেই একই শোকপ্রস্তাবে একাত্তরের গণহত্যাকারীদের নাম কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।চ তারা আরও বলেন, বিএনপি নির্বাচনের আগে নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি দাবি করলেও তাদের চিফ হুইপ চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের নাম শোকপ্রস্তাবে উত্থাপন করায় জনগণের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে।

একই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিশিষ্ট নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কবি নির্মলেন্দু গুণসহ ৩৫ জন একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, সদ্য শপথ গ্রহণ করা বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে আবারও লজ্জাজনক ইতিহাস তৈরি হতে দেখলাম। শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সংসদে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও খুনিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৩০ লক্ষ শহীদের অবমাননা। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, জুলাই চেতনার নাম করে একাত্তরকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য অপচেষ্টা শুরু হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে আরও রয়েছেন অধ্যাপক আবু ইউসুফ, কবি হেনরী স্বপন, শাহেদ কায়েস, মানিক বৈরাগী, লেখক শাহাদাত রাসেল, কবি ও কলামিস্ট মীর রবিসহ ৩৫ জন লেখক, কবি ও মানবাধিকার কর্মী। তাঁরা অবিলম্বে জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী থেকে এই শোকপ্রস্তাবের অংশটুকু প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানান এবং ভবিষ্যতে এমন বিতর্কিত পদক্ষেপ না নিতে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেন।

বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট

৮ পৃষ্ঠার পর

সদস্য (এস্টেট) আখতার হোসেন ভূঁইয়া, সাবেক যুগ্ম সচিব ও সদস্য (উন্নয়ন) এম মাহবুবুল আলম এবং সদস্য (প্রশাসন ও ভূমি) নাজমুল হাই। এর আগে গত ৪ মার্চ জুলাই আন্দোলনের সময় যুবদলকর্মী হত্যা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রায় জালিয়াতিসহ চারটি মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হককে জামিন দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মো. খায়রুল আলম ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

গত বছরের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে যুবদলকর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে এ মামলা ছাড়াও আরও চারটি মামলা রয়েছে। একটি মামলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত রায় জালিয়াতির অভিযোগে গত ২৭ আগস্ট শাহবাগ থানায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম শাহীনের মামলা দায়ের করেন।

২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও ফতুল্লা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ভূঁইয়া। একই অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় ২৫ আগস্ট আরেকটি মামলা দায়ের করেন জনৈক নুরুল ইসলাম মোল্লা। এর আগে ৪ আগস্ট প্লট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে দুদকও একটি মামলা করে।

এসব মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন নামঞ্জুরের পর সাবেক প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেন। পরে হাইকোর্ট ৫ মামলায় জামিন বিষয়ক রুল জারি করে।

ইরান যুদ্ধ হতে পারে বিশ্বব্যাপী তীব্র

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রবেশের পরের সপ্তাহগুলোর তুলনায় এখনো অবশ্য তা প্রায় ৪০% কম।

সারের ঘাটতি ফসল উৎপাদনে প্রভাব ফেলতে পারে

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন আঙ্কটাড-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সারের ঘাটতি দেখা দিলে বৈশ্বিক ফসল উৎপাদনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। প্রতি মাসে হরমুজ দিয়ে প্রায় ১.৩৩ মিলিয়ন টন সার রপ্তানি করা হয়। তাই ৩০ দিন হরমুজ প্রণালী বন্ধ রাখা হলে ভুট্টা, গম এবং চালের মতো নাইট্রোজেননির্ভর ফসলের ঘাটতি এবং ফলনের ঝুঁকি বাড়তে পারে। ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই)-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো জোসেফ গ্লাউবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''উচ্চ মূল্য ফসল নির্বাচনের বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে৷ তিনি মনে করেন, ''এর ফলে কৃষকরা খুব বেশি নাইট্রোজেন সার দরকার হয় এমন ফসল বাদ দিয়ে কম নাইট্রোজেন সার লাগে এমন ফসল বেছে নিতে পারেন৷ গ্লাউবার আরো মনে করেন, সারের ঘাটতি তীব্র হলে বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর কৃষকরা এমনকি সামগ্রিক সারের ব্যবহার কমিয়েও দিতে পারেন, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ফসলের উৎপাদন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, হরমুজ প্রণালী যত বেশি দিন বাণিজ্যিক পরিবহন থেকে দূরে থাকবে, বিশ্বব্যাপী সার সরবরাহ তত বেশি ব্যাহত হবে এবং তাতে সংকটও বাড়তে থাকবে। ডাচ ব্যাংক আইএনজি চলতি মাসের শুরুতে এক গবেষণা প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে, ''(সরবরাহের) দীর্ঘস্থায়ী ব্যাঘাত ব্রাজিল, ভারত, দক্ষিণ এশিয়া এবং ইইউর কিছু অংশের মতো আমদানিনির্ভর অঞ্চলে সারের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে৷ রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং মরক্কোর মতো দেশেরও সার উৎপাদনের ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং সেসব দেশেও খাদ্য উৎপাদনে সংকট দেখা দিতে পারে। চীন ইতিমধ্যে ফসফেট এবং নাইট্রোজেন সার আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইরান যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চাপ বাড়তে পারে।

খাদ্য পণ্যের মূল্যে তেলের মূল্যের প্রভাব

তেলের প্রভাব খাদ্যপণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল পরিবহনকারী ট্রাক থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট পর্যন্ত সবকিছুতেই পড়তে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ডিজেলের দাম গত দুই সপ্তাহে ১৪% বেড়ে প্রতি গ্যালনের দাম ৪.৬৯ ডলারে পৌঁছেছে। জার্মানিতে ডিজেলের দাম মাত্র কয়েক দিনে এক-পঞ্চমাংশ বেড়ে প্রতি লিটার ২.১০ ডলার ছাড়িয়েছে। চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উপসাগরীয় তেলের সিংহভাগের আমদানিকারক এশীয় দেশেও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা গত সপ্তাহে ব্লুমবার্গকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সতর্ক করে বলেছেন, এক বছর জ্বালানির দামে ১০% বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি

KT KHAN'S TUTORIAL

Congratulations!

TO OUR ACCEPTED SHSAT STUDENTS

Naveed A.
Stuyvesant

Zakariya J.
Stuyvesant

Marzia Z.
Stuyvesant

Maria Z.
Stuyvesant

Nihan K.
Stuyvesant

Shah A.
Stuyvesant

Jocelyn Y.
Stuyvesant

Momin A.
Stuyvesant

Mahir H.
Stuyvesant

Devapi S.
Stuyvesant

Sameera H.
Stuyvesant

Sakin M.
Stuyvesant

Bobby B.
Stuyvesant

Tanjim S.
Stuyvesant

Mahir A.
Stuyvesant

Mahir A.
Stuyvesant

Sofia D.
Stuyvesant

Apon M.
Stuyvesant

Autumn C.
Stuyvesant

Nicole K.
Stuyvesant

Mohammed M.
Stuyvesant

Sahar S.
Bronx Science

Aahil A.
Bronx Science

Woshfia Y.
Bronx Science

Nawal H.
Bronx Science

Devin B.
Bronx Science

Nafchi H.
Bronx Science

Ugyen K.
Bronx Science

Samiha H.
Bronx Science

Iftekhar A.
Bronx Science

Tolani S.
Bronx Science

Nafiza H.
Bronx Science

Sahil K.
Bronx Science

Sham G.
Bronx Science

Ismail K.
Bronx Science

Devan S.
Bronx Science

Natasha C.
Bronx Science

Devi P.
Bronx Science

Tanjelin M.
Bronx Science

Anisha I.
Bronx Science

Ngawang L.
Bronx Science

Shakira S.
Bronx Science

Satyam S.
Bronx Science

Amin A.
Bronx Science

Evan M.
Bronx Science

Nahiyan T.
Bronx Science

Mohammed R.
Bronx Science

Munaf A.
Bronx Science

Azaan A.
Bronx Science

KT KHAN'S TUTORIAL

Congratulations!

TO OUR ACCEPTED SHSAT STUDENTS

Nahiyan T.
Bronx Science

Anisha I.
Bronx Science

Tenzing T.
Brooklyn Tech

Aaqil A.
Brooklyn Tech

Ricky B.
Brooklyn Tech

Saffat S.
Brooklyn Tech

Serena K.
Brooklyn Tech

Shimanto C.
Brooklyn Tech

Samrina K.
Brooklyn Tech

Shawaiz S.
Brooklyn Tech

Muhammad I.
Brooklyn Tech

Tawseef A.
Brooklyn Tech

Sasha R.
Brooklyn Tech

Jacob E.
Brooklyn Tech

Mahidyya K.
Brooklyn Tech

Arham H.
Brooklyn Tech

Tenzin K.
Brooklyn Tech

George B.
Brooklyn Tech

Muhriz K.
Brooklyn Tech

Raisa R.
Brooklyn Tech

Shreeya G.
Brooklyn Tech

Ayaan Z.
Brooklyn Tech

Naval Maksud T.
Brooklyn Tech

Sanya K.
Brooklyn Tech

Karthik S.
Brooklyn Tech

Nafesah N.
Brooklyn Tech

Khadija E.
Brooklyn Tech

Tafsin N.
Brooklyn Tech

Joyita S.
Brooklyn Tech

Samar M.
Brooklyn Tech

Tasnim R.
Brooklyn Tech

A.B. Huzrat
Brooklyn Tech

Zaden N.
Brooklyn Tech

Saifan A.
Brooklyn Tech

Shakira S.
Brooklyn Tech

Sabiha U.
Brooklyn Tech

Shamalia N.
Brooklyn Tech

Seph J.
Brooklyn Tech

Muhammad I.
Brooklyn Tech

Arshad M.
Brooklyn Tech

Joya B.
Brooklyn Tech

Sadnan A.
Brooklyn Tech

Zachary S.
QHS @ York

Daiyan M.
QHS @ York

Liana M.
QHS @ York

Shubhaditto R.
QHS @ York

Sophie R.
QHS @ York

Tahniat S.
QHS @ York

Aurora S.
QHS @ York

KT KHAN'S TUTORIAL

Congratulations!

TO OUR ACCEPTED SHSAT STUDENTS

Debesh D.
QHS @ York

Tushti B.
QHS @ York

Debashish D.
QHS @ York

Ramarjun K.
QHS @ York

Ahnaf M.
QHS @ York

Rafan Z.
QHS @ York

Moumita S.
QHS @ York

Moushumi K.
Brooklyn Latin

Adhrisha K.
Brooklyn Latin

Nusrat M.
Brooklyn Latin

Billy B.
Brooklyn Latin

Adyan H.
Brooklyn Latin

Kazi S.
Brooklyn Latin

Sarah A.
Brooklyn Latin

Ahon A.
Brooklyn Latin

Rupkatha C.
Brooklyn Latin

Nubaid A.
Brooklyn Latin

Severin C.
Brooklyn Latin

Ikramul K.
HSMSE

Ema Z.
American Studies

Wael A.
SI Tech

Jenesis P.
LaGuardia

Rinzin T.
LaGuardia

Grade 7
SHSAT

5,002+
Students Accepted Over 30 Years!

SHSAT Group Class
- Saturdays or Sundays
- Fundamentals

Specialized HS Test
- Stuyvesant
- Bronx Science
- Brooklyn Tech

UP TO
$300 OFF
KHAN'S SIGNATURE SHSAT

Visit Any Khan's Location Near You!

Jackson Heights: 37th Ave & 74th St.
Jamaica: Wexford Terr. & 177 St.
Brooklyn: Church & Dahill Rd.
Bronx: Castle Hill & Starling Ave
Digital - Online: Available Everywhere!
Bellerose - Long Island: Hillside Ave. & 258 St.
Astoria: Crescent St. & 30th Ave.
Ozone Park: 101 Ave. & 86th St.
Hillside-Parsons: 161 St. & Hillside Ave.

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

Enroll Now For
FREE Trial Class & Diagnostic Exam!

Scan the QR Code to get started:

Speak to an Education Expert for your Flexible Payment Schedule!

নিউ ইয়র্ক এর স্পেশালাইজড হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায়

খান'স টিউটোরিয়াল এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা ৫,০০০ ছাড়িয়ে গেছে

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গ্রহণযোগ্যতার সাফল্য

পরিচয় ডেস্ক: খান'স টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিউ ইয়র্ক এর স্পেশালাইজড হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৫,০০০ ভর্তি অতিক্রম করেছে । যা নিউ ইয়র্ক সিটির পরিবারের বিশেষ করে অভিবাসী পরিবারের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য খান টিউটোরিয়াল এর তিন দশকের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

এই কৃতিত্ব হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সাফল্যকে প্রতিফলিত করে যারা খান'স টিউটোরিয়ালের কঠোর পাঠ্যক্রম, বিশেষজ্ঞ নির্দেশনা এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে সিটির বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি অর্জন করেছে।

২০২৬ সালের ফলাফল শ্রেষ্ঠত্বের এই উত্তরাধিকারকে তুলে ধরে। স্কোর সংগ্রহের মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, ১২৫ জন শিক্ষার্থী ইতিমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতার রিপোর্ট করেছে, আরও ফলাফল

আসছে। প্রাথমিক সূচকগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই বছরের দলটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে একটি হওয়ার জন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। অসাধারণ কৃতিত্বের মধ্যে, নাভিদ এ. (খানের জ্যাকসন হাইটস) ৬৪৫ অর্জন করেছেন, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্কোর এবং স্টুইভেস্যান্ট হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন, যা স্পেশালাইজড হাইস্কুলের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক। তার কৃতিত্ব ঝঐঝঅঞ যাত্রায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষার্থী এবং পরিবার উভয়ের নিষ্ঠার পাশাপাশি খান টিউটোরিয়ালের শিক্ষকদের শিক্ষামূলক শক্তির প্রতিফলন।

খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন মিসেস নাঈমা খান, এই বছরের প্রাথমিক ফলাফল এবং প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে তার গর্ব ভাগ করে নিয়েছেন: "৩০ বছর ধরে, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারগুলিকে উন্নীত করা। ৫,০০০ ঝঐঝঅঞ গ্রহণযোগ্যতা অতিক্রম করা কেবল খান'স টিউটোরিয়ালের জন্য একটি মাইলফলক নয়, এটি আমাদের ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম, আমাদের পিতামাতার আস্থা এবং আমাদের প্রশিক্ষকদের নিষ্ঠার প্রমাণ। প্রতিটি গ্রহণযোগ্যতা একটি পরিবারের স্বপ্নের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমরা সেই যাত্রার অংশ হতে পেরে সম্মানিত।

খানস টিউটোরিয়াল স্পেশালাইজড হাইস্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবারগুলিকে সহায়তা করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের পণ্ডিতদের প্রস্তুত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

খান'স টিউটোরিয়াল ২০২৬ সালের মার্চ এবং এপ্রিলের শেষের দিকে খান'স সমস্ত স্থানে ২০২৬ ঝঐঝঅঞ অ্যাওয়ার্ডসম্যানিয়া উদযাপনের আয়োজন করবে।

৯ মার্চ খান'স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের এসএইচএসএটি'র ফলাফল তাদের শ্রেষ্ঠত্বের এই উত্তরাধিকারকে আবারও তুলে ধরেছে। স্কোর সংগ্রহের প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ১২৮ জন শিক্ষার্থী গ্রহণযোগ্যতার রিপোর্ট করেছে। আরও ফলাফল আসতে থাকবে। প্রাথমিক সূচকগুলি ইঙ্গিত দেয় যে খান'স টিউটোরিয়ালের এই বছরের দলটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে একটি হওয়ার জন্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।অসাধারণ কৃতিত্বের মধ্যে, নাভিদ এ. (খানস'র জ্যাকসন হাইটস) ৬৪৫ অর্জন করেছেন, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্কোর এবং বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক স্টাইভেস্যান্ট হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তার এই কৃতিত্ব এসএইচএসএটি'র যাত্রায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষার্থী এবং পরিবারের নিষ্ঠার পাশাপাশি খান'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষকদের শিক্ষামূলক শক্তির প্রতিফলন ঘটায়।

খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন মিসেস নাঈমা খান জানান,এই বছরের প্রাথমিক ফলাফল এবং সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সকলেই গর্বেও ভাগীদার।তিনি বলেন, ৩০ বছর ধরে, আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারগুলিকে উন্নত সেবা দিয়ে আসছি। ৫,০০০ এসএইচএসএটি অতিক্রম করা গ্রহণযোগ্যতা কেবল খান'স টিউটোরিয়ালের জন্য একটি মাইলফলক নয়, এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, আমাদের পিতামাতার আস্থা এবং আমাদের প্রশিক্ষকদের নিষ্ঠার প্রমাণ।প্রতিটি গ্রহণযোগ্যতা একটি পরিবারের স্বপ্নের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমরা সেই যাত্রার অংশ হতে পেরে সম্মানিত। তিনি জানান, স্কোর রিপোর্টিং অব্যাহত থাকার সাথে সাথে, খান'স টিউটোরিয়াল আপডেট করা গ্রহণযোগ্যতার সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীদের হাইলাইট প্রকাশ করবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবারগুলিকে সহায়তা করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের স্কলারদের দীর্ঘমেয়াদী একাডেমিক সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে খান'স টিউটোরিয়াল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খান'স টিউটোরিয়াল তাদের সকল শাখায় ২০২৬ সালের এসএইচএসএটি অ্যাওয়ার্ডস ম্যানিয়া উদযাপনের আয়োজন করবে মার্চ এবং এপ্রিলের শেষের দিকে। তবে এর মধ্যে তারা নিম্নলিখিত শিক্ষার্থীদের বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।

স্টাইভেসান্ট হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা: নাভিদ আবরার, জাকারিয়া জব্বার, মারজিয়া জামান, মারিয়া জামান, নিহান কবির, শাহ আয়ান, জোসেলিন ইয়াম, মোমিন আদিব, মাহির হোসেন, দেবপি সরকার, সামিরা হোসেন, সাকিন মুবিন,ববি বোস, তানজিম সামিম, মাহির আজমাইন, মাহির আসমাইন, সোফিয়া ডিভিনা, আপন মন্ডল, শরতের চেন, নিকোল কোওক, মোহাম্মদ মাহির। ব্রক্স সায়েন্স হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা:সাহার শামস,আহিল আবান, ওশফিয়া ইয়াসিরা ,নওয়াল হোসেন ,নওয়াল হোসেন, ডেভিনব্রাভো, নাফচি হাসনাত, উগিয়েন খন্দ্রো, সামিহা হোসেন, ইফতেখার আহমেদ, তোলানি সামফান, নাফিজা হাকিম, সাহিল খান, শাম গোস্বামী ,ইসমাইল খায়ের, দেভান শর্মা, নাতাশা চৌধুরী ,দেবী প্যাটেল, তানজেলিন মানওয়ার, আনিশা ইকরা ,নগাওয়াং লাদন ,শাকিরা সারা ,সত্যম সিকদার ,আমিন আহমেদ, ইভান মাহমুদ, নাহিয়ান তাসিন, মোহাম্মদ রহমান, মনাফ আহমেদ, আজান আলম, নাহিয়ান তাসিন, আনিশা ইশরা। ব্রুকলিন টেক হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা: তেনজিং সুলডো, আকিল আবিন, রিকি বড়ুয়া, সাফাত শাফওয়ান ,সেরেনা কাটায়ামা, শিমন্ত চৌধুরী,সামরিনা খান , শাওয়াইজ সরফরাজ, মুহম্মদ ইব্রাহিম ,তৌসিফ আহমেদ,সাশা রবার্টস, জ্যাকব এডমন্ডস, মাহিদিয়া খান ,আরহাম হোসেন ,তেনজিন খেনরাব, জর্জ ব্লক ,মুহরেজ খান ,রাইসা রহমান ,শ্রীয়া গৌতম ,আয়ান জামান ,নৌ মাকসুদ তারাজ ,সানিয়া কবির ,কার্তিক সুমনম ,নাফেসাহ নোহা , খাদিজা এশরাত ,তাফসিন নূর, জয়িতা সাহা, সমর মুস্তাফা ,তাসনিম রোজা,এ. বি. হুজরাত উল সোহরাডো,জাদেন নাম, সাইফান আবেদীন ,শাকিরা সারা ,সাবিহা উদ্দিন ,শামালিয়া নুরিয়া ,সেফ জোন্স , মুহম্মদ ইব্রাহিম, আরশাদ মাহমুদ, রাইসা রহমান, খাদিজা এশরাব, জয়া বড়ুয়া, সাদনান আরিক। ব্রুকলিন ল্যাটিন হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা: মৌসুমী খান, অধ্রিষা কুমার, নুসরাত মুন,বিলি বনিলা,আদিয়ান হাসান, কাজী সাফওয়ান, সারা আকিনিয়েদে, আহন আরিয়ান, রূপকথা চৌধুরী, নুবাইদ আসাদ, সেভেরিন কুপার-লাকেট।

কুইন্স সায়েন্স এট ইয়র্ক কলেজ হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা: জাচারি শম্ভু, দাইয়ান মোর্শেদ, লিয়ানা মুসাররাত ,শুভদিত্তো রায় ,সোফি রহমান, তাহনিয়াত শাইনা, দেবেশ দেব, তুষ্টি বানিক, দেবাশিস দাস, আহনাফ মোহন, রাফান জামান।

নিউ স্পেশালাইজড হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা: ওয়েল আমারা, এমা জিলকিক, জেনেসিস প্যাটারসন, ইকরামুল কবির, রিনজিন ঠাকুরি।

বেকায়দায় ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে দেখছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ উদ্দেশ্য এরই মধ্যে পূরণ হয়ে গেছে, তবে তার এ বার্তায় দ্ব্যর্থবোধকতা রয়ে গেছে। এমন বক্তব্যে দ্বৈত অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন জ্বালানি বাজার-সংশ্লিষ্টরা।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে গত বুধবার প্রচার ধরনের এক সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধে 'আমরা জিতেছি'। একই স্থানে তিনি হঠাৎ বলে বসেন, 'আমরা (যুদ্ধ থেকে) দ্রুত বেরিয়ে আসতে চাই না। আমরা কী চাই? আমাদের কাজটি শেষ করতে হবে'।

যুদ্ধে সমর্থন কমার বিষয়ে সতর্কবার্তা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উপদেষ্টা ও বিপরীতমুখী আলোচনা সংশ্লিষ্ট অন্য দুজন রয়টার্সকে জানান, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলভুক্ত ও এর বাইরের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও কর্মকর্তারা ট্রাম্পকে তেলের বাজারে অভিঘাত ও ক্রমবর্ধমান জ্বালানি মূল্যের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তারা মনে করছেন, এমন পরিস্থিতি ইরান যুদ্ধের প্রতি আমেরিকানদের সমর্থন কমিয়ে দিতে পারে। সূত্রগুলো বার্তা সংস্থাটিকে আরও জানায়, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে জনসমর্থন কমার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলস ও ডেপুটি চিফ জেমস ব্লেয়ারসহ ট্রাম্পের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা। তারা জয়ের সংজ্ঞার পরিসর সীমিত করার পাশাপাশি অভিযান সংক্ষিপ্ত এবং প্রায় শেষের দিকে– এমন বার্তা দিতে ট্রাম্পকে তাগিদ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে যুদ্ধংদেহী কণ্ঠস্বরগুলো (যাদের মধ্যে রয়েছেন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা লিন্ডসে গ্রাহাম ও টম কটন এবং গণমাধ্যম ভাষ্যকার মার্ক লেভিন) ইরানের ওপর সামরিক চাপ অব্যাহত রাখতে ট্রাম্পকে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো। এ অংশটি মনে করছে, ইরানের হাতে পরমাণু অস্ত্র যাওয়া ঠেকাতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। একই সঙ্গে আমেরিকান সেনা ও জাহাজ চলাচলের ওপর ইরানি হামলার কঠোর জবাব দিতে হবে।

যুদ্ধে ট্রাম্পের অবস্থানে প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া তৃতীয় একটি পক্ষ আছে। তাদের মধ্যে আছেন প্রেসিডেন্টের জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৌশলবিদ স্টিভ ব্যানন ও ডানপন্থী টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব টাকার কার্লসন। এসব ব্যক্তি মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি প্রলম্বিত যুদ্ধে ঢুকে না পড়তে ট্রাম্প ও তার সহযোগীদের জোর তাগিদ দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে তার এক উপদেষ্টা বলেন, সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে– এমনটা ভাবতে যুদ্ধংদেহীদের সুযোগ করে দিতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ দ্রুতই শেষ হয়ে যেতে পারে– এমনটা বাজার-সংশ্লিষ্টদের এবং সংঘাতের পরিসর সীমিত হবে, সেটি সমর্থকদের ভাবাতে চান ট্রাম্প।

কী বলছে হোয়াইট হাউস

ইরান যুদ্ধ জয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে হোয়াইট হাউস ও ট্রাম্প সমর্থকদের পরস্পরবিরোধী অবস্থান বিষয়ে রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট। তিনি বলেন, কাহিনীটি বেনামি সূত্রগুলোর গালগল্প ও জল্পনার ভিত্তিতে তৈরি। এসব লোকজন ট্রাম্পের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি। লেভিটের ভাষ্য, প্রেসিডেন্ট ভালো শ্রোতা হিসেবে পরিচিত, যিনি অনেকের মতামত নেন, তবে দিন শেষে সবাই এটা জানেন যে, তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তপ্রণেতা। প্রেসিডেন্টের গোটা টিমের লক্ষ্য 'অপারেশন এপিক ফিউরি'র লক্ষ্যগুলো সম্পূর্ণভাবে অর্জন। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট হিসেবে অন্য যেসব লোকজনের নাম এসেছে, তারা রয়টার্সের করা প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেননি।

প্রস্থানের পথ তালাশ

যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে নেওয়া ট্রাম্প এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সামান্য। প্রকাশ্য বিবৃতিতে তার প্রশাসন যা বলেছে, তাতে পরস্পরবিরোধিতা আছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একবার বলা হয়েছে যুদ্ধের লক্ষ্য ইরানের আসন্ন আক্রমণ ঠেকানো। অন্যান্যবার ইরানের পরমাণু কর্মসূচি গুঁড়িয়ে দেওয়া কিংবা নতুন সরকার বসানোর লক্ষ্যের কথা জানানো হয়েছে। অজনপ্রিয় এ সংঘাত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা ট্রাম্পও পরস্পরবিরোধী বয়ান দিয়ে যাচ্ছেন, যা একদিকে জটিল পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে বলে মনে করছেন কিছু সমালোচক।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সর্বনাশা আক্রমণের মুখেও অনড় অবস্থানে আছে ইরান।

যুদ্ধ শুরুর আগে শীর্ষ রাজনৈতিক সহযোগী ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা অর্থনীতিতে সম্ভাব্য অভিঘাতের বিষয়ে ট্রাম্পকে সতর্ক করেছিলেন। যদিও মোটাদাগে সেগুলো উপেক্ষা করেছেন প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধে নামার পর পরিস্থিতি আঁচ করতে পারা ট্রাম্প জনগণকে শান্ত করতে যুদ্ধের প্রভাব স্বল্পমেয়াদি বলতে চাইছেন। প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলতে চাইছেন, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি বেশিদিন থাকবে না।

কিছু সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, ট্রাম্পের শীর্ষ কয়েকজন সহযোগী তাকে সংঘাত সমাপ্তির লক্ষ্যে কাজের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে করে তিনি অন্তত সামরিক দিক দিয়ে বিজয় দাবি করতে পারেন। ইরানের নেতৃত্বের সিংহভাগ জীবিত এবং পরমাণু কর্মসূচির অবশিষ্টাংশ অক্ষত থাকার পরও এমন ব্যবস্থা নিতে প্রেসিডেন্টকে বলছেন তার ঘরের লোকজন।

অনিশ্চিত গন্তব্য

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একের পর এক হামলায় ইরানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জেষ্ঠ নেতা নিহত হয়েছেন। দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছেন দুই হাজারের মতো মানুষ। এসব হামলায় ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি নৌবাহিনী মারাত্মকভাবে ভুক্তভোগী হয়েছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে থাকা প্রক্সিগুলোকে সহায়তার সক্ষমতাও কমেছে ইরানের, তবে মিত্র দুই দেশের এমন সামরিক অর্জনকে খর্ব করে দিয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলগুলোর তেলের ট্যাংকার ও পরিবহন স্থাপনায় ইরানের বর্ধিত আক্রমণ। এর ফলে বেড়েছে তেলের দাম।

ট্রাম্প বলেছেন, সামরিক অভিযান শেষের বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রেসিডেন্ট ও তার সহকারীদের ভাষ্য, চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধে ফল অর্জনের যে লক্ষ্য ট্রাম্প শুরুতে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা থেকে তারা অনেক এগিয়ে গেছেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো এরই মধ্যে অর্ধডজনের বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধ। তাই অসম এ সমরের ফল নিয়ে পূর্বাভাস কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, নিজেদের জায়গা থেকে ইরানের শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রকরা জয়ের দাবি করবেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের ক্ষতির মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতার জানান দিয়েছে তেহরান।

ইরানে কঠোর আঘাতের ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

ইরান যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, "আমরা জিতেছি, কিন্তু কাজ শেষ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে। জবাবে ইসরায়েলে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন ঘাঁটি ও স্থাপনায় পাল্টা হামলা চালাতে থাকে ইরান।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

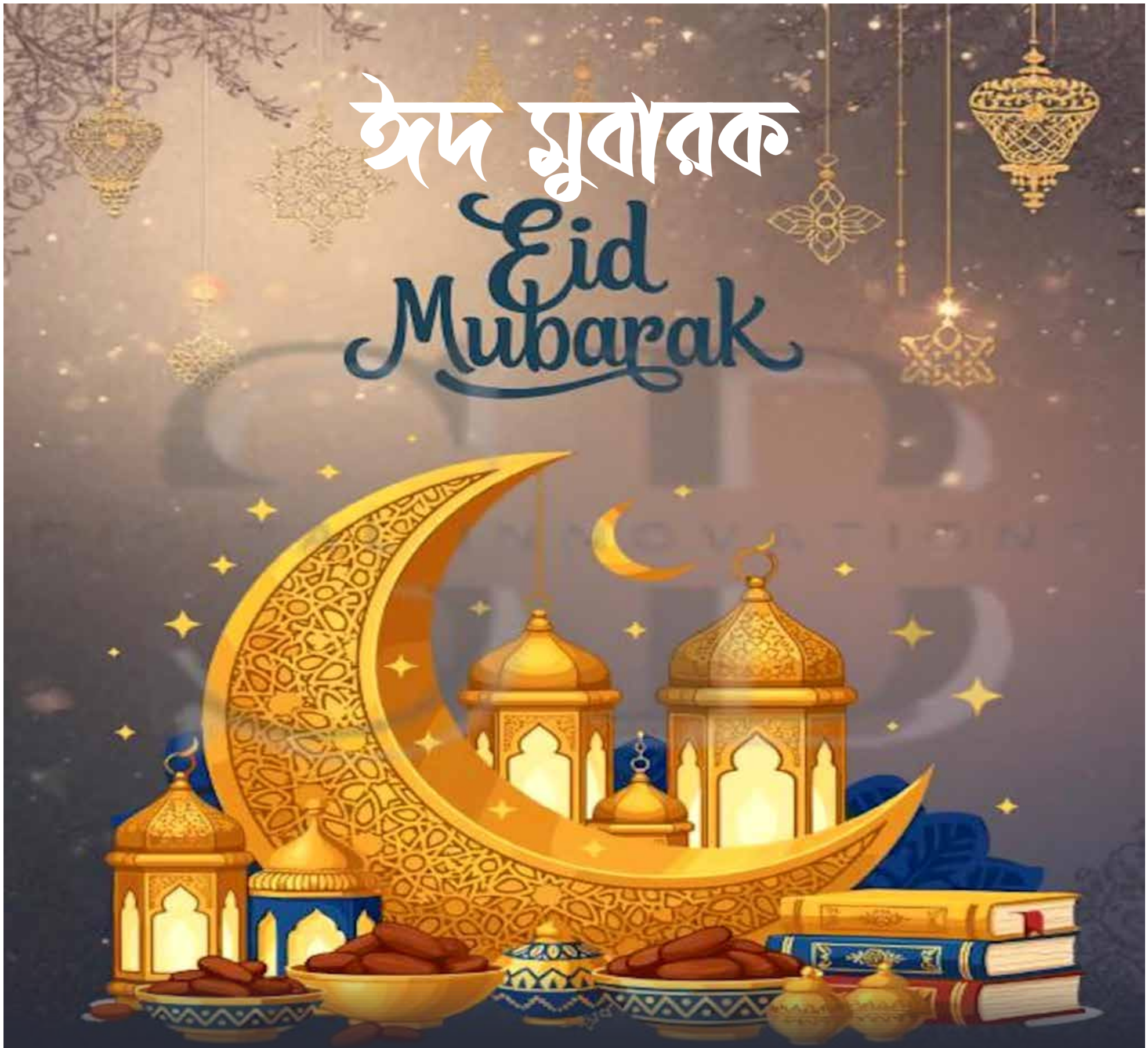

মীনা ফারাহ | ফরহাদ রেজা
বাংলাদেশ প্লাজা
জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক

রপ্তানি হ্রাস ও আমদানি বেড়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তনের কারণেই মূলত এই ঘাটতি বাড়ছে। আমদানি বাড়া ও রপ্তানি কমার কারণে মূলত বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে, বলেন তিনি।

রেমিট্যান্সে ভর করে কমেছে চলতি হিসাবে ঘাটতি

বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও আলোচ্য সময়ে দেশের চলতি হিসাবের (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) ঘাটতি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে চলতি হিসাবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩৮১ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১.৩৫ বিলিয়ন ডলার।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ার কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি আগের চেয়ে কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, জুলাই-জানুয়ারি সময়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯.৪৩ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময় এর পরিমাণ ছিল ১৫.৯৬ বিলিয়ন ডলার।

জাহিদ হোসেন বলেন, বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ার পরেও শক্তিশালি রেমিট্যান্স প্রবাহ চলতি হিসাবের ঘাটতি কমিয়ে এনেছে।

চলতি হিসাব বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হলো একটি দেশের ব্যালান্স অভ পেমেন্টের (বিওপি) অন্যতম প্রধান উপাদান। পণ্য ও সেবার নিট বাণিজ্য, বিদেশ থেকে আসা আয় ও রেমিট্যান্সের মতো চলতি হস্তান্তর এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেন, শক্তিশালী রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রায়ই চলতি হিসাবকে সুরক্ষা দেয়। তবে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি এই ভারসাম্যকে আরও নেতিবাচক অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে বাংলাদেশের আর্থিক হিসাবে ২ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত রেকর্ড করা হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৩১ মিলিয়ন ডলার।

অর্থনীতিবিদরা এই উন্নতির জন্য মূলত ট্রেড ক্রেডিট পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং বিদেশি সহায়তার নিট প্রবাহ বৃদ্ধিকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ছাড় অনেকটা কমার পরও আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত বেড়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ট্রেড ক্রেডিডে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ট্রেড ক্রেডিটে ১.০৫ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত ছিল, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে ১.২৯ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি ছিল।

ট্রেড ক্রেডিট হচ্ছে পণ্য বা পরিষেবা যা এখনই গ্রহণ করা হলেও মূল্য পরে পরিশোধ করা হয়। একে ব্যালান্স অভ পেমেন্টের (বিওপি) স্বল্পমেয়াদি মূলধন প্রবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এটি সরাসরি পণ্য আমদানির সঙ্গে অর্থায়নের সম্পর্ক স্থাপন করে।

সার্বিক ভারসাম্যে উন্নতি

আলোচ্য সময়ে দেশের সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্যেও উন্নতি হয়েছে করা গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশের সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্যে ২.২৮ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে, যেখানে গত বছরের একই সময়ে ১.২২ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি ছিল।

জাহিদ হোসেন বলেন, প্রথম সাত মাসে সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্য স্বস্তিদায়ক অবস্থায় রয়েছে। রপ্তানি কমা ও আমদানি বাড়ার পরও রেমিট্যান্স প্রবাহ শক্তিশালী থাকায় গত বছরের তুলনায় চলতি হিসাবের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

তবে চলমান ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের খাতে প্রভাব ফেলতে শুরু করতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর ইতিমধ্যেই চাপের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ডলারের দাম ৭০ পয়সার বেশি বেড়ে ১২৩ টাকায় ঠেকেছে, যা আগের সপ্তাহে ছিল ১২২.৩০ টাকা। জাহিদ হোসেন আরও বলেন, চলমান যুদ্ধের প্রভাব মার্চ মাস থেকে দৃশ্যমান হতে পারে, যার ফলে আগামী দিনগুলোতে লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এটি বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে।

যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘস্থায়ী সংকটে রূপ নিয়েছে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ঢাকা বিকল্প উৎসের সন্ধান করছে। সম্প্রতি ভারত ও চীনের কাছে ডিজেল আমদানির অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) চীনের 'ইউনিপেক' থেকে ডিজেলের তিনটি কার্গো পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। এছাড়া, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানিয়েছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশেষ ছাড় (ওয়েইভার) চাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ রেখে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের চেষ্টা করছে সরকার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান সতর্ক করেছেন, যুদ্ধের কারণে প্রবাসী শ্রমিকরা কর্মসংস্থান হারালে রেমিট্যান্স কমে গিয়ে অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার পুনরায় কমতে শুরু করেছে (প্রতি ডলার ১২৩ টাকা), যা আমদানি করা পণ্য ও কাঁচামালের দাম আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ জিয়া হাসান মনে করেন, মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের উপরে থাকায় সুদের হার কমানোর সুযোগ নেই। তার মতে, মুদ্রানীতি শিথিল করলে মুদ্রার বিনিময় হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে। বিশ্ববাজারে অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলাদেশের সামনে উচ্চ আমদানিব্যয় ও ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো কঠিন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে।

ডিজেল সরবরাহে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের সরিয়ে নেয়া কিংবা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে ভারত কি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যেমন বাংলাদেশ বা নেপালের কাছ থেকে কোনো অনুরোধ পেয়েছে?

এর জবাবে মুখপাত্র বলেন, আপনারা জানেন, ভারত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের একটি প্রধান রফতানিকারক দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ডিজেল সরবরাহের একটি অনুরোধ পেয়েছি, যা বর্তমানে পর্যালোচনাধীন। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে 'জনকেন্দ্রিক' এবং 'উন্নয়নমুখী' দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ২০০৭ সাল থেকে নুমালিগড় রিফাইনারি থেকে জলপথ, রেলপথসহ বিভিন্ন উপায়ে এবং পরবর্তীতে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইনের আওতায় ডিজেল সরবরাহ করে আসছি। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হাই-স্পিড ডিজেল সরবরাহের জন্য ২০১৭ সালের অক্টোবরে নুমালিগড় রিফাইনারি এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মধ্যে একটি বিক্রয়-ক্রয় চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

তিনি জানান, ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ডিজেল রফতানি অব্যাহত থাকলেও তাদের অনুরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ভারত নিজের পরিশোধন সক্ষমতা, নিজস্ব চাহিদা এবং ডিজেলের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নেবে।

জয়সওয়াল আরো বলেন, আমরা শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপসহ কয়েকটি দেশের কাছ থেকে একই ধরনের অনুরোধ পেয়েছি এবং আমাদের নিজেদের জ্বালানি চাহিদা ও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে সেগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ঈদ উৎসবে আকর্ষণীয় ডিজাইনে রকমারী পাঞ্জাবীর সমাহার

For order Kazi Kamrul Hasan

please call this number 6313036333 Or text me on Fb page https://www.facebook.com/share/1ELmqotQ4v/?mibextid=wwXIfr

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-305-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

সবার মনোযোগ তেলে, মধ্যপ্রাচ্যের

৪৮ পৃষ্ঠার পর

থাকায় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের মাঝে হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম। তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, তেলের চেয়ে বড় বিপদ পানি সংকটই হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের পানিকে 'কৌশলগত পণ্য' হিসেবে দেখে সিআইএ। এই অঞ্চলে তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস নয়, বরং পানীয় জলই হলো প্রধান বিষয়। এ অঞ্চলে পানি শব্দটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গুরুত্ব অনেক। সামরিক সংঘাত বাড়তে থাকলে পানি ভূ-রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করতে পারে।

পারস্য উপসাগরের দেশগুলোর কাছে রয়েছে প্রচুর তেল ও গ্যাস কিন্তু পানি তাদের কাছে সীমিত। ১৯৭০-এর দশক থেকে তেলের অর্থ ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা হয় এবং বসানো হয় 'ডিসেলিনেশন প্লান্ট'। এই অঞ্চলে প্রায় ৪৫০টি ডিসেলিনেশন বা পানি শোধনাগার রয়েছে। বাসিন্দারা যাতে পানির অভাবে না ভোগে তাই এই ব্যবস্থা।

যুদ্ধে পানি শোধনাগারগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধিকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলবে। এই কেন্দ্রগুলো এসব দেশের মিঠাপানির প্রধান উৎস।

ডিসেলিনেশনে সাধারণত দুটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ডিসেলিনেশন প্ল্যান্ট মূলত সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে সুপেয় পানিতে রূপান্তরিত করে। এই পানি শুধু পানের জন্য নয়, সেচ ও শিল্প কারখানায়ও ব্যবহার করা হয়।

তাপীয় পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দপ্তরের মতে, পানিকে উত্তপ্ত করা হয় যাতে তা বাষ্পে পরিণত হয়। উত্তাপের কারণে লবণ, শৈবাল ও অন্যান্য অপদ্রব্য নিচে জমা হয়। পরে সেই বাষ্পকে পুনরায় তরল করা হয় এবং ব্যবহারযোগ্য পানি তৈরি হয়।

মেমব্রেন-ভিত্তিক পদ্ধতি

এতে বিশেষ ধরনের অর্ধভেদ্য ছাঁকনি ব্যবহার করা হয়। পানি ছাঁকনির মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু লবণ ও কঠিন অপদ্রব্য আটকে থাকে। মেমব্রেন-ভিত্তিক ডিসেলিনেশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের দেশগুলো সাধারণত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কারণ এটি জ্বালানি সাশ্রয়ী।

এই প্লান্ট সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তর করে। এ জন্য এই পানিশূন্য অঞ্চলে সবুজ গলফ কোর্স, বড় ওয়াটার পার্ক এবং স্কি স্লোপ আছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি তাদের একটি বড় দুর্বলতাও। চার দশক পেরিয়ে গেছে। তবে এখনো সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তর করা এখনো সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এই প্লান্টগুলোর দুর্বলতা এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে প্রয়োজনীয় তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

মার্কিন সিআইএ কয়েক দশক ধরে নীতিনির্ধারকদের সতর্ক করে আসছে, এই প্লান্টগুলোর ওপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে একটি গোপন মূল্যায়নে সিআইএ উল্লেখ করেছে, 'কিছু দেশের শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা জাতীয় কল্যাণের জন্য তেলের চেয়ে জলকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।'

উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার দেশগুলোতে প্রায় ১০ কোটি মানুষ বাস করেন।সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান। এই দেশগুলো এখন ইরানের আক্রমণের মুখোমুখি। কুয়েত, কাতার এবং ইউএই প্রায় পুরোপুরি ডিসেলিনেশন প্লান্টের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে দুবাইয়ের মতো মহানগরগুলোর জন্য। সৌদি আরবও, বিশেষ করে রাজধানী রিয়াদ, এই প্লান্টগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায়, ডিসেলিনেশন প্লান্টগুলো সুরক্ষিত। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সময় জেনেভা কনভেনশন কতটা কার্যকর তা প্রায়ই সীমিত হয়। সম্প্রতি ইরান ইউএই-এর ফুজাইরাহতে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম ডিসেলিনেশন প্লান্টগুলোর একটি চালু রাখে। কুয়েতে, ড্রোন আক্রমণের কারণে একটি প্লান্টে আগুন লেগেছে।

ইরান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে বিশেষজ্ঞদের সতর্কতার বিষয়ে। তারা বলছেন, যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে অঞ্চলে লক্ষ্য হতে পারে 'ডিসেলিনেশন প্ল্যান্ট', যেখানে সমুদ্রের লবণ ফিল্টার করে পানীয় জল তৈরি করা হয়। যদি এই প্লান্টগুলোতে হামলা, সাইবার আক্রমণ বা জল দূষণ ঘটে, তা শুধু বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং তা মানবিক সংকট তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা হুমকিতে পড়তে পারে।

জিসিসি দেশগুলো (সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান) বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ ডিসেলিনেটেড পানি উৎপাদন করে এবং এই অঞ্চলে ৪০০টির বেশি ডিসেলিনেশন প্লান্ট কাজ করে। কুয়েতের প্রায় ৯০ শতাংশ, ওমানের ৮৬ শতাংশ এবং সৌদি আরবের ৭০ শতাংশ পানীয় জল এই প্লান্ট থেকে আসে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রচণ্ড গরম, কম বৃষ্টিপাত, খনিজ পানির অভাব, তাই এই ব্যবস্থা ছাড়া শহর চালানো সম্ভব নয়। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার পরপরই ইরানের পরিবেশ সংস্থা এবং ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তেহরানের বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিল। তারা সতর্ক করেছিলেন, শহরের চারপাশে পাঁচটি জীবাশ্ম জ্বালানি স্থাপনায় বিমান হামলার ফলে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত রাসায়নিক এসিড বৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং ত্বক ও ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে।

এরপর সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান, টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস বলেন, 'ইরানের পেট্রোলিয়াম সুবিধাগুলোর ক্ষতি খাদ্য, পানি এবং বায়ু দূষিত করার ঝুঁকি তৈরি করে। এই ঝুঁকি বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর মারাত্মক স্বাস্থ্যগত প্রভাব ফেলতে।'

ইরানের উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী আলী জাফরিয়ান আলজাজিরাকে বলেছেন, বিস্ফোরণের ফলে তেহরানের চারপাশের মাটি এবং জল সরবরাহ ইতিমধ্যেই দূষিত হতে শুরু করেছে।

ইরানের তেহরানে জ্বালানি তেলের গুদামে হামলার ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও ধোঁয়া থেকে অদ্ভুত 'কালো বৃষ্টি' হয়েছে। এই বিষাক্ত বৃষ্টিতে তেল ও ছাইয়ের মিশ্রণ থাকায় তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বলে সতর্ক করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিজ্ঞানী ড. অক্ষয় দেওরাসের মতে, বোমা হামলার পরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তেহরানে যে কালো বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তা ছিল বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কালি এবং সূক্ষ্ম কণার মিশ্রণ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাসিন্দা সোফিয়া জানান, পানির ট্যাপ কখন খালি হয়ে যাবে এ ভয়ে তিনি রাতে ঘুমাতে পারেন না। সোফি জানান, আমরা মরুভূমির মধ্যে বাস করি। তেল বা গ্যাস অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলেও, পানি আমাদের বেঁচে থাকার মূল ভিত্তি।' ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্বেগও বেড়েছে।

সোফিয়া বলেন, 'যদি আমি শত্রুপক্ষের স্থানে থাকতাম আমি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলোকে লক্ষ্য করতাম। কখনো ভাবিনি পানীয় জল না পাওয়ার আশঙ্কায় পড়তে পারি।' তিনি একা নন। পুরো অঞ্চলে উদ্বেগ বেড়েছে এই ভেবে যে, পানি সরবরাহ যুদ্ধের লক্ষ্য হতে পারে।

সম্প্রতি খবর এসেছে, বাহরাইনের একটি ডিসেলিনেশন প্লান্টে ড্রোন হামলা হয়েছে, যদিও সরবরাহ প্রভাবিত হয়নি। এর আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি অভিযোগ করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র কেশম দ্বীপের ডিসেলিনেশন প্লান্টে আঘাত হেনেছে, যার কারণে ৩০টি গ্রাম পানি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কাতারের প্রধানমন্ত্রী আগেই সতর্ক করেছিলেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর হামলা পুরো অঞ্চলের জল দূষিত করতে পারে এবং কাতার, ইউএই ও কুয়েতের মানুষদের জীবন বিপন্ন করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কাতারের পানীয় জল শেষ হয়ে যেতে পারে মাত্র তিন দিনের মধ্যে। তাই জরুরি পানি সংরক্ষণের জন্য ১৫টি বিশাল জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, তেলের মতো, পণ্যের মতো পানি সহজে বিকল্প করা যায় না। পানি সরবরাহ ব্যাহত হলে তা জাতীয় নিরাপত্তার বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে, ডিসেলিনেশন প্লান্টে আক্রমণ বা ধ্বংস ঘটলে শহরের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

গবেষক লো বলেন, 'এই দেশগুলো সমুদ্রের জল থেকে তৈরি কৃত্রিম পানির উৎপাদনে বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত।' ডিসেলিনেশন এই অঞ্চলের জন্য একদিকে চমক, অন্যদিকে দুর্বলতা।

ব্র্যান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাদার হাবিবি বলেন, 'এই প্লান্টগুলোর নিরাপত্তার ওপর এই অঞ্চলের অর্থনীতি এবং সংক্ষিপ্তমেয়াদি জনগণের বেঁচে থাকার ক্ষমতা নির্ভরশীল।' কৌশল ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণা কেন্দ্র সিএসআইএস-এর পানি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ডেভিড মিশেল বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলা আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী।

তিনি আরো বলেন, ডিসেলিনেশন প্লান্টে আক্রমণ চালানো হলে তা উদ্বেগজনক উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।'

বর্তমান যুদ্ধ এখনো উদ্বেগের বিষয় হলেও গবেষক লো মনে করেন, ভবিষ্যতের বড় ঝুঁকি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এটি শুধু ঘনঘন ও তীব্র ঝড় বা অন্যান্য চরম আবহাওয়ার কারণে উদ্ভিদের ক্ষতি নয়, বরং জ্বালানি ব্যবহার করে পানি উৎপাদন জলবায়ু সংকট বাড়িয়ে জলের ঘাটতি আরো তীব্র করবে। লো বলেন, 'ডিসেলিনেশন ছিল বিংশ শতাব্দীর একটি বড় অর্জন, তবে এটি একবিংশ শতাব্দীর সম্ভাব্য জলবায়ু সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।' ইরান যুদ্ধে যদি ডিসেলিনেশন প্লান্টগুলোকে লক্ষ্য করা হয় বা হুমকি দেওয়া হয়, তাহলে আরব দেশগুলোকে পানি নিরাপত্তাকে জাতীয় বেঁচে থাকার সমস্যা হিসেবে মোকাবিলা করতে হবে। এটি তাদের সরাসরি সংঘর্ষে যুক্ত করতে বা প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করবে।

মধ্যপ্রাচ্যের পরবর্তী যুদ্ধের ধারা তেলের কারণে নয়, বরং পানীয় জলের নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করবে। যারা এই অঞ্চলের পানির সরবরাহকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করার সাহস দেখাবে, তারাই সবচেয়ে বড় ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

মুসলিমবিদ্বেষ শনাক্তে যুক্তরাজ্যের

১২ পৃষ্ঠার পর

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উগ্রবাদ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা যেন বন্ধ না হয় এবং মুসলিমবিদ্বেষও যেন ঠিকভাবে দমন করা যায় এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা নিয়ে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জটিলতা ছিল। নতুন এই সংজ্ঞা পুরনো জট খুলে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা আনার একটি বড় প্রচেষ্টা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায়, ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এক বছরে মুসলিমদের লক্ষ্য করে প্রায় চার হাজার পাঁচশতটি অপরাধ ঘটেছে। ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের প্রায় অর্ধেকই ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ঘটে। এমনকি ভুলবশত কাউকে মুসলিম মনে করে তাকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

নতুন এই সংজ্ঞাটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়।

তবে এতে যেসব অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেমন সহিংসতা, ভাঙচুর, হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং মুসলিম বা মুসলিম বলে ধারণা করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক বা অবমাননাকর মিথ্যা প্রচার।

সরকার বলেছেন,'ভয়ভীতি আর বিভেদ ছড়ানোর মতো শত্রুতামূলক আচরণ বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ। তবে এতে কারো বাকস্বাধীনতার অধিকারে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ন্যায়সঙ্গত বা আইনানুগ সমালোচনা করার অধিকার আগের মতোই সুরক্ষিত থাকবে।

বিরোধীদলের আইনপ্রণেতারা আশঙ্কা করে বলেছেন, এই সংজ্ঞার কারণে ধর্ম নিয়ে যৌক্তিক সমালোচনা করার সুযোগ কমে যেতে পারে। এটি পরোক্ষভাবে একটি ধর্ম অবমাননা আইনে পরিণত হতে পারে।

মুসলিম, ইহুদি এবং মানবতাবাদী সংগঠনগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে বলে জানান। তারা বলেন, এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেকোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরো সুসংগতভাবে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করবে। তবে এটি সতর্কতার সঙ্গে এবং বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করে কার্যকর করতে হবে।

প্রতিবেশী দেশগুলোকে 'টার্গেট'

১২ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। তবে আমরা ইরানের ভাইদের প্রতি অনুরোধ করছি যাতে তারা প্রতিবেশী দেশগুলোকে লক্ষ্য না করে।' এই গোষ্ঠী যুদ্ধের প্রথম দিন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনীর হত্যাকে 'নৃশংস অপরাধ' হিসেবে নিন্দা জানিয়েছিল এবং খামেনির হামাসের প্রতি সমর্থন কথা স্বীকার করেছিল। হামাস বলেছিল, 'তিনি আমাদের জনগণ, আমাদের আন্দোলন এবং আমাদের প্রতিরোধকে সকল ধরনের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন।' সূত্র : আলঅ্যারাবিয়া।

যুদ্ধবাজ নেতাদের পাপ স্বীকারের

১২ পৃষ্ঠার পর

ন্যায়যুদ্ধে নৈতিক মানদণ্ড পূরণ করে না। এ ছাড়া শিকাগোর কার্ডিনাল ব্লেস কাপিচ হোয়াইট হাউসের এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের তীব্র নিন্দা করে একে 'ঘৃণ্য' বলে মন্তব্য করেছেন, যেখানে যুদ্ধের ফুটেজকে অ্যাকশন সিনেমার মতো উপস্থাপন করা হয়েছিল।

পোপের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এলো, যখন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সামরিক অভিযানকে 'ঈশ্বরের সমর্থনপুষ্ট' বলে দাবি করছেন এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে খ্রিষ্টান নেতাদের প্রার্থনা করার দৃশ্য সামনে এসেছে।

ভ্যাটিকান নীতি অনুযায়ী, পোপ সাধারণত সরাসরি কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন না, তবে তার আজকের এই নীতিনির্ধারণী বার্তা যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে খ্রিষ্টান বিশ্বে চলমান বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সূত্র: সিএনএন

পুতিন ইরানকে 'কিছুটা' সহায়তা

৬ পৃষ্ঠার পর

ইউক্রেনকে সাহায্য করছি, তাই না?' এরপর তিনি নিজেই যোগ করেন, 'হ্যাঁ, আমরা তাদেরও (ইউক্রেন) সাহায্য করছি।'

ট্রাম্প মত দেন, এই ধরনের সহায়তা নিয়ে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অভিযোগ প্রায়ই দেখা যায়। তিনি বলেন, "পুতিন এমনটা বলতে পারেন, আর চীনও একই কথা বলতে পারেড়তারা বলে, 'ওরা করে, আমরাও করি'।"

এই মন্তব্যের এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে একই ধরনের প্রশ্নের জবাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তখন ফক্স নিউজের প্রতিবেদক পিটার ডুসি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনড়রাশিয়া ইরানকে সহায়তা করছেড়এমন প্রতিবেদনের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া কী?

গত সোমবার ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে ফোনে কথা হয়। ওই আলাপের প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মঙ্গলবার সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'রাশিয়ানরা বলেছে তারা ইরানের সঙ্গে কোনো গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করছে না। তাই আমরা আপাতত তাদের কথাই বিশ্বাস করতে পারি। আশা করি তারা সত্যিই তা করছে না।'

যুদ্ধে ১ম ৬ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্রে ব্যয় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, প্রকৃত খরচ অনেক বেশি

৬ পৃষ্ঠার পর

তবে অভিযানের ব্যয়ের বিষয়ে পেন্টাগন আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

নিউইয়র্ক টাইমস প্রথম এ তথ্য প্রকাশ করে। পরে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও গার্ডিয়ানও তা নিশ্চিত করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আকস্মিক সিদ্ধান্তে ইরানের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া এই যুদ্ধের ব্যাপ্তি ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাসমাবেশ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেস যখন বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে, তখন পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এই হিসাবটি সামনে এল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিযানের শুরুর দিকের হামলায় অত্যন্ত আধুনিক ও ব্যয়বহুল 'প্রিসিশন-গাইডেড' অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'এজিএম-১৫৪ জয়েন্ট স্ট্যান্ডঅফ উইপন' নামক একটি গ্লাইড বোমা, যার প্রতিটি ইউনিটের দাম ৫ লাখ ৭৮ হাজার থেকে ৮ লাখ ৩৬ হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে। প্রায় দুই দশক আগে মার্কিন নৌবাহিনী এই ধরনের তিন হাজার গোলাবারুদ কিনেছিল।

অভিযান যত গড়াচ্ছে, পেন্টাগন তত সাশ্রয়ী গোলাবারুদ ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। এখন 'জয়েন্ট ডিরেক্ট অ্যাটাক মিউনিশন' বা জেডিএএম বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বোমার সবচেয়ে ছোট ওয়ারহেডের দাম মাত্র এক হাজার ডলার। তবে সাধারণ বোমাকে নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত হানার উপযোগী অস্ত্রে রূপান্তর করতে যে গাইডেন্স কিট ব্যবহৃত হয়, তার দাম প্রায় ৩৮ হাজার ডলার।

অত্যাধুনিক অস্ত্রের মজুত দ্রুত ফুরিয়ে আসায় সামরিক সক্ষমতা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পেন্টাগনকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের কাছে অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা বাজেটের আবেদন করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

তবে ট্রাম্প প্রশাসন এখন পর্যন্ত ইরান যুদ্ধ কত দিন চালাবে বা এর চূড়ান্ত লক্ষ্য কী সে বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানায়নি। ফলে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানড়উভয় দলের আইনপ্রণেতারা নতুন করে বড় কোনো তহবিলের অনুমোদন দেওয়ার বিষয়ে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠছেন। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এমন কোনো প্যাকেজ অনুমোদন করলে তা সীমাহীন ব্যয়ের দিকে গড়াতে পারে।

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য, অশনিসংকেত বিশ্ব

৫ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসে এক দিনে এত বড় 'নিরেট মূল্যবৃদ্ধি' আর কখনো ঘটেনি। ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার্স ১৩.০২ ডলার বেড়ে ১০৫.৭১ ডলারে স্থির হলেও দিনের শুরুতে তা ১১৯.৫০ ডলারে পৌঁছেছিল। অন্যদিকে, মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) এক পর্যায়ে ১১৯.৪৮ ডলারে গিয়ে ঠেকেছিল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তেলের দাম বাড়তে শুরু করলেও গত এক সপ্তাহে ব্রেন্ট ২৮ শতাংশ এবং ডব্লিউটিআই ৩৬ শতাংশ বাড়ার পর সোমবারের এই প্রলয়ঙ্করী উল্লম্ফন বিশ্ব অর্থনীতিকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই অস্থিরতার নেপথ্যে রয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এক গভীর যৌথ রণকৌশল। তাদের মূল লক্ষ্য হলো 'ইরানভীতি'কে পুঁজি করে আরব দেশগুলোকে সরাসরি তেহরানের বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন সামরিক ফ্রন্টে দাঁড় করানো। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরব দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে, যাতে পাল্টা জবাবে ইরান ওই দেশগুলোর জ্বালানি ও পানি অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করে। এতে করে আরব রাষ্ট্রগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইসরায়েলের নিরাপত্তা বলয়ের অংশ হতে বাধ্য হয়। মূলত আব্রাহাম অ্যাকর্ডসকে সামরিক রূপ দেওয়া এবং ফিলিস্তিন ইস্যুকে আড়াল করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব খর্ব করার মাধ্যমে ইসরায়েলি আধিপত্য ও মার্কিন পেট্রোডলারের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করাই এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য। বাহরাইনের প্রধান তেল শোধনাগারে ইরানের ড্রোন হামলা এবং বিপরীতে ইরানি তেল স্থাপনায় ইসরায়েলি হামলায় ওয়াশিংটন ওপরতলায় 'বিরক্তি' প্রকাশ করলেও, একে আরব দেশগুলোকে যুদ্ধে জড়ানোর সুপরিকল্পিত ছক হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে ইরানের নতুন নেতৃত্বের অধীনে প্রতিবেশী দেশগুলোর মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সংলগ্ন তেল শোধনাগার, পাইপলাইন ও এলএনজি অবকাঠামোকে সরাসরি লক্ষ্যবস্তু করায় সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। সস্তা ড্রোনের নিখুঁত নিশানায় বিলিয়ন ডলারের রাডার ও শোধনাগার অকেজো হওয়ায় সমরবিদ্যার পাশাপাশি যুদ্ধের অর্থনৈতিক ব্যাকরণও বদলে গেছে।

বিশ্বের মোট জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং দৈনিক ২ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল ও এলএনজি সরবরাহকারী হরমুজ প্রণালী বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে কার্যত অবরুদ্ধ। ওমান ও ইরানের মধ্যবর্তী এই সরু নৌপথটির সংকীর্ণতম অংশ মাত্র ২১ মাইল প্রশস্ত হওয়ায় এটি সামরিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল।

ইরানের হামলার হুমকির মুখে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইরাকের মতো বড় উৎপাদকদের তেল উৎপাদন ইতোমধ্যে ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে মাত্র ১.৩ মিলিয়ন ব্যারেলে নেমে এসেছে। মেরিন ট্রাফিক প্ল্যাটফর্মের শিপ-ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, বর্তমানে অন্তত ২০০টি বিশালাকার ট্যাঙ্কার ও কার্গো জাহাজ প্রণালীর বাইরে আটকা পড়ে আছে। বিমা প্রিমিয়াম বহুগুণ বাড়লেও নাবিকদের নিরাপত্তার অভাবে সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। ওপেকের প্রধান দেশগুলোর এশীয় বাজারে তেল রপ্তানির এই একমাত্র ধমনীটি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বজুড়ে দীর্ঘমেয়াদি মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দার চরম ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ইরাক ছাড়াও কুয়েত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন উৎপাদন কমিয়ে 'ফোর্স মজিউর' ঘোষণা করেছে। কাতার তাদের এলএনজি অবকাঠামোতে হামলার পর উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি সৌদি আরামকো তাদের রপ্তানি রুট রুদ্ধ হওয়ায় বিরল টেন্ডারের মাধ্যমে ৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ তেল শিল্প এলাকায় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

জ্বালানি অবকাঠামোর পাশাপাশি সুপেয় পানির উৎসগুলোকে যুদ্ধের টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ মানবিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। মরুভূমি প্রধান মধ্যপ্রাচ্যে পানির প্রধান উৎস হলো বিশাল সমুদ্র উপকূলীয় ডেসালিনেশন প্ল্যান্ট, যা এখন সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তু। এই প্ল্যান্টগুলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় শোধনাগারে হামলার প্রভাবে অনেক জায়গায় পানি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ সুপেয় পানির তীব্র সংকটে পড়েছে। পানির এই হাহাকার কেবল তৃষ্ণা নয়, বরং কৃষি উৎপাদন ও কলকারখানা সচল রাখাও অসম্ভব করে তুলছে, যা খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে অর্থনৈতিক ধসকে ত্বরান্বিত করছে। এই 'পানি যুদ্ধ' বা ওয়াটার পলিটিক্স শেষ পর্যন্ত গণ-উদ্বাস্তু সমস্যা এবং মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে। এই চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যেই তেহরান থেকে আসা রাজনৈতিক খবরটি যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিহত আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে তার ছেলে মোজতবা খামেনিকে ইরানের নতুন 'সর্বোচ্চ নেতা' নির্বাচিত করার মাধ্যমে ইরান বার্তা দিয়েছে যে, তারা কোনোমতেই নতি স্বীকার করবে না। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নির্বাচনে মার্কিন হস্তক্ষেপের দাবি জানালেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইতিমধ্যেই মোজতবাকে অভিনন্দন জানিয়ে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন, যা এই সংঘাতকে একটি বৈশ্বিক প্রক্সি যুদ্ধের রূপ দিচ্ছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের দাম ২০২২ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা গ্যালনপ্রতি প্রায় ৩.২২ ডলার। সামনে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন থাকায় এই পরিস্থিতি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য এক বিশাল রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মার্কিন সিনেটররা 'কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ' থেকে তেল ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর সোমবার জরুরি বৈঠকে বসার কথা। তবে জ্বালানি যুদ্ধের এই ডামাডোলে বিশ্বশক্তির লড়াই এখন ভেনেজুয়েলা থেকে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য হলো ভেনেজুয়েলায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে মার্কিন শোধনাগারগুলোকে সচল রাখা এবং পেট্রোডলারের আধিপত্য নিশ্চিত করা। কিন্তু এই কৌশল চীনকে জ্বালানি সংকটে ফেলার একটি দীর্ঘমেয়াদি ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। কারণ চীন বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারক এবং তাদের শিল্প সচল রাখতে প্রতিদিন ১৬ মিলিয়ন ব্যারেলের বেশি তেল প্রয়োজন। ইউরোপীয় বাজারের পরিস্থিতিও ভয়াবহ; ইউরোজোনের বিনিয়োগকারীদের মনোবল মাইনাস ৩.১ পয়েন্টে নেমে এসেছে। জার্মানির ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের সুদহার এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। জ্বালানি বিশ্লেষক ক্লাইড রাসেলের মতে, অপরিশোধিত তেলের চেয়েও পরিশোধিত জ্বালানি যেমন গ্যাসোলিন, ডিজেল ও জেট ফুয়েলের দাম দ্রুত বাড়ছে, যা বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে।

ইরানকে বিভক্ত করে তেল লুটের মার্কিন পরিকল্পনার অভিযোগ এবং তুরস্ক, সাইপ্রাস ও আজারবাইজানে হামলার দায় তেহরান অস্বীকার করলেও, পরিস্থিতি এখন চরম উত্তেজনার তুঙ্গে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে সেনাদের ছুটি বাতিল করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, অন্যদিকে এই মহাপ্রলয় রুখতে চীনের বিশেষ দূত মধ্যস্থতার আশায় সৌদি আরবে জরুরি সফরে রয়েছেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যুদ্ধ যদি দ্রুত শেষও হয়, তবু শোধনাগার ও পাইপলাইন মেরামতে দীর্ঘ সময় লাগবে এবং লজিস্টিকস বিপর্যয়ের কারণে বিশ্ববাসীকে দীর্ঘ সময় উচ্চমূল্যের ঘানি টানতে হবে। ফলে বিশ্ববাসী এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

পারস্য উপসাগরে আটকা পড়া জাহাজগুলো কেবল জ্বালানি নয়, বহন করছে বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ। কাতার ও কুয়েতের জ্বালানি মন্ত্রীদের সতর্কতা অনুযায়ী, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বিশ্ব অর্থনীতি এমন এক মহাধসের সম্মুখীন হবে, যা আধুনিক ইতিহাসের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে।

তেলের দাম যদি চড়তে চড়তে ১৫০ ডলারের দিকে যায়, তবে বুঝতে হবে বিশ্ব এক দীর্ঘ অন্ধকার মন্দার যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। সুপেয় পানির উৎস থেকে শুরু করে জ্বালানি সরবরাহ লাইন পর্যন্ত যে পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, তা কেবল একটি আঞ্চলিক সংঘাত নয়, বরং একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস।

মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মেরিন

৫ পৃষ্ঠার পর

মবার যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বড় কোনো স্থল বাহিনীকে সরাসরি 'ইন থিয়েটার' বা যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করছে। পেন্টাগন সূত্রের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, এই মেরিন সেনারা জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে প্রয়োজনে ইরানের কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দখল করার মতো অভিযানেও অংশ নিতে পারে।

জাপানভিত্তিক উভচর যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস ত্রিপোলি' এই অভিযানের কেন্দ্রে। এটি কেবল মেরিন সেনাদের বহন করে না, বরং সমুদ্র থেকে স্থলভাগে দ্রুত সেনা নামানোর যাবতীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এতে রয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের ক্রমবর্ধমান হামলার মুখে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ এবং ৫ হাজার মেরিন সেনা পাঠানোর যে অনুরোধ করেছিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তা অনুমোদন করেছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের হুমকি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, ইরান বর্তমানে 'চরম হতাশায়' ভুগছে এবং তাদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ করতে দেবে না আমেরিকা। হেগসেথ বলেন, 'আমাদের কাছে প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য বিকল্প পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা কোনোভাবেই বাণিজ্যিক পণ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে দেব না।'

ওয়াশিংটনের এই সামরিক প্রস্তুতি এবং ওকিনাওয়া থেকে সেনাদল নিয়ে আসার ধরন দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আমেরিকা এই যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ করতে চাচ্ছে না; বরং তারা ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে ইরানকে এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে। খারগ দ্বীপে বিমান হামলার পর এই স্থল সেনা মোতায়েনের প্রস্তুতি ইরান-আমেরিকা সংঘাতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এখন বড় ধরনের স্থলযুদ্ধের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি: বিশ্বের সবচেয়ে

৬৮ পৃষ্ঠার পর

কাগুজে নোটের যাত্রা শুরু হয় চীনে, প্রায় এক হাজার বছর আগে। মজার বিষয় হলো, প্রথম যুগের কিছু নোট ছিল আকারে বেশ বড়, প্রায় এক ফুট লম্বা। সেগুলো বহনের জন্য দরকার হতো আলাদা থলে বা ঝোলা।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ প্রচলিত নোট ১০০ ডলার। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডেও সর্বোচ্চ নোট ১০০ ডলার। যুক্তরাজ্যে আবার সর্বোচ্চ নোট ৫০ পাউন্ড। কিন্তু ইউরোপের অন্য প্রান্তে কিংবা এশিয়ার নানা দেশে এই চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। কোথাও একটি নোট দিয়ে আস্ত একটি গাড়ি কেনা যায়, আবার কোথাও এক বস্তা নোট দিয়ে এক হালি ডিম পাওয়াও দুষ্কর। সুইজারল্যান্ডের ১০০০ ফ্রাঁর নোট এখনও বিশ্বের অন্যতম উচ্চমূল্যের নিয়মিত ব্যাংকনোট। বেগুনি রঙের এই একটি নোটের মান ১,১০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং দেখতেও রাজকীয়। সিঙ্গাপুর ও ব্রুনাইতে এক সময় ১০,০০০ ডলারের নোট ছিল! তবে মানি লন্ডারিং রোধে ২০১৪ সাল থেকে সিঙ্গাপুর এটি ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছে। উন্নত অনেক দেশে বড় অঙ্কের নোট না রাখার পেছনে মূল কারণ হলো 'ক্রিমিনাল ইকোনমি' নিয়ন্ত্রণ। অপরাধীরা যাতে ব্রিফকেস ভর্তি করে কোটি কোটি টাকা পাচার করতে না পারে, সেজন্যই বড় নোট তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি যখন আকাশচুম্বী হয়, তখন মুদ্রার মান হয়ে পড়ে ধুলোর সমান। ২০০৮ সালে জিম্বাবুয়েতে ১০০ ট্রিলিয়ন ডলারের নোট বের হয়েছিল। অথচ সেই নোট দিয়ে একবেলা পেট ভরে খাওয়াও যেত না। এটিই ইতিহাসের সবচেয়ে 'বড়' অথচ 'মূল্যহীন' নোট। ইতিহাসের সর্বোচ্চ অঙ্কের নোট ছিল হাঙ্গেরির ১০০ কুইন্টিলিয়ন (১-এর পরে ২০টি শূন্য) পেঙ্গো। বাংলাদেশে টাকার সর্বোচ্চ প্রচলিত নোট ১০০০ টাকা। ভারতে ২০০০ রুপি এবং পাকিস্তানে ৫০০০ রুপির নোট রয়েছে।

অনেক সংগ্রাহকের মতে, সুইজারল্যান্ডের নোট বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর। তবে সৌন্দর্য, রংবৈচিত্র্য ও ব্যবহারিক সুবিধার দিক থেকে কানাডিয়ান ডলার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৫ ডলার (নীল), ১০ ডলার (বেগুনি), ২০ ডলার (সবুজ), ৫০ ডলার (লাল) এবং ১০০ ডলার (বাদামী) এর সংখ্যা না পড়েও রং দেখে বোঝা যায় কত টাকার নোট। কানাডিয়ান নোটের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো পলিমার বা প্লাস্টিকজাত উপাদানে তৈরি। তাই সহজে ছিঁড়ে যায় না, আর কাগজের নোটের তুলনায় বেশি পরিষ্কার থাকে। কানাডিয়ান নোট যেন একটু আধুনিক, একটু অহংকারী, আর অনেক বেশি সহনশীল।

বর্তমান পৃথিবী দ্রুত ডিজিটাল পেমেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়লেও সঞ্চয়, জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার এবং মানসিক নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে নগদ অর্থের প্রতি মানুষের আস্থা এখনো কমে যায়নি। কার্ড, মোবাইল ওয়ালেট কিংবা ক্রিপ্টোকারেন্সির যুগেও হাতে কিছু নগদ রাখার অভ্যাস তাই পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।

মোজতবা খামেনি আহত, তবে সুস্থ,

৫ পৃষ্ঠার পর

কূটনীতিক ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি 'এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর' আহ্বান জানান এবং বলেন, তারা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করলে তেহরান তা স্বাগত জানাবে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে মোজতবা খামেনিকে তার বাবা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা ঘোষণা করা হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা চালানোর পর থেকেই আঞ্চলিক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করে। ইরানি কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, এসব হামলায় প্রায় ১,৩০০ জন নিহত এবং ১০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

এর জবাবে ইসরায়েল, জর্ডান, ইরাক এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে সেসব দেশে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তেহরান।

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ ভিসা: বিশেষ

৬৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসা, পড়াশোনা, সাংবাদিকতা কিংবা ট্রানজিট ভিসাসহ সকল ধরনের নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে।

মার্কিন দূতাবাসের বার্তায় আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় নিজের খরচ নিজে বহন করার মতো সক্ষমতা আছে কি না, তা আগেভাগেই নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিকিৎসাজনিত জরুরি অবস্থায় যারা করদাতাদের অর্থে পরিচালিত চিকিৎসা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করবেন, তাদের ভিসা তাৎক্ষণিক বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের আবেদন করার সময়ই আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় দর্শনার্থীরা সেখানে গিয়ে স্থানীয় সরকারি সুবিধা বা বিনামূল্যে পাওয়া যায় এমন সেবার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের অনিয়ম রোধে ওয়াশিংটন আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

দূতাবাস অনুরোধ করেছে, সকল পর্যটক যেন তাদের সম্ভাব্য জরুরি খরচসহ সামগ্রিক ভ্রমণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের প্রস্তুতি রাখেন।

টেক্সাসে কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান হলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান নিহাল রহিম

৬৮ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকান, ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নিহাল রহিম। গত ৩ মার্চ দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চূড়ান্ত মনোনয়নের লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার অর্থই হচ্ছে মূল নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া। কারণ এলাকাকাটিতে তালিকাভুক্ত ভোটারের সিংগভাগই ডেমোক্র্যাট। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সন্তান নিহাল রহিম ২০২১ সাল থেকেই কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। আরো উল্লেখ্য, টেক্সাস স্টেটের সিনেট, ও কংগ্রেস নির্বাচনে এই কাউন্টির ভূমিকা অপরিসীম হওয়ায় ডেমোক্র্যাটদের নজরে বাংলাদেশিরাও বিশেষ এক অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে সদালাপি নিহাল রহিম আবাসন ব্যবসার সাথে জড়িত। বাংলাদেশেও রয়েছে তার মোটা অংকের বিনিয়োগ। এজন্য কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ সরকার নিহাল রহিমকে সিআইপি (কমার্শিয়ালি ইমপোর্টেন্ট পার্সন) মর্যাদায় ভূষিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরস্কারও পেয়েছেন নিহাল রহিম। মেক্সিকান এবং সেন্টাল আমেরিকান ছাড়াও বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান অধ্যুষিত এই কাউন্টিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির উদীয়মান সংগঠক হিসেবে নিহাল রহিমের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় নিকট ভবিষ্যতে মূলধারার জাতীয় নির্বাচনে চমক দেখানোর মতো পরিস্থিতি তৈরী হতে পারে বলে ধারণা স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের।

সরকারের ভেতরে থেকেও যুক্তরাষ্ট্রের

৮ পৃষ্ঠার পর

পারছে না বলে আমরা তাদের ডাম্পিং গ্রাউন্ড হতে যাচ্ছি। এতে দেশের প্রায় ২ কোটি খামারি ও পশুপালন নির্ভর মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সাবেক এই উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে গরু-ছাগল পালন করে বিপুল মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। যদি বিদেশি মাংস কম দামে বাজারে আসে, তাহলে আমাদের খামারিরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বেন।

ফরিদা আখতার বলেন, নাগরিক হিসেবে ও সরকারের একজন হিসেবে আমি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছি। শেষ দিন পর্যন্ত লড়েছি। তবে শেষ পর্যন্ত সরকারের ভেতরে থেকেও চুক্তি ঠেকাতে পারিনি। এই না পারার দায় আমারও রয়েছে।

ফরিদা আখতার বলেন, অনেকেই বলছেন্ ইউনূস সরকারের সময় পুরোপুরি হতাশাজনক। বিষয়টি এত সরল নয়। ১৮ মাসের একটি সরকারের সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রতিদিন আন্দোলন, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, প্রশাসনিক অস্থিরতা সবকিছু সামলে কাজ করতে হয়েছে। গত ১৫ বছরের জমে থাকা নানা দাবি সেই সময়েই মেটানোর চাপ ছিল। ফলে অনেক কাজ শুরু করা গেলেও সবকিছু করা সম্ভব হয়নি। তাই পুরো সময়কে শুধু হতাশা হিসেবে দেখাটা ঠিক হবে না।

বিশ্বাস করেন সকাল ৯টা থেকে রাত

৮ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন ।

বিএনপি মহাসচিব বলেন,ওআমাদের ছেলেরা খালি ঘুরে ঘুরে চাকুরি খুঁজে। এভাবে তো চাকুরি পাওয়া যাবে না। এজন্য আমাদের নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে, ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে হবে। মেধাকে প্রাধান্য দিতে হবেৰ

ঠাকুরগাঁও জেলার উন্নয়নে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চার লেনের সড়ক নির্মাণসহ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।

তিনি সমিতির নামে বিভক্ত সৃষ্টির বিষয়ে সমালোচনা করে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঠাকুরগাঁও জেলা সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি

৯ পৃষ্ঠার পর

সারা দেশে তাদের প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে এই সহায়তা দেওয়া হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষ তথা প্রত্যেক নাগরিকের আর্থিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করবেৰ

নাগরিক কিছু দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন,ওনাগরিকদেরও কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতি কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে। নাগরিক হিসেবে আমরা যদি যে যার অবস্থান থেকে রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতি যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি, আমি আশা করি, আগামী ১০ বছরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে আমরা একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ দেখতে পাবোৰ

নাগরিকদের দুর্বল রেখে রাষ্ট্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ওদেশের প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে এমন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে আর কোনো ফ্যাসিবাদ কিংবা তাবেদার অপশক্তি মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে না পারে। আমি বার বার একটি কথা বলি, নাগরিকদের দুর্বল রেখে রাষ্ট্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে নাৰ

ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ওঅর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র মানুষের জীবনে হয়তো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে কিন্তু ধৈর্য, সততা, কৃতজ্ঞতাবোধ, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, সংহতি, সহনশীলতা, উদারতা, বন্ধুত্ব, বিনয়, দায় কিংবা দয়া, এই সকল বৈশিষ্টগুলো অর্জন ছাড়া একজন ব্যক্তি মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে না। এ ধরনের মানবিক বৈশিষ্টগুলো অর্জনের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া জরুরিৰ

অনুষ্ঠানে ধর্ম সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানমন্ডির তাকওয়া মসজিদের খতিব মুফতি সাইফুল ইসলাম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মহিবুল্লাহি বাকি, শায়েখে চরমোনাই ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম বক্তব্য রাখেন।

ইরানে সরকার পতনের শঙ্কা নেই

৫ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) বা অফিস অব দ্য ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টিলেজেন্স কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। হোয়াইট হাউসও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এসব হামলার লক্ষ্য ছিল আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পারমাণবিক স্থাপনা এবং শীর্ষ পর্যায়ের সামরিক নেতৃত্ব। এতে ইরানের প্রভাবশালী বাহিনী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড করপস (আইআরজিসি)-এর অনেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

তবে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইআরজিসি এবং অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব এখনও দেশের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। এদিকে শিয়া আলেমদের পরিষদ অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস নিহত খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে একটি ইসরায়েলি সূত্র জানিয়েছে, তারা চায় না ইরানের বর্তমান সরকারের কোনো অংশ ক্ষমতায় টিকে থাকুক। তবে চলমান মার্কিন-ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কীভাবে পুরো সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বিশ্লেষকদের মতে, এমন পরিবর্তন আনতে হলে স্থল অভিযানের প্রয়োজন হতে পারে, যাতে ইরানের সাধারণ মানুষ নিরাপদে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে পারে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করেনি।

এদিকে ইরানের কুর্দি গোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। প্রতিবেশী ইরাকে অবস্থানরত ইরানি কুর্দি মিলিশিয়ারা পশ্চিম ইরানে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছে বলে সম্প্রতি জানিয়েছে রয়টার্স।

ইরানি কুর্দিস্তানের কমালা পার্টি অব ইরানিয়ান কুর্দিস্তানের নেতা আব্দুল্লাহ মোহতাদি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দিলে হাজারো তরুণ অস্ত্র হাতে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার ভয়ে কিছু নিরাপত্তা বাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেছে– এমন খবরও তারা পেয়েছেন।

তবে মার্কিন গোয়েন্দা বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ইরানি কুর্দি গোষ্ঠীগুলোর কাছে পর্যাপ্ত জনবল ও অস্ত্রশক্তি নেই, যার মাধ্যমে তারা দীর্ঘ সময় ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারবে।

সম্প্রতি এসব সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে ইরানে প্রবেশ করে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হয়তো এখনই নয়, তবে ইরান সরকারের পতন হবেই: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার মুখে ইরানি জনগণ বিদ্রোহ করে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবে বলে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আজ ফক্স নিউজ রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তন হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ঘটবে না।

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি, যাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই, তাদের জন্য এটি (বিদ্রোহ) অনেক বড় একটি বাধা। এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। তবে এটি ঘটবেই। হয়তো এখনই ঘটবে না, কিন্তু পরিবর্তন আসবেই।'

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটির বর্তমান শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো বড় ধরনের বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায়নি। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

চলমান যুদ্ধের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে মার্কিন এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। একদিকে তিনি তড়িঘড়ি করে 'বিজয়' ঘোষণা করতে চাইছেন, অন্যদিকে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাত থেকে ফসকে যাওয়ার সংকেত মিলছে। এই মুহূর্তে যুদ্ধ থেকে সরে আসা বা এতে আটকে থাকাড়উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কৌশলগত ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়কর হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে মার্কিন বাহিনী ইরানি লক্ষ্যবস্তুগুলোতে হামলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে। তিনি বলেছেন, 'আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা তাদের ওপর খুব কঠোর আঘাত হানতে যাচ্ছি।'

ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল যখন মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই হামলার মূল লক্ষ্য ইরানের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করা এবং দেশটিতে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করা। তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে, বর্তমান যুদ্ধের তীব্রতা বাড়লেও ইরানি জনগণের পক্ষ থেকে সরকারবিরোধী কোনো প্রকাশ্য গণ-অভ্যুত্থান এখনো দানা বাঁধেনি।

ইরান যুদ্ধে চীনের লাভ কোথায়,

৫ পৃষ্ঠার পর

প্যাট্রিয়ট এবং থাডের মতো উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র, যা আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় মোতায়েন ছিল। অথচ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় উন্নত এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি রাখেই মূলত উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান ক্ষেপণাস্ত্র হুমকি মোকাবিলার জন্য। এখন প্রথমবারের মতো এই ব্যবস্থার ইন্টারসেপ্টরগুলো সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কূটনৈতিক ও লজিস্টিক বিষয়গুলোর যদি সমাধান করা যায়ড় তাহলে প্রয়োজনে পরবর্তীতে লঞ্চার-ও (উৎক্ষেপক) সরানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। মাত্র দুই সপ্তাহে গড়ানো ইরান যুদ্ধ ইতিমধ্যেই এমন এক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতিকে চাপের মুখে ফেলেছে, যে অঞ্চলটিকে মার্কিন সামরিক নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত থিয়েটার" বলে উল্লেখ করে এসেছেন। মার্কিন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব দুর্বল করবে, আমেরিকার শক্তি হ্রাস নিয়ে চীনের যুক্তিকে শক্তিশালী করবে এবং মাঝারি শক্তির দেশগুলোর মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে ত্বরান্বিত করবে।

যুদ্ধের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। অস্ট্রেলিয়া গেল সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যে বিমান, সেনা সদস্য এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়েছে। অন্যদিকে জাপান ও তাইওয়ানে সম্ভাব্য অস্ত্র সরবরাহ বিলম্বের মুখে পড়তে পারে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মধ্যপ্রাচ্যের মিত্ররা দ্রুতগতিতে আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র ও প্রতিরক্ষামূলক ইন্টারসেপ্টর ব্যবহার করছে। মঙ্গলবার পেন্টাগনের কর্মকর্তারা কংগ্রেসকে জানান, যুদ্ধের প্রথম ছয় দিনেই ব্যয় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন সামরিক কমান্ডাররা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-কে জানিয়েছেন, অস্ত্র মজুদ কমে যাওয়া এবং স্থানান্তরের কারণে তারা উদ্বিগ্ন। এর প্রভাব অনেক অঞ্চলে পড়ছে। এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা বিশেষভাবে এই ঘাটতি অনুভব করছে, আর তাও এমন সময়ে যখন চীনের দ্রুত সম্প্রসারিত সামরিক শক্তি ও ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক তৎপরতার মোকাবিলায় তারা হিমশিম খাচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জায়ে মিউং মঙ্গলবার তার মন্ত্রিসভাকে জানান, তার সরকার পেন্টাগনের এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থানান্তরের বিরোধিতা করলেও "এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমরা সব ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারি না।"

ফলে এশিয়া সরকারগুলোর নীতিনির্ধারকেরা যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন সংঘাত থেকে তিনটি প্রাথমিক উপসংহার টানছেন।

১. এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নয়

গত বছর সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের দিকে মনোযোগ ধরে রাখবে।

তিনি বলেন, "ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আমাদের মিত্র ও অংশীদারদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমরা আমাদের বন্ধুদের পাশে থাকব।"

কিন্তু এখন অনেক দেশের কাছে সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ছের্ড়বিশেষ করে যখন মধ্যপ্রাচ্যের প্রয়োজনে এমন এক মিত্র দেশ থেকে বিশেষায়িত সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যার সাথে সীমান্ত রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রধারী উত্তর কোরিয়ার মতো রাষ্ট্রের।

সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা এলি র্যাটনার বলেন, "দ. কোরিয়া থেকে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত খারাপ বার্তা দিচ্ছে, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন সিউলে ট্রাম্প প্রশাসনের এশিয়া-নীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বড় ধরনের উদ্বেগ রয়েছে।"

থাড যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে উন্নত স্তরের হাতিয়ার। প্রতিটি থাড ব্যাটারিতে সাধারণত ট্রাক-সংযুক্ত একাধিক লঞ্চার এবং অত্যন্ত নির্ভুল রাডার ব্যবস্থা থাকে, যা বিভিন্ন উচ্চতায় শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত পাঁচটি থাড সিস্টেম রয়েছে। এশিয়ায় থাড লঞ্চার মোতায়েন করা হয়েছে গুয়াম দ্বীপ ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। র্যাটনার উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালে সিউলের কাছে থাড মোতায়েনের পর চীন দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্য বয়কটের ঘোষণা দেয়। এমনকি দেশটিতে ভ্রমণেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

"আর এখন," তিনি বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সেই ব্যবস্থাই সরিয়ে নিচ্ছে।"

২. চীনের প্রভাব ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে

অর্থনীতি ও নিরাপত্তাড়্দুই ধরনের চাপ এখন একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এশিয়া বিশেষভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে, কারণ এই উৎপাদননির্ভর অঞ্চলটির বেশিরভাগ তেল আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এ অঞ্চলের শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন দেখা যাচ্ছে। ফিলিপাইনের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোতে পেট্রোল রেশনিং পরিস্থিতি তৈরি হয়েছের্ড়া বেইজিংয়ের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। চীন যুক্তি দিতে পারে যে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদাসীনতা প্রমাণ করের্ড়চীনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরাশক্তি।

এই যুদ্ধের জেরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রচুর সমালোচনা করারও এক সুযোগ পাচ্ছে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমগুলো। রাষ্ট্রায়ত্ত পত্রিকা চায়না ডেইলি মঙ্গলবার একটি কার্টুন প্রকাশ করেছে, যেখানে "আঙ্কেল স্যাম"-কে মাকড়সার ঘন জালে আটকে থাকতে দেখা যায়। শিরোনাম ছিল: "মধ্যপ্রাচ্যে জড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র।"

এ অঞ্চলের কূটনীতিকেরা আশঙ্কা করছেন, যুদ্ধের চাপ চীনকে আঞ্চলিক ভূখণ্ডগত তৎপরতা বাড়ানোর আরও সুযোগ দিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত তাইওয়ানেরচারপাশে সামরিক বিমান চলাচল কিছুটা কমলেও চীনের নৌবাহিনী সেখানে এবং অন্যত্র সক্রিয় রয়েছে।

গত বছরের শেষ দিকে চীন প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জে নতুন করে কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণের কাজ শুরু করে। এটি ভিয়েতনামের উপকূলের কাছে দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত। ওপেন সোর্স সেন্টারের স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সেখানে খনন কাজ বেড়েছে এবং অ্যান্টিলোপ রিফ এলাকায় প্রায় দুই ডজন চীনা জাহাজ নতুন সামরিক ঘাঁটি তৈরির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এদিকে জাপান-ও এক জটিল অবস্থায় রয়েছে। দেশটি তাইওয়ানের কাছাকাছি এবং এমন কিছু দ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলোর দাবি চীনও করে। জাপানের ৯০ শতাংশের বেশি তেল আসে হরমুজ প্রণালী হয়ে। তাই অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে সামরিক উত্তেজনা যুক্ত হলে তা টোকিওর জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। টোকিওভিত্তিক সাসাকাওয়া পিস ফাউন্ডেশন-এর জ্যেষ্ঠ ফেলো সুনেও ওয়াতানাবে বলেন, "এটা হবে একেবারে দুঃস্বপ্নের মতো পরিস্থিতি।" তিনি আরও বলেন, "মি. ট্রাম্পের অধীনে কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে জাপান সচেতন। তাই আমাদের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কথাও ভাবতে হবে।"

৩. অস্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারবে না

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে অস্ত্র ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার ঘটনাটি দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধযন্ত্রের গভীরতা অনেকের ধারণার চেয়েও কম। এই সামরিক হিসাব যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অংশীদার দেশকে উদ্বিগ্ন করছে। একটি প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টর মিসাইলের দাম প্রায় ৪ মিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র মোট প্রায় ৬০০টি এমন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে। কিন্তু অনুমান করা হচ্ছে, যুদ্ধের মাত্র দুই সপ্তাহেই এক হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আরও অনেক সামরিক সক্ষমতা রয়েছের্ড়মার্কিন বিমান হামলায় এখন তুলনামূলক সস্তা ও সহজলভ্য বোমা বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া জানুয়ারিতে লকহিড মার্টিন-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্যাট্রিয়ট ব্যবস্থার উৎপাদন তিনগুণ বাড়ানো।

তবে যেসব দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের আহ্বানে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি সামরিক সরঞ্জাম কিনতে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়েছিল, তাদের কাছে ইরান যুদ্ধ এখন যেন সতর্ক সংকেত।

জ্যাকসন হাইটসের গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে

৬৫ পৃষ্ঠার পর

ফটো সাংবাদিক নীহার সিদ্দিকী, ইয়াসিন কে জয়, আমানত হোসাইন আমান, সারোয়ার বাবু, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাজু বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক গাজী সোহেল, মোহাম্মদ শফি, সাংবাদিক আবু নসর, ব্যবসায়ী মইনু চৌধুরী, সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ সাঈদ এবং দেয়াল পত্রিকা ও নিউজনাউ সম্পাদকমন্ডলীর চেয়ারম্যান শিব্বীর আহমেদ।

ইফতার মাহফিলের আয়োজন নিয়ে মূলধারার নেতা ফাহাদ সোলায়মান বলেন, "প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাকিল মিয়ার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।"

লেখক ও সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ বলেন, "প্রবাসে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই ধরনের ইফতার আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে কমিউনিটির মানুষের মধ্যে একধরনের পারিবারিক বন্ধন তৈরি হয়।"

শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী বলেন, "রমজান আমাদের সংযম ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই ধরনের আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।"

এলিট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নুরুল আজিম বলেন, "এ ধরনের মহতী উদ্যোগ কমিউনিটির মানুষকে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

খবর সম্পাদক ও প্রকাশক মশিউর রহমান মজুমদার বলেন, "প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই ধরনের ইফতার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রমজান আমাদের সংযম, সহমর্মিতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে আয়োজিত এই মাসব্যাপী ইফতার কমিউনিটির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করছে।"

গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডের ইফতার আইটেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খেজুর, ছোলা-বুট, মুরি, পেঁয়াজু, জিলাপি, শরবত, বিভিন্ন ফল, চিকেন নাগেট, হালিম, আম ভর্তা, তেহারি, খিচুড়ি, মাংসসহ নানা পদের খাবার।

ইফতার আয়োজনে আরো উপস্থিত ও সহযোগিতায় ছিলেন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাধারণ সম্পাদক জেড আলম নমি, যুগ্ম আহ্বায়ক আফতাব জনি, শামস জনি, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, গোলাম এম হায়দার মুকুট, ইক্তারুজ্জামান রতন, আশরাফুজ্জামান আশরাফ, সমন্বয়কারী রফিকুল ইসলাম ডালিম, প্রফেসর মনিরুল ইসলাম খান, মফিজুর রহমান, বিএন বাদশাহ, জীবন শফিক, শাওন বাবলা, ফারুক হোসেন মজুমদার, নাজমুল হোসেন বাবু, এ জেড এম জাহাঙ্গীর, সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ মানিক বাবু, সহ সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, প্রধান উপদেষ্টা মীর নিজামুল হক, মার্শাল মুরাদ, মাজহারুল রবিন, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, নামিস আহমেদ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, মাজহারুল ইসলাম জনি, মাহবুবুর রহমান মুকুল, যুগ্ম সদস্য সচিব এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি, জাহাঙ্গীর আলম জয়, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, শফিউদ্দিন মিয়া, খুলকু রহমান, ব্যবসায়ী রানা আহমেদ, আনিসুল কবির জাসির, মোহাম্মদ খোকন, রিয়েল্টর হাসান প্রমুখ।

গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ড আয়োজিত এই ইফতার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। রমজানজুড়ে চলমান এই ইফতার আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে উপস্থিত অতিথিরা মনে করেন। শিব্বীর আহমেদ প্রেরিত

মুসলিম-বিদ্বেষী পোস্ট: কংগ্রেস

৬৮ পৃষ্ঠার পর

নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানিকে (ডেমোক্র্যাট) লক্ষ্য করে মন্তব্য করা হয়েছিল।

ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য থানেদারের দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অগলসড়একজন কংগ্রেসম্যান যিনি দীর্ঘদিন ধরে তার বর্ণবাদী বাগাড়ম্বরের জন্য পরিচিতড়াসম্প্রতি টুইট করেছেন: 'মুসলিমদের আমেরিকান সমাজে কোনো স্থান নেই', 'বহুত্ববাদ একটি মিথ্যা' এবং 'মুসলিমরা সমাজের সাথে মিশে যেতে অক্ষম; তাদের সবাইকে অবশ্যই আমেরিকা থেকে ফেরত চলে যেতে হবে'।"

বিবৃতিতে কংগ্রেস সদস্য থানেদার আরও বলেন, "কংগ্রেসম্যান অগলসের এই জঘন্য ও ধর্মান্ধতাপূর্ণ কথাগুলোর আমাদের দেশের কোথাওই কোনো স্থান নেইড়আর একজন কংগ্রেসম্যানের মুখ থেকে এমন কথা আসা তো একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তার এই কথাগুলো লক্ষ লক্ষ মুসলিম-আমেরিকানের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দেয়। এই কথাগুলো সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল্যবোধকে অবমাননা করে, যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এবং এগুলো মৌলিকভাবে 'অ-আমেরিকান' (অসবৎরপধহ ধষযঁবং-এর পরিপন্থী)।"

থানেদার আরো জানান, তার এই প্রস্তাবের মাধ্যমে অগলসকে "তার লজ্জাজনক মন্তব্যের" জন্য তিরস্কার করা হবে।

এর মধ্যে গত বছর টেনেসি থেকে নির্বাচিত এই রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যের করা সেই মন্তব্যটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে তিনি মামদানিকে "ছোট্ট মুহাম্মদ" (ষরঃঃষব গঁযধসসধফ) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং সেই সময়ে মেয়র প্রার্থী মামদানিকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েছিলেন।

গত জুন মাসে সামাজিক মাধ্যম "এক্স"-এ লেখা এক পোস্টে কংগ্রেস সদস্য অগলস লিখেছিলেন, "জোহরান 'ছোট্ট মুহাম্মদ' মামদানি একজন ইহুদি-বিদ্বেষী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট; যে নিউ ইয়র্ক শহরের মতো একটি মহান নগরীকে ধ্বংস করে দেবে। তাকে অবশ্যই আমেরিকা থেকে বহিষ্কার (উউচঙজঞ) করা প্রয়োজন। আর ঠিক এই কারণেই আমি দাবি জানাচ্ছি যেন তার নাগরিকত্ব বাতিলের (ফবহধঃঁৎধষবুধঃরড়হ) প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।"

প্রস্তাবে কংগ্রেস সদস্য অগলসের এমন আরও কিছু মন্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বাইরে করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে 'রেস্টোরিং দ্য রিপাবলিক' (জবঃঃড়ৎরহম ঃযব জবঢ়ঁনষরপ) নামক একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে তার দেওয়া একটি মন্তব্য; যেখানে টেনেসি থেকে নির্বাচিত এই রিপাবলিকানকংগ্রেস সদস্য দাবি করেছিলেন যে, মুসলিম-আমেরিকানরা "প্রজননের মাধ্যমে আমাদের সমাজে নিজেদের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে।"

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য সংবাদমাধ্যম 'দ্য হিল' (ঞযব ঐরষষ) কংগ্রেস সদস্য অগলসের দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছে।

অ্যাক্সিওস (ঔীরড়ং)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, থানেদারের এই প্রস্তাবটি এমন এক প্রেক্ষাপটে এল, যখন কংগ্রেস সদস্য ইয়াসামিন আনসারি (ডেমোক্র্যাট-অ্যারিজোনা) কংগ্রেস সদস্য র‍্যান্ডি ফাইনের (রিপাবলিকান-ফ্লোরিডা) করা একই ধরনের মুসলিম-বিদ্বেষী মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, ওই মন্তব্যের জেরে ফাইনের বিরুদ্ধে "ইতিমধ্যেই তিরস্কারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।"

১৩ মার্চ বৃহস্পতিবার 'এক্স'-এ লেখা এক পোস্টে আনসারি মন্তব্য করেন, "র‍্যান্ডি ফাইনের জঘন্য বর্ণবাদের কারণে তার বিরুদ্ধে অনেক আগেই তিরস্কারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।" "আমি আগেও জিজ্ঞেস করেছি এবং আবারও জিজ্ঞেস করছি: [স্পিকার মাইক জনসন (রিপাবলিকান-লুইজিয়ানা)], আপনি কি প্রতিনিধি ফাইনকে তিরস্কার করবেন? তার কমিটির দায়িত্বগুলো কেড়ে নেবেন? অন্তত কিছু একটা করবেন? নাকি রিপাবলিকান ককাস বর্ণবাদকে প্রশ্রয় দেয়?"

আনসারি ফাইন-এর একটি 'ঢ' (সাবেক টুইটার) পোস্টের জবাবে এই কথাগুলো বলেন; সেই পোস্টে ফাইন লিখেছিলেন, "আমাদের আরও বেশি ইসলামভীতির প্রয়োজন, কম নয়। ইসলামকে ভয় পাওয়াটা একটি যৌক্তিক বিষয়।"

ওগলস-এর মতোই, ফাইন-এরও মুসলিম-বিরোধী পোস্ট করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছেড়্যার মধ্যে বেশ কিছু পোস্ট ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধবিরতির আগেই 'ঢ' প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা হয়েছিল। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তিনি লিখেছিলেন যে, গাজার ফিলিস্তিনিদের উচিত "ক্ষুধায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাওয়া"ড়্যতক্ষণ না ইসরায়েলের সকল জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

সেই একই পোস্টে ফাইন আরও লিখেছিলেন যে, গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের অনাহারে থাকার বিষয়টি "পুরোটাই আসলে মিথ্যা। আমাকে অবাক করে দেয় এই ভেবে যে, সংবাদমাধ্যমগুলো ক্রমাগত মুসলিমদের সন্ত্রাস-সংক্রান্ত অপপ্রচারই আওড়ে চলেছে।"

কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ডেমোক্রেটিক দলের নেতা হাকিম জেফরিজ (ডেমোক্র্যাট-নিউ ইয়র্ক) কংগ্রেস সদস্য ওগলস এবং কংগ্রেস সদস্য ফাইন-এর এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

গত সোমবার ০৯ মার্চ তিনি ওগলস-কে একজন "দুষ্ট প্রকৃতির ভাঁড়" হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হতে চলেছেন। গত মাসেই হেকিম জেফরিজ কংগ্রেস সদস্য ফাইন-কে একজন "ঘৃণ্য ও অনুতপ্তহীন ধর্মান্ধ ব্যক্তি" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীরা মামলার

৬৮ পৃষ্ঠার পর

বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। এরপর কোনো একটি ছোটখাটো কাজ সারতে গিয়ে কিংবা কর্মস্থলে যাওয়ার পথে হঠাৎ করেই তারা আইসিই (ওঈউ)-এর বিশাল আটক ব্যবস্থার জালে আটকা পড়ে যান। আইনজীবী ও ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যরা জানান, সেখানে তাদের অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির এবং আরও বেশি বৈরী ও প্রতিকূল অভিবাসন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়; পাশাপাশি তাদের ওপর স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের (ংবষভ-ফবঢ়ড়ৎঃ) চাপও সৃষ্টি করা হয়। মিনেসোটা, নিউ ইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, ওহাইও, ওকলাহোমা, মেইন, আলাস্কা, উইসকনসিন, ক্যালিফোর্নিয়া এবং টেক্সাসসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের আটকের খবর পাওয়া গেছে।

ইমিগ্রেশন আইনজীবী রবিন নাইস জানান, জানুয়ারির শেষের দিকে মেইন অঙ্গরাজ্যে যখন ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটি ব্যাপক অভিযান চলছিল, তখন তার মক্কেলদের মধ্যে ছয়জন আশ্রয়প্রার্থীকে আইসিই আটক করেড়্যদিও তাদের কারো বিরুদ্ধেই কোনো অপরাধমূলক অভিযোগ ছিল না। তাদের কেউ কেউ তখন কর্মস্থলে নিজেদের কাজের পালা (ংযরভঃ) শেষ করছিলেন। একজন গাড়ি চালিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। একজন যাচ্ছিলেন ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার করতে। আর একজনকে আটক করা হয় তার সদ্যোজাত সন্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে যাওয়ার পথে।

ইমিগ্রেশন আইনজীবী নাইস আরো বলেন, "এটি সম্পূর্ণ নজিরবিহীন একটি ঘটনা।" তিনি আরও জানান, মাত্র ছয় মাস আগেও তিনি তার মক্কেলদের অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারতেন যেড়্যদি তাদের আশ্রয়ের আবেদনগুলো বিচারাধীন থাকে, তবে তাদের আটক হওয়ার বিষয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, "আটক হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমরা তখন এমনভাবেই আলোচনা করতাম, যেন তা বজ্রপাতে নিহত হওয়ার মতোই একটি অসম্ভব বা বিরল ঘটনা।"

সারা বিশ্ব থেকে মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে এসে আশ্রয়ের আবেদন জানান; এদের কেউ কেউ যুদ্ধ, সহিংসতা কিংবা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসেন।

গত ডিসেম্বর মাসের হিসাব অনুযায়ী, ২৩ লক্ষেরও বেশি অভিবাসী তাদের আশ্রয়ের আবেদনের শুনানির অপেক্ষায় ছিলেনড়্যাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সংখ্যাটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর ঠিক কতজন মানুষ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় লাভ করেন, সেই সংখ্যাটি বছরভেদে ওঠানামা করে।

১ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে, ১,১৮,০০০-এরও বেশি আবেদনকারীর মধ্যে ২৮,০০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে আশ্রয় (ধংঁষঁস) প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৫,০০০ জন অন্য কোনো ধরনের অভিবাসন-সংক্রান্ত সহায়তা বা ছাড় পেয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বিচারাধীন মামলার এই বিশাল জটের মধ্যে অনেক "ভিত্তিহীন আবেদনও" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমিগ্রেশন আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা মনে করেন, আশ্রয়প্রার্থীদের আটক করে রাখার যে নতুন চর্চা শুরু হয়েছে, তা ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়; কারণ আবেদনকারীরা ইতিমধ্যেই সরকারের পরিচিত এবং তারা এমন একটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যার অংশ হিসেবে তাদের সরকারের নির্ধারিত প্রতিটি হাজিরা বা 'চেক-ইন'-এ উপস্থিত থাকতে হয়। তারা অভিযোগ করেন যে, প্রশাসন আইন মেনে চলা অভিবাসীদের এমন সব আটককেন্দ্রে রাখছে, যেখানে পরিবেশ অত্যন্ত অমানবিক; সেখানে তারা পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা ও নিজেদের আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং তাদের এমন খাবার দেওয়া হয় যা খাওয়ার অযোগ্য।

নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া ল স্কুলের অধ্যাপক এবং সেখানকার 'অভিবাসীদের অধিকার বিষয়ক ক্লিনিক'-এর পরিচালক এলোরা মুখার্জি বলেন, "এই পদক্ষেপ মানুষের মনে স্থিতিশীলতার বোধকে ধ্বংস করে দেয়ড়বিশেষ করে যখন তারা সঠিক কাজটি করার এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের নিরাপত্তার দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিউ জার্সি থেকে শুরু করে টেক্সাস পর্যন্তড়আটককেন্দ্রে আমার এমন অনেক গ্রাহক ছিলেন, যারা সেখানকার পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হওয়ায় শেষমেশ নিজেদের মামলার দাবিই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন।"

এর আগে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (উঐঝ) একজন মুখপাত্র এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন যে, ওঈউ-এর আটককেন্দ্রগুলোতে "অত্যন্ত নিম্নমানের বা শোচনীয় পরিস্থিতি" বিরাজ করছে।

উঐঝ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আশ্রয়ের জন্য কোনো মামলা বিচারাধীন থাকা মানে এই নয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ধরনের আইনি মর্যাদা বা 'লিগ্যাল স্ট্যাটাস' অর্জন করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে আমাদের দেশে প্রবেশ করেন, তবে তিনি আটক বা বহিষ্কারের (ফবঢ়ড়ৎঃধঃরড়হ) আওতাভুক্ত হবেন। তবে প্রতিটি অবৈধ অভিবাসীই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার (ফঁব ঢ়ৎড়পবংং) সুযোগ পেয়ে থাকেন।"

"যুক্তরাষ্ট্রে আসতে, বসবাস করতে কিংবা কাজ করতে ইচ্ছুক সকল বিদেশির যাচাই-বাছাই ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করাই টঝঈওঝ-এর প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে বহাল রয়েছে," এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এখানে 'টঝঈওঝ' বলতে 'ইউ.এস. সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস'-কে বোঝানো হয়েছেড়্যা ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (উঐঝ)-এর অধীনস্থ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সংস্থা। ট্রাম্প প্রশাসনের মেয়াদে সক্রিয় মামলা চলমান রয়েছে এমন কতজন আশ্রয়প্রার্থীকে আটক করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করতে এই বিভাগটি অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

যদিও ইমিগ্রেশন আইনজীবী নাইস তার ছয়জন মক্কেলের মুক্তির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন, তবুও সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অসংখ্য আশ্রয়প্রার্থী এখনো আটকাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন; তাঁদের মধ্যে 'তানিয়ানা' (ঞধঃরধহধ) নামের এক নারীর স্বামীও রয়েছেন।

তানিয়ানা জানান, গত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফ্লোরিডায় তাঁদের দুই মেয়ের জন্য তিনি এবং তাঁর স্বামী মিলে যে সাজানো-গোছানো জীবনটি গড়ে তুলেছিলেন, গত ডিসেম্বরে তা তছনছ হয়ে যায়ড়সেদিন তাঁর স্বামী একজন 'হ্যান্ডিম্যান' (গৃহস্থালি মেরামতের কর্মী) হিসেবে কাজে বেরিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আর কখনোই ঘরে ফিরে আসেননি। ইকুয়েডর থেকে পালিয়ে আসার পর এই পরিবারটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছে; তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার কারণে তাঁরা মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তানিয়ানাড়্যিনি যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা প্রদানকারী একটি সদস্য-ভিত্তিক সংগঠন 'অ্যাসাইলাম সিকার অ্যাডভোকেসি প্রজেক্ট'-এর একজন সদস্যড়অনুরোধ জানিয়েছেন যেন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের আশঙ্কায় তাঁর পুরো নাম প্রকাশ করা না হয়।

আপনি হয়তো নিজেকে দিশেহারা ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় অনুভব করছেন। আমি এখন আমার দুই মেয়েকে নিয়ে একাই সংসার সামলাচ্ছিড়আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতি রাখা, বাড়িভাড়া ও খাবারের খরচ জোগানোড়সবই আমাকে একা করতে হচ্ছে," এনবিসি নিউজকে স্প্যানিশ ভাষায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে তাকে প্রতিদিন ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। "সব খরচ মেটানোর জন্য আমি এখন প্রতিটি পয়সার হিসাব কষে চলছি।"

তার স্বামীর এই আটকাবস্থা তার মেয়ের জীবনকেও ওলটপালট করে দিয়েছে। মেয়েটি হাইস্কুলের একজন মেধাবী ছাত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখে। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এখন সেই কিশোরীও কাজের সন্ধান করছে। তানিয়া (ঞধঃরধহধ) দুশ্চিন্তা করেন যে, "কলেজে ভর্তির সময় ঘনিয়ে আসছে, অথচ আমাদের পক্ষে সেই খরচ বহন করা একেবারেই সম্ভব নয়।" "সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে,'" কথাগুলো বলার সময় তানিয়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। "কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে; কারণ আমি জানি না সত্যিই সবকিছু ঠিক হবে কি না।"

গত ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে তানিয়ার স্বামীকে বিভিন্ন আটককেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে ফ্লোরিডার একটি আটককেন্দ্র রয়েছে, যা 'অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ' (অষষরমধঃড়ৎ অষপধঃৎধু) নামে পরিচিত। ওই কেন্দ্রে আটক বন্দিরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মশার উপদ্রব এবং যথাযথ চিকিৎসার অভাব নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তবে কর্তৃপক্ষ ওই আটককেন্দ্রের শোচনীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছে। "তারা বারবার আমার স্বামীর কাছে 'স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ' বা স্বেচ্ছানির্বাসনের নথিপত্র নিয়ে আসছিল," বলে তানিয়া জানান।তারা এখনো তাদের স্বামীর মুক্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রীতির বন্ধনে বগুড়া সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসের কর্মব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনের মাঝেও এক টুকরো স্বদেশী আমেজ আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক' এর বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল। গত ৮ মার্চ (রবিবার), নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ অভিজাত কুইন্স প্যালেস মিলনায়তন এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঢল নামে, যা এক পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বাদ আসর থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে অতিথিরা অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করেন। নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রবাসী বগুড়াবাসী এবং অন্যান্য সুধীজনদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে মিলনায়তন প্রাঙ্গন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল পবিত্র রমজানের শিক্ষাকে ধারণ করে প্রবাসে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় করা। আয়োজকদের আন্তরিক আতিথেয়তায় আগত অতিথিরা বিদেশের মাটিতেও খুঁজে পান এক পরম পারিবারিক আবহ।

ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে এক বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। বিশেষ করে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে যেন ধর্মীয় ও দেশীয় সংস্কৃতি অটুট থাকে, সেই প্রার্থনা জানানো হয়।

বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ খাদেমুল ইসলাম (রুবেল) এর সুযোগ্য দিক নির্দেশনায় অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। আহবায়ক মোঃ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স) এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিটি এই বিশাল আয়োজনটি সফল করতে নিরলস কাজ করেন।

যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর আলম (লিপন), গোলাম রব্বানী রাজু, রাশেদ আল হেলাল রতন এবং সদস্য সচিব নাফিউস সাদিকসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিরলস পরিশ্রমে প্রতিটি বিভাগ ছিল সুসংগঠিত। যুগ্ম সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন, এনামুল হক, মুরাদ মোর্শেদ হায়দার বিপ্লব এবং কোষাধ্যক্ষ জুয়েল আহমেদসহ পুরো টিম অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাইফুর রহমান ভান্ডারী (রাজ), সার্বিক নির্দেশক মহব্বত আলী আকন্দ এবং প্রধান সমন্বয়কারী ড: জাকিরুল ইসলামসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, "বগুড়া সোসাইটি কেবল একটি আঞ্চলিক সংগঠন নয়, এটি নিউইয়র্কে আমাদের এক চিলতে বাংলাদেশ। এ ধরণের আয়োজন আমাদের শিকড়ের সাথে যুক্ত রাখে এবং একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা জোগায়।চ রফিকুল ইসলাম রফিকের নেতৃত্বে আপ্যায়ন উপ-কমিটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দেশীয় স্বাদের ইফতার সামগ্রী পরিবেশন করেন। কামরুজ্জামান লালু, শাপিনুর রহমানসহ একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবী আগত কয়েকশ রোজাদারের ইফতার পরিবেশনায় সহযোগিতা করেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তালুকদার সামিম সবুজ ও জহুরুল ইসলাম তালুকদার লিটন। সোসাইটির বিপুল সংখ্যক সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যাদের মধ্যে প্রকৌশলী, ডাক্তার, সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এই ধরণের মানবিক ও ধর্মীয় মেলবন্ধন প্রবাসীদের মনে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। ইফতারের পর আগত অতিথিরা একে অপরের সাথে স্মৃতিচারণ ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে এক আনন্দঘন সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন। পরিশেষে, আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সবার মনোযোগ তেলে, মধ্যপ্রাচ্যের

১২ পৃষ্ঠার পর

থাকায় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের মাঝে হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম। তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, তেলের চেয়ে বড় বিপদ পানি সংকটই হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের পানিকে 'কৌশলগত পণ্য' হিসেবে দেখে সিআইএ। এই অঞ্চলে তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস নয়, বরং পানীয় জলই হলো প্রধান বিষয়।

এ অঞ্চলে পানি শব্দটি শুনতে সহজ মনে হলেও এর গুরুত্ব অনেক। সামরিক সংঘাত বাড়তে থাকলে পানি ভূ-রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করতে পারে।

পারস্য উপসাগরের দেশগুলোর কাছে রয়েছে প্রচুর তেল ও গ্যাস কিন্তু পানি তাদের কাছে সীমিত। ১৯৭০-এর দশক থেকে তেলের অর্থ ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা হয় এবং বসানো হয় 'ডিসেলিনেশন প্লান্ট'। এই অঞ্চলে প্রায় ৪৫০টি ডিসেলিনেশন বা পানি শোধনাগার রয়েছে। বাসিন্দারা যাতে পানির অভাবে না ভোগে তাই এই ব্যবস্থা।

যুদ্ধে পানি শোধনাগারগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধিকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলবে। এই কেন্দ্রগুলো এসব দেশের মিঠাপানির প্রধান উৎস।

ডিসেলিনেশনে সাধারণত দুটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ডিসেলিনেশন প্ল্যান্ট মূলত সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে সুপেয় পানিতে রূপান্তরিত করে। এই পানি শুধু পানের জন্য নয়, সেচ ও শিল্প কারখানায়ও ব্যবহার করা হয়।

তাপীয় পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দপ্তরের মতে, পানিকে উত্তপ্ত করা হয় যাতে তা বাষ্পে পরিণত হয়। উত্তাপের কারণে লবণ, শৈবাল ও অন্যান্য অপদ্রব্য নিচে জমা হয়। পরে সেই বাষ্পকে পুনরায় তরল করা হয় এবং ব্যবহারযোগ্য পানি তৈরি হয়।

মেমব্রেন-ভিত্তিক পদ্ধতি

এতে বিশেষ ধরনের অর্ধভেদ্য ছাঁকনি ব্যবহার করা হয়। পানি ছাঁকনির মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু লবণ ও কঠিন অপদ্রব্য আটকে থাকে। মেমব্রেন-ভিত্তিক ডিসেলিনেশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের দেশগুলো সাধারণত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কারণ এটি জ্বালানি সাশ্রয়ী।

এই প্লান্ট সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তর করে। এ জন্য এই পানিশূন্য অঞ্চলে সবুজ গলফ কোর্স, বড় ওয়াটার পার্ক এবং স্কি স্লোপ আছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি তাদের একটি বড় দুর্বলতাও। চার দশক পেরিয়ে গেছে। তবে এখনো সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তর করা এখনো সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এই প্লান্টগুলোর দুর্বলতা এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে প্রয়োজনীয় তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

মার্কিন সিআইএ কয়েক দশক ধরে নীতিনির্ধারকদের সতর্ক করে আসছে, এই প্লান্টগুলোর ওপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে একটি গোপন মূল্যায়নে সিআইএ উল্লেখ করেছে, 'কিছু দেশের শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা জাতীয় কল্যাণের জন্য তেলের চেয়ে জলকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।'

উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার দেশগুলোতে প্রায় ১০ কোটি মানুষ বাস করেড়সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান। এই দেশগুলো এখন ইরানের আক্রমণের মুখোমুখি। কুয়েত, কাতার এবং ইউএই প্রায় পুরোপুরি ডিসেলিনেশন প্লান্টের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে দুবাইয়ের মতো মহানগরগুলোর জন্য। সৌদি আরবও, বিশেষ করে রাজধানী রিয়াদ, এই প্লান্টগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায়, ডিসেলিনেশন প্লান্টগুলো সুরক্ষিত। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সময় জেনেভা কনভেনশন কতটা কার্যকর তা প্রায়ই সীমিত হয়। সম্প্রতি ইরান ইউএই-এর ফুজাইরাহতে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম ডিসেলিনেশন প্লান্টগুলোর একটি চালু রাখে। কুয়েতে, ড্রোন আক্রমণের কারণে একটি প্লান্টে আগুন লেগেছে। ইরান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে বিশেষজ্ঞদের সতর্কতার বিষয়ে। তারা বলছেন, যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে অঞ্চলে লক্ষ্য হতে পারে 'ডিসেলিনেশন প্ল্যান্ট', যেখানে সমুদ্রের লবণ ফিল্টার করে পানীয় জল তৈরি করা হয়। যদি এই প্লান্টগুলোতে হামলা, সাইবার আক্রমণ বা জল দূষণ ঘটে, তা শুধু বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং তা মানবিক সংকট তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা হুমকিতে পড়তে পারে।

জিসিসি দেশগুলো (সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান) বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ ডিসেলিনেটেড পানি উৎপাদন করে এবং এই অঞ্চলে ৪০০টির বেশি ডিসেলিনেশন প্লান্ট কাজ করে। কুয়েতের প্রায় ৯০ শতাংশ, ওমানের ৮৬ শতাংশ এবং সৌদি আরবের ৭০ শতাংশ পানীয় জল এই প্লান্ট থেকে আসে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রচণ্ড গরম, কম বৃষ্টিপাত, খনিজ পানির অভাব, তাই এই ব্যবস্থা ছাড়া শহর চালানো সম্ভব নয়। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার পরপরই ইরানের পরিবেশ সংস্থা এবং ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তেহরানের বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিল। তারা সতর্ক করেছিলেন, শহরের চারপাশে পাঁচটি জীবাশ্ম জ্বালানি স্থাপনায় বিমান হামলার ফলে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত রাসায়নিক এসিড বৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং ত্বক ও ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে।

এরপর সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান, টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস বলেন, 'ইরানের পেট্রোলিয়াম সুবিধাগুলোর ক্ষতি খাদ্য, পানি এবং বায়ু দূষিত করার ঝুঁকি তৈরি করে। এই ঝুঁকি বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর মারাত্মক স্বাস্থ্যগত প্রভাব ফেলতে।'

ইরানের উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী আলী জাফরিয়ান আলজাজিরাকে বলেছেন, বিস্ফোরণের ফলে তেহরানের চারপাশের মাটি এবং জল সরবরাহ ইতিমধ্যেই দূষিত হতে শুরু করেছে।

ইরানের তেহরানে জ্বালানি তেলের গুদামে হামলার ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও ধোঁয়া থেকে অদ্ভুত 'কালো বৃষ্টি' হয়েছে। এই বিষাক্ত বৃষ্টিতে তেল ও ছাইয়ের মিশ্রণ থাকায় তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বলে সতর্ক করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিজ্ঞানী ড. অক্ষয় দেওরাসের মতে, বোমা হামলার পরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তেহরানে যে কালো বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তা ছিল বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কালি এবং সূক্ষ্ম কণার মিশ্রণ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাসিন্দা সোফিয়া জানান, পানির ট্যাপ কখন খালি হয়ে যাবে এ ভয়ে তিনি রাতে ঘুমাতে পারেন না। সোফি জানান, আমরা মরুভূমির মধ্যে বাস করি। তেল বা গ্যাস অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলেও, পানি আমাদের বেঁচে থাকার মূল ভিত্তি।' ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্বেগও বেড়েছে।

সোফিয়া বলেন, 'যদি আমি শত্রুপক্ষের স্থানে থাকতাম আমি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলোকে লক্ষ্য করতাম। কখনো ভাবিনি পানীয় জল না পাওয়ার আশঙ্কায় পড়তে পারি।' তিনি একা নন। পুরো অঞ্চলে উদ্বেগ বেড়েছে এই ভেবে যে, পানি সরবরাহ যুদ্ধের লক্ষ্য হতে পারে।

সম্প্রতি খবর এসেছে, বাহরাইনের একটি ডিসেলিনেশন প্লান্টে ড্রোন হামলা হয়েছে, যদিও সরবরাহ প্রভাবিত হয়নি। এর আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি অভিযোগ করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র কেশম দ্বীপের ডিসেলিনেশন প্লান্টে আঘাত হেনেছে, যার কারণে ৩০টি গ্রাম পানি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কাতারের প্রধানমন্ত্রী আগেই সতর্ক করেছিলেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর হামলা পুরো অঞ্চলের জল দূষিত করতে পারে এবং কাতার, ইউএই ও কুয়েতের মানুষদের জীবন বিপন্ন করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কাতারের পানীয় জল শেষ হয়ে যেতে পারে মাত্র তিন দিনের মধ্যে। তাই জরুরি পানি সংরক্ষণের জন্য ১৫টি বিশাল জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, তেলের মতো, পণ্যের মতো পানি সহজে বিকল্প করা যায় না। পানি সরবরাহ ব্যাহত হলে তা জাতীয় নিরাপত্তার বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে, ডিসেলিনেশন প্লান্টে আক্রমণ বা ধ্বংস ঘটলে শহরের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

গবেষক লো বলেন, 'এই দেশগুলো সমুদ্রের জল থেকে তৈরি কৃত্রিম পানির উৎপাদনে বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত।' ডিসেলিনেশন এই অঞ্চলের জন্য একদিকে চমক, অন্যদিকে দুর্বলতা।

ব্র্যান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাদার হাবিবি বলেন, 'এই প্লান্টগুলোর নিরাপত্তার ওপর এই অঞ্চলের অর্থনীতি এবং সংক্ষিপ্তমেয়াদি জনগণের বেঁচে থাকার ক্ষমতা নির্ভরশীল।' কৌশল ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণা কেন্দ্র সিএসআইএস-এর পানি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ডেভিড মিশেল বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলা আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী।

সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভঃ কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক-এর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৪ মার্চ, শনিবার নিউইয়র্কের কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ায় অবস্থিত ঐবষষড় ইধহমষধফবংয জবংঃধঁৎধহঃ-এ ধর্মীয় উৎসবমুখর পরিবেশে সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভঃ কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে এক আনন্দঘন ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান উপস্থিত অতিথি ও সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ শিপু।

পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক, সাবেক প্রভাষক ও লেখক ম. আমিনুল হক চুন্নু।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এবং দোয়া পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ মোঃ আকমল হোসেন খান।

ইফতার মাহফিলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল মুকিত চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ইয়েমিন রশীদ ও নিজাম উদ্দীন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আল আমিন জামে মসজিদ-এর সভাপতি মোঃ শাহাব উদ্দীন।

ট্রাস্টি বেলাল উদ্দিন, আজাদ উদ্দিন, আলতাফ চৌধুরী ইসপা, ইধহমষধফবংয ঝড়পরবঃ ওহপ.-এর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি সাখাওয়াত আলী ও রেজাউল করিম রেজু। উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আসিফ চৌধুরী, সাবেক ট্রাস্টি বদরুল আলমসহ সংগঠনের বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুল বারী চৌধুরী, কাজী ওদুদ আহমেদ, জিয়াউস শামস এলেন, মোঃ সেলিম আদমজী, রেজাউস সামাদ, আজীবন সদস্য মোঃ মোতাহের হোসেন অ্যালামনাই ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এহতেশাম কে চৌধুরী, বশীর উদ্দিন, জাফরুল ইসলাম, আলী আজমল রিয়াজী প্রমুখ।

এছাড়াও সিলেটের বিশিষ্ট রিয়েলটর ও আপন বিল্ডারস-এর কর্ণধার আশরফ উদ্দিন কালাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সৈয়দ আতিকুর রহমানসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ১৯৬৯ ব্যাচের মোঃ খলিল আহমদ সংগঠনের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন। অ্যালামনাই সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ইফতার মাহফিলটি প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে ওঠে।

গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াঙ্কার্স এর ইফতার সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: কমিউনিটিতে পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক সামগ্রী যেমন এয়ার কন্ডিশানিং, হিটিং ও কুলিং সিস্টেম সরবরাহের বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান গ্রি-মেকানিক্যাল ইয়ংকার্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও,কমিউনিটির পরিচিত মুখ,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তাদের গ্রাহক,শুভানূধ্যায়ী এবং মিডিয়া কর্মীদের সম্মানে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ইফতার মাহফিল। গত ৮ মার্চ রোববার উডসাইডের গুলশান টেরেসে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত মাহফিলটি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ইফতার মাহফিলে পরিণত হয়।'গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াঙ্কার্স' নিউইয়র্ক সিটির অনুদানে বাসা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন দারুল আহনাফ নিউইয়র্কের প্রিন্সিপাল মাওলানা হামিদুর রহমান আশরাফ। সাংবাদিক আশরাফুল হাসান বুলবুলের সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিলে স্বাগত বক্তব্যে গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও তোফায়েল চৌধুরী লিটন সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সবার মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যই আমাদের এই আয়োজন। আমরা কমিউনিটির সেবা করতে চাই। আমার বলতে দ্বিধা নেই বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং বাংলাদেশি মিডিয়া আমাদের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। যে কারণে আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তোফায়েল চৌধুরী লিটন আরো বলেন, নিউইয়র্ক সিটির এই প্রজেক্টে সিটি থেকে প্রতিটি বাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশসম্মত এই সিস্টেম বাসায় বা ব্যবসায় লাগালে সেই বাসায় আর তেল বা গ্যাসের বয়েলার থাকবে না। যার ফলে পরিবেশ থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত। আমাদের মাধ্যমে বাংলাদেশি প্রবাসীরা নিজ বাসায় বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক এবং পরিবেশসম্মত এই হিটিং সিস্টেম এবং এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে নিতে পারেন। বয়লার সিস্টেম থেকে রক্ষা পাওয়ার সাথে আমরা দিচ্ছি ১০ বছরের গ্যারান্টি। প্রতিষ্ঠানটি ইয়াংকার্সে হলেও নিউইয়র্কের সর্বত্র আমরা কাজ করছি।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তার দুই ভাই এবং প্রতিষ্ঠানের সেলস ম্যানেজার তানবির সাইমন চৌধুরী এবং সেলস এক্সিকিউটিভ ফরহাদ চৌধুরী।

ব্যতিক্রমী এই ইফতার মাহফিলে তিন ভাই প্রতিটি টেবিলে গিয়ে প্রবাসীদের সাথে কুশল বিনিময় করেছেন।

মাহফিলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুন নাহান খান মিতা, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ ময়নু জামান চৌধুরী, মঞ্জুর আহমেদ জগলু, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি এবাদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. শওকত আলী, বিশিষ্ট মর্টগেজ ব্যবসায়ী আকিব হোসেন,জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান,টাইম টিভির সিইও আবু তাহের ও পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, টিবিএন২৪ টিভির ভাইস প্রেসিডেন্ট এএফএম মিসবাহুজ্জামান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ফারুক চৌধুরী, সালেহ চৌধুরী, মঞ্জুর চৌধুরী, বিএনপি নেতা এম এ বাতিন, যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম জাকির, চৌধুরী তানিম প্রমুখ।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ‘যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদ’র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ‘যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদ’র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত ৯ মার্চ সোমবার হয়েছে। ব্রংক্সের আল আকসা পার্টি হলে আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সভাপতি ডা: মো: ইনামুল হক। সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশাহ ও মূলধারার রাজনীতিবিদ ও ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ১১ এর মেম্বার আব্দুস সহিদ,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্কের ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আবু জাফর, সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশি কমিউনিটিরসহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সরকার আব্দুল মজিদ।

ইফতারের পূর্বে ধর্মীয় আলোচনা ও দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ও প্রাক্তণ সহ সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ সাহা,কোষাধ্যক্ষ প্রকৌশলী লুৎফুর রহমান, শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক জাহানারা আহমদ (লক্ষ্মী), শ্রম ও পেশাজীবি সম্পাদক আবুল হোসেন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনোয়ারা বেগম (মনি), কার্যনির্বাহী সদস্য মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, গণেশ ভৌমিক, আব্দুর রউফ পাশা ও জহিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, মোঃ হাসান আলী, আব্দুল মুহিত, শাখাওয়াত আলী, ডা. মিতা চৌধুরী, সাঈদুর রহমান লিংকন, সৈয়দ কামরুজ্জামান ফয়েজ, শামিম আহমদ, মেহের চৌধুরী, কাজী রবিউজ্জামান, সুমিত্রা সেন, নুরে আলম জিকু, মাহমুদুল হাসান, সুব্রত তালুকদার, তজমুল হোসেন, সৈয়দ রুহুল আলী, কবি আবু তাহের চৌধুরী, শেখ শফিকুর রহমান, শেখ জামাল হোসেন, রেজা আব্দুল্লাহ, শাহিন কামালী, শফিকুর রহমান, দিপংকর দেব সুমন, হুমাউন কবির সোহেল প্রমুখ।

বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি এ্যাকটিভিষ্ট, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সমবেত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সভাপতি ডা. ইনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, ইন্ক'র বৃহত্তম ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র রমজান উপলক্ষে ৯ মার্চ সোমবার রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, ইন্ক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিল শুরু হয় মাওলানা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ সাহেবের কুরআন তেলাওয়াত এবং সংগঠনের মরহুমদের জন্য দোয়া ও মুনাজাতের মধ্য দিয়ে। ইফতার মাহফিলে নিউইয়র্কে চাঁদপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আরো অংশগ্রহণ করেন নিউইয়র্কের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সমূহের সম্পাদক-প্রকাশক ও সাংবাদিকবৃন্দ। সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ, কমিউনিটির সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বশীল উপস্থিতিসহ প্রায় ৫ শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে এবারের ইফতার মাহফিলই ছিল রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, ইনক এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইফতার মাহফিল।

সংগঠনের সভাপতি রাজু সাহা (বিপ্লব) এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সংগঠনের সদ্যপ্রতি নির্বাচিত সভাপতি রাজু সাহা (বিপ্লব)তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ইফতার মাহফিলের আয়োজনে সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসী চাঁদপুরবাসীদের যে-কোনো প্রয়োজনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহবন জানান। উল্লেখ্য, এ বছর ইফতার মাহফিলের আহবায়ক মোহাম্মদ নুরুল আমিন ও সদস্য সচিব ছিলেন ফয়সাল পাটোয়ারী। ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা হারুন ভূইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল,ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী, উপদেষ্টা খোরশেদ আলম খোকন, প্রফেঃ শাহাদত হাসান, মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, মাজহারুল ইসালম চৌধুরী মুসা, জামান তপন, রফিকুর রহমান মিয়া, হাবিব খন্দকার, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, নুর মোহাম্মদ, হুমায়ুন কবির।

অতিথি হিসেবে আরো আরো উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম ও রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন , বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ইউসুস সরকার ও সাধারণ সম্পাদক এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলামরিয়াদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ বাসেত ভূইয়া, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, রিয়েল এষ্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, টিবিএন২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এফএম জামান, শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সভাপতি মোস্তফা রিপন ও সাবেক সভাপতি ওয়াসিম ভূইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন এর সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন, শাহ গ্রুপের কর্ণধার শাহ জে. চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমিতির সভাপতি মো. ইকবাল, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, চ্যানেল আই প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ, খ্যাতিমান লেখক হুমায়ুন কবীর ঢালী, সাংবাদিক আবু নসর, সাংবাদিক কানু দত্ত, সাংবাদিক সঞ্জীবন সরকার, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাংবাদিক-লেখক শিব্বির আহমেদ, দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, লায়ন্স সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মশিউর রহমান, ফটোসাংবাদিক নীহার সিদ্দিকী ও ঠিকানা পত্রিকার প্রতিনিধিসহ আরো অনেকে।

সংস্কৃতি জগতের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের কৃতি সন্তান দিনাত জাহান মুন্নী, কামরুজ্জামান বকুল, শাহ মাহবুব, নাজু আকন্দ, আফতাব জনি, তৃনিয়া হাসান, রোজী আজাদ প্রমুখ।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, ইনক এর কার্যকরী কমিটির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, লুৎফুর রহমান চুন্নু, নুরুল আলম মজুমদার, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সাকিবা মিয়া, এড. নুবায়রা ইবনাত, সাইফুল ইসলাম লিটন, আহাফ আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহীম ভূইয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু তাহের, নুরুল ইসলাম মিলন, ফয়সাল আহমেদ (রিপন), গোলাম আজম রকি, মামুন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, সহ-কোষাধ্যক্ষ ফজলুল হক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুজ্জামান রাসেল, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ূন কবীর ঢালী, প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, , মহিলা সম্পাদক ফারহানা আক্তার শিমু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ সায়েম উল্লাহ্, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ আবু তাহের গাজী, দপ্তর সম্পাদক ওসমান ওমর ফারুক, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ নিয়াজ মোরশেদ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক আবু বক্কর, আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ মোস্তাক আহমেদ, নির্বাহী সদস্য এস এ এম মাহবুবুর রহমান টিটু, আলমগীর হোসেন, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, মাওলানা আঃ রহমান, মোঃ বোরহান উদ্দিন, মোঃ আবু ইউসুফ, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ, ইমাম গোহেল, মাহমুদুল হাসান, মোঃ ইকবাল হোসেন, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর), মোমিন হোসেন মিন্টু, মোঃ সামসুল আলম, পীরজাদা মেহদী হাসান, মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ, মোঃ সোহরাব খান (টিটু), মোঃ তানভীর হোসেন রনি, মানিক রাজা, শাহাদাত হোসেন, মোঃ আলম সরকার ও মোঃ ফারুক আহমেদ। সংবাদ প্রেরক ফয়েজ আহমেদ, প্রচার সম্পাদক, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, ইনক। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল কমিউনিটির মিলন মেলায় পরিণত

বর্ণাঢ্য আয়োজন আর ধর্মীয় উৎসবে, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত পরিচয় ডেস্ক : পবিত্র মাহে রমজান মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, বরকত ও আত্মশুদ্ধির এক মহাসুযোগ নিয়ে প্রতি বছর ফিরে আসে। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মসংযম, তাকওয়া অর্জন এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি জোরদারের আহ্বানের মধ্য দিয়ে রমজান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল। শনিবার (৭ মার্চ) নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিপারে অংশগ্রহণ করেন। ফলে অনুষ্ঠানটি কমিউনিটির মিলনমেলার পাশাপাশি ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়। আয়োজকরা জানান অনুষ্ঠানে ৫০০ জনের ইফতারের আয়োজন করা হয়, সাথে ছিলো 'সুগন্ধী আতর' উপহার।

বর্ণাঢ্য আয়োজন আর ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত ইফতার মাহফিলের শুরুতে পবিত্র তোরআন থেকে তেলাওয়াত ও মিলাদ পরিচালনা করেন মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান। এছাড়াও কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে নতুন প্রজন্মের ফাহিম আফনান ও দেওয়ান আলহাত।

বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। দোয়া মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুখ-সমৃদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করা হয়।

এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ডেপুটি কনসাল জেনারেল মো. আনিসুজ্জামান। গেস্ট অব অনার ছিলেন নিউইয়র্ক সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সোমা এস. সাঈদ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, প্রবীণ প্রবাসী নাসির খান পল, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, ডা. বর্ণালী হাসান, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩০ এর আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী, সাবেক এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা শামসুল হক, কুইন্স-বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি শামসুল ইসলাম লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবীব, গোলাম এন হায়দার মুকুট, রিয়েল এষ্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম সহ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, টিবিএন২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এএফএম মিসবাউজ্জামান, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম এবং বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইউএসনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল হক রুমী, সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, সাবেক কর্মকর্তা সাদী মিন্টু ও মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, মূলধারার রাজনীতিক মিজানুর রহমান, মাকসুদুল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিক হাজী আব্দুর রহমান।

এছাড়াও এসোসিয়েশনের উপদেষ্টাদের মধ্যে মোহাম্মদ আমানউল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, শেখ সালাউদ্দিন খোকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন, মোহাম্মদ হাবিব জোয়ারদার, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ সোয়েব খান, কাউসার আলমগীর, মিশুক সেলিম ও একেএম তারেক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ, ইনক। সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক ও বাংলাদেশে প্রবাসী কমিউনিটির উন্নয়ন এবং মানবিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও ঐক্য সুদৃঢ় করতে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে অসহায় ও দুস্থ মানুষের সহায়তায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে বলে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান। খবর ইউএনএ'র। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে ৫ম বার্ষিক আন্তঃধর্মীয় ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১১ মার্চ বুধবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে ৫ম বার্ষিক আন্তঃধর্মীয় ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজন যৌথভাবে করেছে অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ, নাবান্ন রেস্টুরেন্ট গ্রুপ এবং বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন। উল্লেখ্য, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ কাদের, সিআইপি-এর মালিকানাধীন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুহাম্মদ কাদের, সিআইপি উপস্থিত সকল অতিথি, সম্মানিত সিনিয়র সিটিজেন, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশি সিনিয়র সিটিজেনদের আস্থা, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও আন্তরিকতার কারণে অল কাউন্টি হোম কেয়ার আজ অন্যতম সেরা হোম কেয়ার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এটি ছিল ৫ম বার্ষিক আন্তঃধর্মীয় ইফতার ডিনার এবং ভবিষ্যতেও প্রতিবছর এই আয়োজন অব্যাহত থাকবে, যা কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিয়া মোহাম্মদ দুলাল এবং প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আনিসুর রহমান আনিস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন কাউন্সিলম্যান প্রার্থী শাহ শহিদুল হক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, মেট্রোপলিটন লার্নিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক মিস্টার বোরিস, অ্যাসেম্বলি প্রার্থী ও সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক, জ্যাকসন হাইটস বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মোহাম্মদ তারেক হাসান খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলাইমান, বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জামিল সারওয়ার, সাবেক সেক্রেটারি রাসেক মালিকসহ অল কাউন্টি হোম কেয়ারের বিভিন্ন কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ইমাম সাহেব পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর ইফতার ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান সিফা আমিন উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির অনুষ্ঠান কমিউনিটির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

এটর্নি মঈন চৌধুরী ও ওয়াসী চৌধুরী'র বিশেষ উদ্যোগ

নিউইয়র্কে হবিগঞ্জ জেলার ৯ সংগঠনের সম্মিলিত ইফতার মাহফিলে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি জোরদার, ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ

পরিচয় ডেস্ক: : বহুধা বিভক্ত নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ করে নিউইয়র্কের হবিগঞ্জ জেলাবাসীদের মধ্যকার সৌহার্দ্য সম্প্রীতি জোরদার আর ঐক্যের প্রয়াসে ব্যতিক্রমী ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ মার্চ রোববার নিউইয়র্ক সিটির উডহ্যাভেন বুলেভার্ডের 'জয়া পার্টি' হলে হবিগঞ্জ জেলার সকল সামাজিক সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রবাসে সর্বপ্রথম 'সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল' আয়োজন করা হয়।

এতে নিউইয়র্কে হবিগঞ্জ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৯ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সদস্য ও প্রবাসীরা অংশ নেন। উদ্যোক্তা ছিলেন হবিগঞ্জের কৃতি দুই ভাই যথাক্রমে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কুইন্স কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর এটর্নি মঈন চৌধুরী এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সাবেক সদস্য ওয়াসি চৌধুরী। খবর ইউএনএ'র।

ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হবিগঞ্জ জেলার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেয়ায় অনুষ্ঠানটি সম্প্রীতি আর ঐক্যের জয়গানে তাদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে ইফতার গ্রহণের প্রাক্কালে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এবং পবিত্র রমজানের গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মাওলানা ফায়েক উদ্দিন। এরপর বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল মুকিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য উপহার ছিলো জায়নামাজ।

এর আগে এটর্নী মঈন চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে হবিগঞ্জের ৯টি সামাজিক সংগঠনের সভাপতিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরা হলেন হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রে-এর সভাপতি সাব্বির হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি আমির ফারুক তালুকদার, হবিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুর রউফ, নবীগঞ্জ থানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি জামাল হোসেন, হবিগঞ্জ সদর সমিতি'র সভাপতি তাজুল ইসলাম মানিক, মাধবপুর ফাউন্ডেশন ইউএসএ' সহ সভাপতি মোহাম্মদ শফি উদ্দিন তালুকদার, চুনারুঘাট এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি শাহ মো. তৌফিক মিয়া, লাখাই উপজেলা এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি ওয়াসি চৌধুরী এবং বাহুবল এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী।

এসময় সংগঠনগুলোর সাধারণ সম্পাদকগণ যথাক্রমে হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র-এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন মানিক, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, হবিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক শেখ আমিনুল ইসলাম, নবীগঞ্জ থানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপু, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতির সাধারণ সম্পাদক তুহিন তালুকদার, মাধবপুর ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক কাজী সোহরাব হোসেন, চুনারুঘাট এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফখরুল আবেদীন মাসুম, লাখাই উপজেলা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ টিপু এবং বাহুবল এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক আহমেদ মকসুদ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, এনওয়াইপিডি'র বাংলাদেশী-আমেরিকান ক্যাপ্টেন সুমন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, প্রবীণ প্রবাসী হাসান আলী, শফিকুর রহমান, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, ব্যারিষ্টার মিজানুর রহমান, অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম এবং বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা হবিগঞ্জবাসীদের 'সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল' আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন- এমন উদ্যোগ কমিউনিটির ঐক্যকে আরো জোরদার করতে ভূমিকা রাখবে।

ওয়াসী চৌধুরী বলেন, প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীদের আজকের দিনটি দেখার জন্য কয়েক বছর অপেক্ষা করেছি। দীর্ঘদিন ধরে সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোন চলছিলো।

কেননা যখন কমিউনিটির কোন অনুষ্ঠানে যাই তখন অনেকেই জানতে চাইতো বা প্রশ্ন করতো আপনাদের সংগঠন কয়টি, একথা শুনে দু:খ লাগতো। সেই প্রেক্ষিতেই গত আগষ্ট মাসে হবিগঞ্জ জেলার ৯টি সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে একাধিক বৈঠক করার পর সবার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল' আয়োজন। সবার সহযোগিতায় আজ তা সফল হলো। এজন্য তিনি সংশ্লিস্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

'সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল' আয়োজন সম্পর্কে এটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, প্রবাসে আমরা একই এলাকার বাসিন্দা হলেও অনেকের মধ্যে বিভক্তির ছাপ বিরাজমান। ফলে একাধিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।

এমনকি আমরা অনেকে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতেও দ্বিধাবোধ করি। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানাতেও বাজে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব কিছুর অবসানের লক্ষ্যে আমরা দুই ভাই এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছি। আমার বিশ্বাস আজকের এ সম্মিলিত ইফতার মাহফিলে যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ঘটেছে তাতে আয়োজনটি প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং ঐক্যবদ্ধ রাখতে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে।

সেই সাথে অন্য জেলার প্রবাসীদের মধ্যকার বিবাদ-বিভক্তির অবসানে হবিগঞ্জবাসীদের এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাহলেই আমাদের এই প্রয়াস সফল হবে।

খবর ও ছবি ইউএনএ

ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস এর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে গত ৬ মার্চ শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের আইএস ২৩০ মিলনায়তনে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোসের উদ্যোগে কমিউনিটি ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জেসিকা রামোস ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কৃষিবীদ মিজানুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তুষার ভূইয়া, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার রহমান সায়েম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য জহিরুল হক, রুবেল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে যাদের সাইটেশন দেয়া হয় তারা হলেন- সাংবাদিক ইকবাল মাহমুদ, টিভি নিউজ প্রেজেন্টর তামান্না মৌ, জালালাবাদ এসোসিশেন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমডি আলমগীর হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আল আমীন জিলা, জামাল উদ্দিন আহমেদ (লিটন), আতিয়া আহমেদ, উইন্ডি ডমিংগাস, এঞ্জেলা ওরলান্দি ও জাহারা নোহা-কে সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সিনেটরের অফিসের ডাইরেক্টর পার্লা লোপেজ লিবারেত, স্পেশাল প্রোজেক্ট ম্যনেজার জোয়ান মেনুয়াল বাসকুইজ ও তানিয়া লিনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গৃহহীনদের হোটেলে আশ্রয়ের জন্য ১.৮৬ বিলিয়ন

৬৮ পৃষ্ঠার পর

স্বাক্ষর করেছে। আগামী তিন বছর ধরে নিউ ইয়র্ক সিটিতে গৃহহীন পরিবারগুলোকে হোটেলে সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই এই চুক্তির মূল লক্ষ্য।

সিটির 'ডিপার্টমেন্ট অফ হোমলেস সার্ভিসেস' (গৃহহীন সেবা বিভাগ) দ্বারা পরিচালিত এই চুক্তির ফলে, প্রয়োজন সাপেক্ষে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে হোটেলের কক্ষগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পাবেসিটি প্রশাসন। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলোক্সখন আশ্রয়ের চাহিদা তুঙ্গে থাকে, তখন আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ধারণক্ষমতা অটুট রাখা; পাশাপাশি গৃহহীনদের আরও স্থায়ী বাসস্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।

হোটেল অ্যাসোসিয়েশনটি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রায় ৩০০টি হোটেল বা স্থাপনার প্রতিনিধিত্ব করে। যেসব ব্যক্তি ও পরিবারের আশ্রয়ের প্রয়োজন, তাদের থাকার জন্য তারা হোটেলের কক্ষগুলো উন্মুক্ত করে দেবে। সিটি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, চুক্তিতে উল্লিখিত মোট অর্থের পরিমাণটি হলো অনুমোদিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা; তবে প্রকৃত খরচ নির্ভর করবেড়কতগুলো কক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ওপর।

নিউ ইয়র্ক সিটি বর্তমানে গৃহহীন মানুষের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতি রাতে নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসন ১ লক্ষেরও বেশি মানুষকে আশ্রয় প্রদান করে চলেছে। গৃহহীন অধিকারকর্মীদের মতে, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরিড়বিশেষ করে তীব্র শীতের সময়ে; অন্যদিকে সমালোচকরা এত বিশাল অঙ্কের চুক্তির যৌক্তিকতা এবং সিটির হোটেল শিল্পের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময় হোটেলগুলোর সাথে স্বাক্ষরিত পূর্ববর্তী চুক্তিগুলো এবং নগর প্রশাসনের অতীত অভিবাসী আশ্রয় কর্মসূচিগুলোর ধারাবাহিকতায়ই এই নতুন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো। সিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, দীর্ঘমেয়াদী আবাসন পরিকল্পনাগুলো চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্তড়হোটেলে আশ্রয়ের এই ব্যবস্থাটি একটি সাময়িক সমাধান হিসেবেই কাজ করবে।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: বিপুল সংখ্যক যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি ও অংগ সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের উপস্হিতিতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজুর পরিচালনায় ১২ই মার্চ বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইট্স ঈটজি রেষ্টুরেন্টে জাতীয় পার্টির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ।

ইফতারের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় বক্তব্য রাখেন ,উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী ,সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া , সহ সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষন ,প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু , কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এ এস এন রুবেল , শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আওয়াল কাজী, রবিউল হক, মহিলা নেত্রী নার্গিস আহমেদ ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি , ছাত্র রাজনীতি , প্রসাশনিক অবকাঠামো যোগপযোগী করে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলার লক্ষ্যে প্রয়াত রাষ্টপতি পল্লীবন্ধু এইচ এম এরশাদ জাতীয় পার্টি করেন এবং প্রসাশনিক বিকেন্দ্রীকরন , ঔষধনীতি , যোগাযেগ ব্যবস্হার বৈপ্লবিক উন্নয়ন তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ।.বক্তারা আরো বলেন যে, বাংলাদেশের সদ□্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, জামায়াত ও ভূঁই ফোড় সংগঠন এন সি পি কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডঃ ইউনুসের অন্তর্বতীকালীন সরকার ইলেকশন ইন্জিনিয়ারিং করে জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে হারানো হয়েছে ।সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের এমপি হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান ।

সভায় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্টপতি এইচ এম এরশাদ সহ ও বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত যাহারা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন , তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান জি এম কাদের এম পি দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন উপদেষ্টা জনাব সৈয়দ শওকত আলী ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ।

কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় ১০৩ জনের অংশগ্রহণ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিলে সিলেটীদের মিলনমেলা

পরিচয় ডেস্ক : পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইফতার মাহফিলে নিউইয়র্ক প্রবাসী সিলেটবাসীদের মিলনমেলা ঘটেছে। সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম নেতৃত্বাধীন এসোসিয়েশনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত ১০ মার্চ উডহ্যাভেনের জয়া পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারের পূর্বে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা। উল্লেখ্য, সিলেট বিভাগের চারটি জেলা যথাক্রমে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন। ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বালিকাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন তাকওয়াদ চৌধুরী। ইফতার গ্রহনের পূর্বে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ওজন পার্ক মসজিদের শিক্ষক হাফিজ নাজিম উদ্দিন। এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় মোট ১০৩ জন অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ছেলেদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত ও হিফজ এবং মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত বিভাগ রাখা হয়। এ প্রতিযোগিতার মোট পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ডলার। প্রথম স্থান অর্জনকারীরা প্রত্যেকে এক হাজার ডলার, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীরা ৫০০ ডলার এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীর জন্য ৩০০ ডলার করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য জেনিফার রাজকুমার, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক, অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তারা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে সাইটেশন প্রদান করা হয়।

প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা সাব্বির আহমদ, হাফিজ নাজিম উদ্দিন ও হাফিজ আবু সুফিয়ান। কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার স্পন্সর ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, মেডোব্রুক মর্টগেজের ব্রোকার আকিব হোসাইন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ সভাপতি শামীম আহমদ, সিপিএ জাকির চৌধুরী, হেলথ ফার্স্টের তৌহিদুল ইসলাম এবং জমজম ফার্মেসির সভাপতি নাফিউল হক। ইফতারের স্পন্সর করেন অ্যাপোলো ইন্স্যুরেন্স এন্ড ব্রোকারেজের সিইও শামসের আলী।

ইফতার মাহফিলে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি দেওয়ান মহিউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা বদরুন নাহার খান মিতা ও সদরুন নূর, সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চৌধুরী ও আব্দুল হাছিব মামুন, হেলাল, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, ফোবানার সাবেক কনভেনর আবু জোবায়ের দারা, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, মকবুল রহিম চুনই ও মোস্তফা কামাল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি, উপদেষ্টা মোজাহিদুল ইসলাম, গহর চৌধুরী কিনু, জুনেদ চৌধুরী, সাবেক সহ সভাপতি মুহিবুর রহমান রুহুল, ফরহাদ আহমদ সোলায়মান, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুস শহীদ, জাকির চৌধুরী সিপিএ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইফতার মাহফিল আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক শামীম আহমদ, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শফি উদ্দিন তালুকদার, সদস্য সচিব মোহাম্মদ ফজল খান, সদস্য মোহাম্মদ আলীম, হোসেন আহমদ, মুন্না মুনতাসির, আব্দুল আজিজ ও হুমায়ুন কবির সোহেল সহ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু (সিলেট), শামীম আহমদ (সুনামগঞ্জ), মোহাম্মদ শফি উদ্দিন তালুকদার (হবিগঞ্জ), মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন (মৌলভীবাজার), সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান খান, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সল আলম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হুসেন আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক মুন্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমদ খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সারা উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল আজিজ (সিলেট), হুমায়ুন কবির সোহেল (সুনামগঞ্জ), দেলোয়ার হোসেন মানিক (হবিগঞ্জ) ও মোহাম্মদ ফজল খান (মৌলভীবাজার) উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতি বদরুল হোসেন খান ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন আমাদের প্রাণের সংগঠন। সবার সহযোগিতার জন্যই অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

উত্তাল মার্চের স্মৃতিতে শিব্বীর আহমেদের পাঁচটি দেশাত্মবোধক গান

পরিচয় ডেস্ক:১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল মার্চকে কেন্দ্র করে লেখক ও সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ সম্প্রতি পাঁচটি দেশাত্মবোধক গান ইউটিউবে প্রকাশ করেছেন। এই গানগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতির পিতার নেতৃত্ব এবং বাঙালির সাহসিকতার গল্পকে সঙ্গীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিব্বীর আহমেদ জানান, এই গানগুলোর উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মকে ১৯৭১ সালের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা এবং স্বাধীনতার চেতনাকে জীবন্ত রাখা। তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, বরং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও প্রেরণার উৎস। তাই এই গানগুলোতে সেই সময়কার দৃশ্যাবলী, সংগ্রাম ও দেশের প্রতি ভালোবাসা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"

প্রকাশিত পাঁচটি গান হলোড় "আমার জন্য কেঁদোনা বাংলাদেশ", "বজ্রকণ্ঠের তর্জনী", "হৃদয়ে অমর বঙ্গবন্ধু", "রক্তে কেনা স্বাধীনতা" এবং "জয় বাংলা বাংলাদেশের প্রাণ"। প্রতিটি গানই মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে রচিত।

"আমার জন্য কেঁদোনা বাংলাদেশ" দেশপ্রেমিকদের জন্য উৎসর্গ। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা দেশের শহর ও গ্রাম জ্বালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অর্থনীতি ও সামাজিক অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। গানটি সেই ভয়াবহ মুহূর্ত এবং বাঙালির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে আবেগময়ভাবে তুলে ধরে।

"বজ্রকণ্ঠের তর্জনী" স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় এবং দমনমূলক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রতীক। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে পুরো জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গানটি সেই সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে তৈরি হয়েছে।

"হৃদয়ে অমর বঙ্গবন্ধু" গানটি জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা ও তার নেতৃত্বের গল্প তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ এবং সংগ্রামী চেতনা গানটির মূল উপজীব্য। এটি শ্রোতাদের মধ্যে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করে।

"রক্তে কেনা স্বাধীনতা" স্বাধীনতার জন্য শহীদদের ত্যাগ ও সাহসিকতার গল্প বর্ণনা করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ বাঙালিদের হত্যাযজ্ঞ চালায়। ঠিক সেই সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার ফলে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। গানটি সেই ইতিহাস এবং শহীদদের ত্যাগকে স্মরণ করায়।

"জয় বাংলা - বাংলাদেশের প্রাণ" বিজয়ের আনন্দ এবং দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসার প্রকাশ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ ছিল জয় বাংলা স্লোগান। এই স্লোগান দিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। জয় বাংলা কেবল কারো ব্যক্তিগত নয়; এটি বাংলাদেশের, মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীনতার প্রতীক।

এছাড়াও সম্প্রতি শিব্বীর আহমেদ লেখা ও সুরে প্রকাশিত হয়েছে "ইতিহাসের বাড়ি ধানমন্ডি ৩২"। এই গানটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বাড়ি ধানমন্ডি ৩২-কে কেন্দ্র করে রচিত। ধানমন্ডি ৩২ ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ধর্ষিতা নারীদের ঠিকানা এবং দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতীকী স্থান। সম্প্রতি এই বাড়িটি ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়ায় শিব্বীর আহমেদ তার রচনার মাধ্যমে ইতিহাসকে সঙ্গীতের মাধ্যমে জীবন্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। গানটি ঐতিহাসিক সত্য ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ভাঙচুর ও ইতিহাসের ধ্বংসের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করছে।

গানগুলোর ভিডিওতে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ছবি, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত মুহূর্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার দৃশ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। শ্রোতারা ভিডিওর মাধ্যমে ইতিহাসের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হতে পারেন। সবগুলো গান ইউটিউবের এই লিংকে পাওয়া যাবে: যঃঃঢ়ং://ীীী.ুড়ঁঃঁনব.পড়স/@ এঁৎরংযহধৎএধধহ

শিব্বীর আহমেদ সাংবাদিক হিসেবে বহু বছর ধরে দেশের ইতিহাস, সমাজসংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে কাজ করে আসছেন। বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন, তার এই উদ্যোগ শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং দেশের স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। গানগুলো ইতিহাস, দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একত্রিত করে, যা নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার মূল্যের প্রতি সচেতন ও আবেগময় করে তোলে। শিব্বীর আহমেদ প্রেরিত

ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ীদের একমাত্র সংগঠন আটাব এর ইফতার সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১১ মার্চ বুধবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে উত্তর এমেরিকার ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ীদের একমাত্র সংগঠন আটাব এর ইফতার সম্পন্ন হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ কমিউনিটির অনেক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট এর প্রাক্তন সিনেটর হিরাম মনসিরাত সহ এমেরাত এয়ার লাইন্স এর কমার্শিয়াল একাউনটেন্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ ইলনোমান, কুয়েত এয়ার লাইন্স এর প্রতিনিধি রাডেসে দাবী এবং এয়ার ইন্ডিয়া প্রতিনিধি এনি খান।

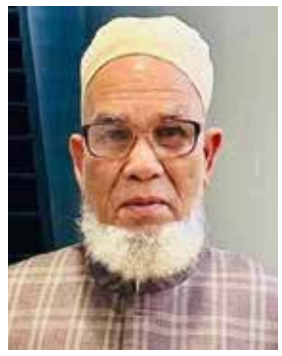

উক্ত অনুষ্ঠানের কনভেনর এর দায়িত্বে ছিলেন তপন মাসুদ (জাত ট্রাভেল), মেম্বার সেক্রেটারি-এএসএম মাইনুদ্দিন (পিন্টু)-এ্যাংকর ট্রাভেল। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ সেলিম হারুন-কর্ণফুলি ট্রাভেল ইনক্। সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক-মাসুদ মোরশেদ-স্কাইল্যান্ড ট্রাভেল। ভাইস প্রেসিডেন্ট-মোহাম্মদ কে রহমান-রহমানিয়া ট্রাভেল। মোহাম্মদ এম রহমান-মেঘনা ট্রাভেল, আবুল কালাম আজাদ-নাবিলা এয়ার ট্রাভেল, নজরুল ইসলাম-ডিজিটাল এস্টোরিয়া, এ্যাডভাইজর-মোহাম্মদ বি উদ্দিন-ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল ট্যুর এন্ড ট্রাভেল। এ্যাডভাইজর- জাফর ফেরদৌস, বাংলাদেশ ট্রাভেল। এক্সিকিউটিভ মেম্বার-রোকেয়া বেগম, নাজমা ট্রাভেল। ইফতার এর পর ডিনার এর আয়োজন শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জানাজা সম্পন্ন : ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালে দাফন, বিয়ানীবাজার সমিতির সা. সম্পাদক অপুর পিতৃবিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটের বিয়ানীবাজারবাসীদের সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক এবং বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্রনেতা রেজাউল আলম অপু'র পিতা হাজী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন বুধবার (১১ মার্চ) ইন্তেকাল করেছেন। এদিন সন্ধ্যা ৮.২৭ মিনিটের সময় নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড জুইস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে ও এক কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তার গ্রামের বাড়ী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা ইউনিয়নের পুরুষপাল। জানা যায়, হাজী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন গত দুই বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। প্রথমে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরবর্তীতে তার শ্বাসনালীতে ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি হওয়ায় তাকে লং আইল্যান্ড জুইস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তার শ্বাসনালীতে একটি অস্ত্রোপচার করা হয়। মরহুমের জানাজার নামাজ বৃহস্পতিবার বাদ জোহর (বেলা ১টা) ওজনপার্কস্থ আল-আমান মসজিদ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিপুল সংখ্যক বিয়ারীবাজারবাসী সহ প্রবাসীরা অংশ নেন। তার মরদেহ লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কবরস্থানে দাফন করা হবে। উল্লেখ্য, মরহুম হাজী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ-এর আপন বড় মামা। শোক প্রকাশ: বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু'র পিতা হাজী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিনের ইন্তেকালে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সি গভীর সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে মেয়র মামদানীর উপস্থিতিতে ঈদ উপলক্ষে

৬৮ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মীর বাশারসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত অনেককে দেখা গেছে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে ঈদের আগে নিম্নআয়ের পরিবার, শ্রমজীবী মানুষ এবং যেসব পরিবার নানাভাবে সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করেন, তারা এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপকৃত হন। স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতায় পুরো কর্মসূচিটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "ভালো" দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী শাহরিয়ার রহমানের নেতৃত্বে মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে বাংলাদেশে এবং নিউ ইয়র্কে কমিউনিটির মানুষের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। খাদ্য সহায়তা প্রদান, কমিউনিটি সাপোর্ট এবং মানবিক উদ্যোগ, নিই ইয়র্ক সিটিতে মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশীদের সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "ভালো" ইতোমধ্যে কমিউনিটির মধ্যে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে । সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

জ্যাকসন হাইটসের গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে মাসব্যাপী ইফতার আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে পবিত্র রমজান উপলক্ষে মাসব্যাপী ইফতার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডের স্বত্বাধিকারী এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি সাকিল মিয়ার উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

রমজান মাসজুড়ে প্রতিদিনই এখানে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ একত্রিত হয়ে ইফতারে অংশ নিচ্ছেন। ব্যস্ত প্রবাস জীবনের মাঝেও এই আয়োজন যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

প্রতিদিন ইফতারের আগে উপস্থিত অতিথিদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা, খোঁজখবর নেওয়া এবং রমজানের তাৎপর্য নিয়ে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এক আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইফতার মাহফিলে এলাকাবাসীর সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, কবি, লেখক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডের চাকুরীজীবী বৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হচ্ছে বলে উপস্থিত অনেকেই মত প্রকাশ করেন।

আয়োজক সাকিল মিয়া জানান, পবিত্র রমজান আত্মশুদ্ধি, সহমর্মিতা ও সংযমের মাস। প্রবাসে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এবং সবাইকে একত্রিত করার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এই ইফতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, "আমরা চাই প্রবাসে থেকেও সবাই যেন একসাথে রমজানের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারি। এই ইফতার আয়োজন সেই চেষ্টারই একটি অংশ।"

তিনি আরও জানান, মাসজুড়ে চলমান এই ইফতার মাহফিলে প্রতিদিনই নতুন নতুন অতিথি অংশ নিচ্ছেন, যা আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। উপস্থিত অতিথিরাও আয়োজকদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্যকে আরও জোরদার করে।

রমজানের এই মাসব্যাপী ইফতার আয়োজনকে ঘিরে জ্যাকসন হাইটসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সাকিল মিয়ার আয়োজনে সহযোগিতা করেন আনোয়ার হোসাইন, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ সায়েম, আব্দুল্লাহ নোমান, আমির হামজা, শ্যামলসহ আরো অনেকে।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত থাকেন মূলধারার নেতা ফাহাদ সোলায়মান, লেখক ও সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী, এলিট ক্লাব প্রেসিডেন্ট নুরুল আজিম, লায়ন আহসান হাবিব, শিল্পী কামারুজ্জামান বকুল, সাপ্তাহিক ঠিকানা বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, দেশ পত্রিকার প্রকাশক মনজুর হোসাইন, সম্পাদক মিজানুর রহমান, খবর সম্পাদক ও প্রকাশক মশিউর রহমান মজুমদার, *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

অ্যাসাল ওজোন পার্ক চ্যাপ্টারের অভিষেক সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার ৬ই মার্চ ব্রুকলিনের লিবার্টি এভিনিউর বৈঠকখানা কিচেন অ্যান্ড সুইটস রেস্টুরেন্টে নিউইয়র্কে এলায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল ওজোন পার্ক চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল এবং নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসালের নবনির্বাচিত জাতীয় সভাপতি মো. করিম চৌধুরী এবং প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় সভাপতি এমেরিটাস মাফ মিসবাহ উদ্দিন, অভিষেক কমিটির চেয়ারম্যান এএসএম

মাইনউদ্দিন পিন্টু, কনভেনর আতিক রহমান, মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ কামাল হোসাইন এবং কো-অর্ডিনেটর শাহনাজ হোসাইন। অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির সভাপতি মাসুদ রানা তপন ও সাধারণ সম্পাদক সন্তানু বড়ুয়াসহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। ইফতার মাহফিলে প্রবাসী দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির সদস্যরা উপস্থিত থেকে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সবার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

৪০ তম ফোবানা লস এঞ্জেলেসে, কিক অফ ২৮ মার্চ

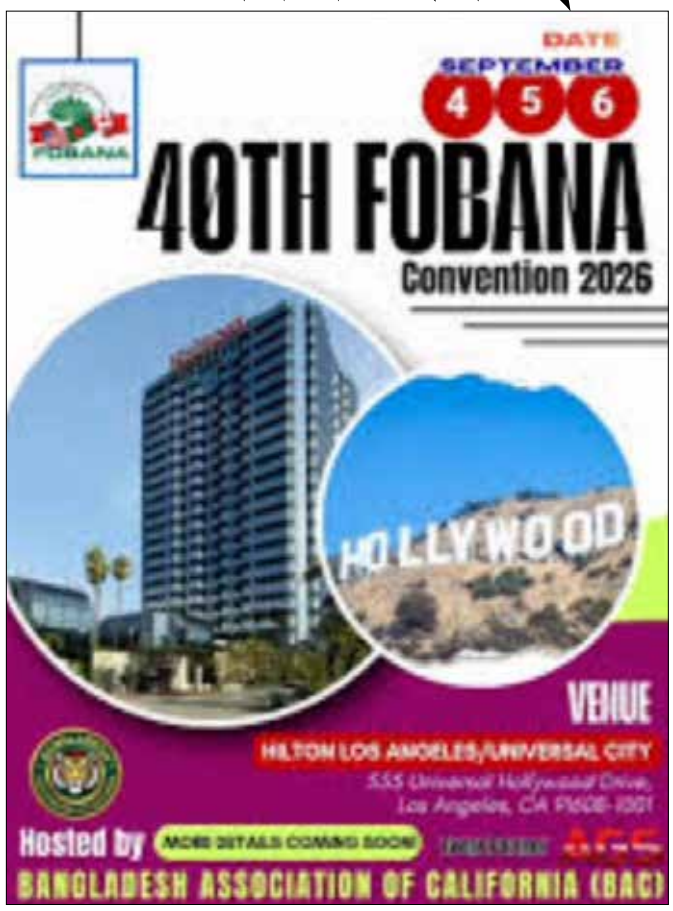

পরিচয় ডেস্ক: ৪০ তম লস এঞ্জেলেসে ফোবানার প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলছে। ৩৯ তম সফল আটলান্টা ফোবানার পর এবার লস এঞ্জেলেসে ৪০তম ফোবানাকে ঘিরে উ্যসব মুখর হয়ে উঠবে লস এঞ্জেলেস। লস এঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্রের ২য় বৃহত্তম ও একটি অতি আকর্ষনীয় নগরী।

২০২৬ সালের লেবার ডে উইকেন্ডে ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া (বাক)। দীর্ঘদিন পর লস এঞ্জেলেসে ড. জয়নুল আবেদীন এর নেতৃত্বে আরো একটি সফল ফোবানার স্বপ্ন দেখছেন ফোবানার শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

৪০ তম ফোবানায় অনেক নতুন সেগমেন্ট যুক্ত হচ্ছে বলে জানালেন কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন। তিনি আরও জানান, আগামী ২৮ মার্চ লস এঞ্জেলেসে মিট এন্ড গ্রীটে বিস্তারিত জানাবেন। জানুয়ারীতে ঢাকায় বাংলাদেশে মিট এন্ড গ্রীট সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১২ জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফোবানার ৪০ তম কনভেনশন এর আয়োজক কমিটি কতৃক সংবাদ সম্মেলনে ফোবানার নির্বাহী সংসদের নেতৃবৃন্দ ও ৪০ তম আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের এবং ফোবানার শুভাকাঙ্ক্ষীদের আগামী সেপ্টেম্বর এ লস এঞ্জেলেসে আমন্ত্রন জানান।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের বৃহত্তম সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম সম্মেলনের প্রস্তুতি ও সার্বিক নিয়ে কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন জানান, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন এবং মাহে রমজানের কারনে আমরা কিছুটা কম প্রচার করছি। তবে আমাদের প্রস্তুতির কাজ গুলো এগুচ্ছে। ইনশাআল্লাহ আমরা ইদের পর সবাইকে আরো আপডেট দিতে পারব।

তবে লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশী কমিউনিটি আমেরিকায় একটি সফল কমিউনিটি এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমাদের লস এঞ্জেলেস ফোবানা ভাল হবে, সুন্দর হবে।

লস এঞ্জেলেসে এ ৪০ তম আসরে উত্তর আমেরিকার ও বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকবেন।

৪০তম ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক ড. জয়নাল আবেদিন আরো বলেন , লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশীদের একটি বৃহদ জনগোষ্ঠীর বসবাস। কৃস্টি কালচার ও সংস্কৃতির এক উর্বর ভুমি। কমিউনিটির একটি শক্ত বন্ধন।

অতীতে সফল ফোবানা কনভেনশন করার অভিজ্ঞতায় এবারের ৪০ তম আসরটিকে আরও সুন্দর ও বিস্তৃত করার প্রস্তুতি চলছে।

ফোবানা উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বৃহত্ সংগঠন, এবারের লস এঞ্জেলেসে ৪০ তম ফোবানা সম্মেলনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে ফোবানাকে ইতিতিহাসে স্বাক্ষী বানাতেই এবারে এমন একটি ভ্যেনু নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে বিশ্ব পর্যটকরা সারাক্ষণ ভিড় জমান। লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল সিটি বিনোদন শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেখানে ইতিহাস, আধুনিক আকর্ষণ ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার অনন্য সমন্বয় রয়েছে। আগত অতিথি ও দর্শনারীরা ইউনিভার্সাল সিটিতে অবস্থিত ইউনিভার্সাল স্টুডিওস হলিউড উপভোগ করতে পারবেন। বিখ্যাত স্টুডিও ট্যুর, দ্য উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ড অব হ্যারি পটার-এর জাদুকরী পরিবেশ এবং রোমাঞ্চকর ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস রাইডও দেখতে পাবেন।

ফোবানার নির্বাহী সংসদের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী খালেদ আহমদ রউফ ৪০ তম ফোবানার আপডেট নিয়ে বলেন, ফোবানা নিয়ে বিভ্রান্ত হবার সুযোগ নাই। ৪০ তম মুল ফোবানা লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাহী কমিটি সর্বাত্বক সহযোগিতা করছে । ফোবানা আগের চেয়ে গতিশীল। লস এঞ্জেলেসে ফোবানার প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে।

ফোবানার নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল জানান, ফোবানা উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। ফোবানার ৪০ তম আসরটি একটি মাইল ফলক হিসাবে স্থান পাবে। হোস্ট কমিটির সাথে নির্বাহী কমিটির সমন্বয়ে একটি মান সম্পন্ন ফোবানাই হবে। সবাইকে লস এঞ্জেলেসে স্বাগত জানাই সেপ্টেম্বরে।

লস এঞ্জেলেস ফোবানা হোস্ট কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ ইকবাল জানান, লস এঞ্জেলেস ফোবানায় লস এঞ্জেলেস নগরীসহ আশেপাশের মহরগুলিতে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির সমন্বিত অংশগ্রহণ থাকবে।

সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলেস , সিলিকন ভ্যালী, সহ আশে পাশের সব গুলো সিটির প্রবাসীরা থাকবেন সাথে।

২০২৬ সালের লেবার ডে উইকেন্ডে ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া (বাক)। আয়োজক সংগঠন এবং ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটি সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন। অনেক গুলো সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। লস এনজেলস ফোবানায় প্রবাসীরা আনন্দ খুজে পাবেন।

ঢাকায় ৪০ তম ফোবানার মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠিত

গত ১২ জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লস অ্যাঞ্জেলেসে ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক কমিটি, ফোবানার নির্বাহী সংসদের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের এবং ফোবানার শুভাকাঙ্ক্ষীদের আগামী সেপ্টেম্বর এ লস এনজেলস এ আমন্ত্রন জানান।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের বৃহত্তম সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম সম্মেলনের প্রস্তুতি ও সার্বিক বিষয় নিয়ে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেল ৪ টায় জহুর হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মলনে নির্বাহী কমিটি ও স্বাগতিক কমিটির নেতারা ৪০তম সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফোবানার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সুধিজনদের ফোবানার নানা বিষয় অবহিত করেন। ৩৯ টি সফল কনভেনশন

এর পর লস এনজেলস ৪০ তম আসরটি ব্যাপক জমজমাট করার প্রস্তুতি চলছে। আটলান্টার ৩৯ তম আসরের সফলতার পর লস এনজেলস এ ৪০ তম আসরে উত্তর আমেরিকার ও বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকবেন।

৪০তম ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক ড.জয়নুল আবেদিন বলেন, লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশীদের একটি বৃহদ জনগোষ্ঠীর বসবাস। অতীতে সফল ফোবানা কনভেনশন করার অভিজ্ঞতায় এবারের ৪০ তম আসরটিকে আরও সুন্দর ও বিস্তৃত করার প্রস্তুতি চলছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা,রিয়েল ইষ্টেট কোম্পানি এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করার সুযোগ থাকবে। বিভিন্ন দেশের দেশী ইন্টারপ্রনার রা ফোবানায় তাদের ব্যবসার মার্কেটিং এর সুযোগ পাবেন।

ফোবানা উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বৃহত্ সংগঠন, এবারের লস এঞ্জেলেসে ৪০ তম ফোবানা সম্মেলনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে ফোবানাকে ইতিতিহাসে স্বাক্ষী বানাতেই এবারে এমন একটি ভ্যেনু নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে বিশ্ব পর্যটকতা সারাক্ষণ ভিড় জমান। লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল সিটি বিনোদন শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেখানে ইতিহাস, আধুনিক আকর্ষণ ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার অনন্য সমন্বয় রয়েছে। আগত অতিথি ও দর্শনারীরা ইউনিভার্সাল সিটিতে অবস্থিত ইউনিভার্সাল স্টুডিওস হলিউড উপভোগ করতে পারবেন। বিখ্যাত স্টুডিও ট্যুর, দ্য উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ড অব হ্যারি পটার-এর জাদুকরী পরিবেশ এবং রোমাঞ্চকর ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস রাইডও দেখতে পাবেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফোবানার নির্বাহী সংসদের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী খালেদ আহমদ রউফ বলেন, ফোবানা নিয়ে বিভ্রান্ত হবার সুযোগ নাই ৪০ তম মুল ফোবানা লস এনজেলস এ অনুষ্ঠিত হবে। ফোবানা একটি সুসংগঠিত সংগঠন, এবারের ৪০ তম লস এনজেলস ফোবানায় উত্তর আমেরিকার শতাধিক সংগঠন উপস্থিত থাকবে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ফোবানার নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সচিব খালেদ আহমেদ রউফ, আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ ইকবাল, প্রেসিডেন্ট মোয়াজ্জেম চৌধুরী, ফোবানা কর্মকর্তা রেহান রেজা, গোলাম ফারুক ভুঁইয়া, মকবুল আলী, নাহিদুল খান ও কাজী নাহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বছর লেবার ডে উইকেন্ডে ৪-৬ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া (বাক)। আয়োজক সংগঠন এবং ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটি সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন। অনেক গুলো সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, সুধীজন, শিল্পী, গণমাধ্যমকর্মী, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ও পৃষ্ঠপোষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফোবানার নেতৃবৃন্দ জানান, ফোবানা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয় চ্যারীটি, স্কলারশীপ, অর্ধ শতাধিক সেমিনার, বিজনেস লাঞ্চ, উইমেন এম্পায়ার, ইউথ ফোরাম সহ নানা স্যাগমেন্ট থাকবে ৪০ তম লস এঞ্জেলেস ফোবানায়। আয়োজক কমিটির পক্ষে কাজী নাহিদ জানান, আগামী মার্চে কীক অফ পার্টি অনুষ্ঠিত হবে লস এঞ্জেলেসে, সেখানে হোস্ট কমিটির সকলের সাথে এবং স্পন্সরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

ফোবানার স্কলারশীপ কমিটির পক্ষে রেহান রেজা জানান, এই বছর ফোবানার স্কলারশিপে বাংলাদেশের আরো নতুন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত হবে। - জুয়েল সাদত, ফোবানা মিডিয়া কোর্ডিনেটর

FOBANA
40TH FOBANA
CONVENTION 2026
4,5,6 SEPTEMBER, 2026
LOS ANGELES, HOLLYWOOD, U.S.A
KICK OFF
VENUE : UNIVERSAL HILTON
555 UNIVERSAL HOLLYWOOD DR, UNIVERSAL CITY, CA 91608
DATE: 28 MARCH , 2026
HOTEL VISIT: 1:00 PM - 2:00 PM
MEETING: 2:00 PM - 5:00 PM
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO JOIN US
HOLLYWOOD
Hosted By
BANGLADESH ASSOCIATION OF CALIFORNIA (BAC)
BAC
LOS ANGELES, U.S.A

পরিচয় | PARICHOY | PUBLISHED FROM NEW YORK | শেষের পাতা | Issue 1672 | Saturday, March 14, 2026

নিউইয়র্কে মেয়র মামদানীর উপস্থিতিতে ঈদ উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা “ভালো”-র খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি

পরিচয় রিপোর্ট: নিউইয়র্কে গত শনিবার ১৪ মার্চ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা “ভালো”-র উদ্যোগে জ্যামাইকায় একটি বিনামুল্যের মানবিক খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটির মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। অনুষ্ঠানে তাঁর পাশে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শাহরিয়ার রহমান, নিউ ইয়র্ক সিটির পাবলিক এডভোকেট জুমানী উইলিয়ামস, সিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন লু, সিটি কাউন্সিলম্যান লিন্ডা লী, নিউ ইয়র্ক সিটি হলের উচ্চপদস্থ বাকি অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ ভিসা: বিশেষ সতর্কবার্তা ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন এমন বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস।

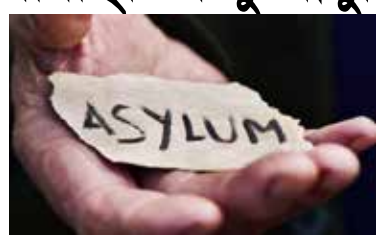

দূতাবাস জানায়, দেশটিতে অবস্থানকালে নিজের খরচ বহনের পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে বা সেখানের সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করলে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বাতিল হতে পারে। এমনকি এমন কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতে দেশটিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্থায়ী অযোগ্যতার কারণ হিসেবেও গণ্য হতে পারে। শনিবার (১৪ মার্চ) ভ্রমণসংক্রান্ত এক বিশেষ বার্তায় দূতাবাস এই কঠোর নির্দেশনার কথা জানায়। বার্তায় বলা হয়, কোনো বিদেশি দর্শনার্থী যদি যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থে পরিচালিত জনকল্যাণমূলক সুবিধার অপব্যবহার করেন বা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পর্যটন, বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

টেক্সাসে কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান হলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান নিহাল রহিম

পরিচয় ডেস্ক: টেক্সাসে সাউথ টেক্সাস রিফ্যুজি কাউন্টি'র ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশি বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীরা মামলার কার্যক্রম চলাকালীন ক্রমবর্ধমান হারে আটক বা অন্তরীণ হওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীরা মামলার কার্যক্রম চলাকালীন ক্রমবর্ধমান হারে আটক বা অন্তরীণ হওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেনড় যা অতীতের রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো ধরনের অপরাধমূলক রেকর্ড নেইড়এমন আশ্রয়প্রার্থীদেরও সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আটক করা হচ্ছে; যা পূর্ববর্তী কার্যপদ্ধতি থেকে এক বিশাল পরিবর্তন। সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এমন সব আশ্রয়প্রার্থীদের আটক করা হচ্ছে যাদের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই। ট্রাম্প প্রশাসন এমন অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাসের আইনি পথ অনুসরণ করছেন। এই পদক্ষেপটি পূর্ববর্তী কার্যপদ্ধতি থেকে এক বিশাল পরিবর্তন ; কারণ আগে নিয়ম ছিল যে, আশ্রয়প্রার্থীদের মামলার কার্যক্রম চলাকালীন সময়েই তাদের যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার এবং সেখানকার সমাজে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হতো। আইনজীবী ও অভিবাসন অধিকারকর্মীরা এনবিসি নিউজকে জানিয়েছেন যে, এই আটকের ঘটনাগুলো একটি নির্দিষ্ট ধরন বা প্যাটার্ন অনুসরণ করছে। একদিন হয়তো আশ্রয়প্রার্থীরা তাদের পরিবারের সাথেই থাকেনড়যাদের অনেকেই হয়তো বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

ক্রিপ্টোকারেন্সি: বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যময় মুদ্রার গল্প

নজরুল ইসলাম মিন্টু: নজরুল ইসলাম মিন্টু: মানুষের হাতে থাকা একটি নোট আসলে কেবল লেনদেনের কাগজ নয়। তার গায়ে থাকে রাষ্ট্রের প্রতীক, শাসনের স্মৃতি, শিল্পীর কল্পনা, অর্থনীতির বাস্তবতা, আর মানুষের বিশ্বাসের অদৃশ্য ছাপ। কোথাও একটি নোট পকেটে থাকাই আর্থিক স্বস্তি ও মর্যাদার প্রতীক, আবার কোথাও সংখ্যার অঙ্ক এত বড় যে নোটের গায়ে ট্রিলিয়ন লেখা থাকলেও তা দিয়ে বাজারের সামান্য প্রয়োজনও মেটে না। তাই মুদ্রার কাহিনি শুধু অর্থনীতির হিসাব নয়, এটি সভ্যতার শক্তি, সংকট, অহংকার ও স্বপ্নেরও এক বিস্ময়কর আত্মজীবনী। আর সেই কাহিনির শিকড় আমাদের নিয়ে যায় বহু দূরের অতীতে। প্রাচীনকালে কড়ি, তামা, এমনকি চামড়ার মুদ্রা দিয়েও বিনিময়ের প্রথা ছিল। তবে আধুনিক বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

গৃহহীনদের হোটেলে আশ্রয়ের জন্য ১.৮৬ বিলিয়ন ডলারের তিন বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করল নিউ ইয়র্ক সিটি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসন 'হোটেল অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউ ইয়র্ক সিটি ফাউন্ডেশন'-এর সাথে ১.৮৬ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়

মুসলিম-বিদ্বেষী পোস্ট: কংগ্রেস সদস্য অগলসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্যের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য শ্রী থানেদার (ডেমোক্র্যাট-মিশিগান) একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন, যার মাধ্যমে রিপাবলিকান

কংগ্রেস সদস্য অ্যান্ডি অগলসকে (রিপাবলিকান- টেনেসি) তিরস্কার বা নিন্দা জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স' (ঢ)-এ অগলসের করা বেশ কিছু মুসলিম-বিদ্বেষী পোস্টের জেরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে; যার মধ্যে একটি পোস্টে বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়